শাস্ত্র মানিব কেন ?

(সত্য-শাস্ত্র-বিজ্ঞান-বিচার সমন্বয়)

সমানং ত্রিষুকালেষু সর্ব্বাবস্থাসুশাশ্বতম্ ।
সনাতনং মতং সত্যং চীয়তে নাপচীয়তে ॥
সত্যমেব পরংব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্ ।
সত্যং বিজয়তে লোকং সত্যরূপো জনার্দ্দনঃ ॥

প্রকাশক—

শ্রীঅবনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, বি-এ, বি-টি

এসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল।

Mukerji

শাস্ত্র মানিব কেন?

বিষয় সূচী।

১ম অধ্যায়—শাস্ত্রই একমাত্র সদুত্তর (সদুত্তর°)

২য় অধ্যায়—উচ্ছস্ত্রতর্কের প্রয়োজন (উচ্ছাস্ত্র°)

৩য় অধ্যায়—বিচারাভিমানের স্বরূপ (বিচার°)

৪র্থ অধ্যায়—রসায়নে সত্যভ্রংশ (রসা°)

৫ম অধ্যায়—পদার্থবিজ্ঞানে সত্যভ্রংশ (পদার্থ°)

৬ষ্ঠ অধ্যায়—গণিতবিজ্ঞানে সত্যভ্রংশ (গণিত°)

৭ম অধ্যায়—অপর বিজ্ঞানে সত্যভ্রংশ (অপর)

৮ম অধ্যায়—সত্যভ্রংশস্বীকার ও কারণ (স্বীকার)

৯ম অধ্যায়—শাস্ত্রোৎকর্ষ (শাস্ত্র)

পরিভাষা

(বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী)

অন্যোন্যাকর্ষণ—Gravitation
অপরিপাটি—Chaos.
অপাসন শক্তি—Repulsive force
অবিচারিত জ্ঞান—Intuition.
অসন্তত—Discontinuous.
অসম্পৃক্ত—Absolute
অস্রুতি গ্রন্থি—Ductless gland.
আলোক—Source of light.
ঈথার—Ether.
কেবল—Absolute.
ক্রমাবনতি—Anti-evolution.
ক্রমোন্নতি—Evolution,
গণিতবিজ্ঞান—Dynamics.
গুরুত্ব—Mass
ঘনপদার্থ—Solid.
চঞ্চল পদার্থ—Fluid.
চতুর্মাত্রক—Four dimensional.
জল-বিজ্ঞান—Hydrostatics.
জলৌকসগতি—Peristalsis.
জাগতিক তেজোবিকিরণ—Cosmic radiation.
জীবাণু—Living cells.
তড়িৎ শক্তি—Electricity.
তেজঃ—Energy.
তেজোবিকিরণ—Radiation
দ্রব, দ্রব পদার্থ—Liquid.
দ্রব্যাণু—Particle.
ধরাকর্ষণ—Gravity.
ন-মাত্রা—n-dimensions
নিরন্তর—Continuous.
পদার্থ—Matter.
পরমাণু—Atom.
পরিপাটি—Order
প্রকাশ—Light
প্রতিপাদ্য—Theorem
ভার—Weight.
ভূম্যাকর্ষণ—Gravity.
মত—Theory.
মাত্রা—Dimension, quantum
মাত্রামত—Quantum theory.
মূল পদার্থ—Element.
বস্নসা—Nerve.
বিজ্ঞান—Science,
শক্তি—Force.
শ্রেধী, শ্রেঢ়ী—Series.
শ্রেঢ়ীফলম্—Summation of a series.
সঙ্কলিতৈক্যম্—Summation of a Series
সন্তত—Continuous.
সম্পৃক্তমত—Theory of Relativity
সান্তর—Discontinuous
সাম্য—Identity
সূক্ষ্মপদার্থকণ—Corpuscle.
স্থিতিবিজ্ঞান—Statics.

(ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা)

Absolute—অসম্পৃক্ত, কেবল।
Anti-evolution—ক্রমাবনতি
Atom—পরমাণু।
Chaos—অপরিপাটি।
Continuous—নিরন্তর, সন্তত।
Corpuscle—সূক্ষ্মপদার্থকণ।
Cosmic radiation—তেজোবিকিরণ।
Dimension—মাত্রা।
Discontinuous—অসন্তত, সান্তর
Ductless gland—অস্রুতি গ্রন্থি।
Dynamics—গণিতবিজ্ঞান।
Electricity—তড়িৎশক্তি।
Element—মূলপদার্থ।
Energy—তেজঃ।
Ether—ঈথার।
Evolution—ক্রমোন্নতি।
Fluid—চঞ্চল পদার্থ।
Force—শক্তি।
Four dimensional—চতুর্মাত্রক।
Gravitation—অন্যোন্যাকর্ষণ।
Gravity—ধরাকর্ষণ, ভূম্যাকর্ষণ।
Hydrostatics—জলবিজ্ঞান।
Identity—সাম্য।
Intuition—অবিচারিত জ্ঞান।

Light—প্রকাশ (আলোক নহে)
Liquid—দ্রব, দ্রবপদার্থ।
Living cells—জীবাণু।
Mass—গুরুত্ব।
Matter—পদার্থ।
n-dimensions—ন-মাত্রা।
Nerve—বস্নসা।
Order—পরিপাটি।
Particle—দ্রব্যাণু।
Peristalsis—জলৌকসগতি।
Quantum—মাত্রা।
Quantum theory—মাত্রামত।
Radiation—তেজোবিকিরণ।
Relativity theory—সম্পৃক্তমত
Repulsive force—অপাসন শক্তি।
Science—বিজ্ঞান।
Series—শ্রেঢ়ী শ্রেধী।
Solid—ঘনপদার্থ।
Source of Light—আলোক। (প্রকাশ নহে)।
Statics—স্থিতিবিজ্ঞান।
Summation of a Series—শ্রেঢ়ীফলম্, সঙ্কলিতৈকাম্।
Theorem—প্রতিপাদ্য।
Theory—মত।
Weight—ভার।

ABBREVIATIONS.

(Figs. refer to pages)

B—Relativity by BERTRAND RUSSELL F. R. S.

E—The Nature of the Physical World by SIR ARTHUR EDDINGTON M.A., L.L.D., D. SC., F. R. S. Professor of Astronomy, Cambridge University.

Gr.—Conclusions of Modern Science by WALTER GRIERSON.

H—The New Physics by ARTHUR HAAS Ph. D., Prof. of Physics Berlin University.

Hl.—Possible worlds by J. B. S. HALDANE, Reader in Bio-chemistry, Cambridge University.

J—The Mysterious Universe by SIR JAMES JEANS, M.A., L.L.D., D.SC., F.R.S., Astronomer Royal.

Ju—The Universe Around Us by SIR JAMES JEANS.

L—Science, Leading and Misleading by COLONEL ARTHUR LYNSH, M.A., C.E., L.R.C.P., M.R.C.S.E., M.P.

N—NATURE, March, 1931.

P—The Universe in the Light of Modern Physics by DR. MAX PLANCK, Prof. of Mathematics and Physics, Berlin University and President Berlin Academy.

Sc—SCIENCE AND RELIGION, a Symposium (HOWE)

T—The Atom by G. P. THOMSON M.A., Professor of Natural Philosophy, Aberdean University.

শাস্ত্র মানিব কেন ?

(সত্য-শাস্ত্র-বিজ্ঞান-বিচার সমন্বয়)

সমানং ত্রিষু কালেষু সর্ব্বাবস্থাসু শাশ্বতম্।
সনাতনং মতং সত্যং চীয়তে নাপচীয়তে ॥
সত্যমেব পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্।
সত্যং বিজয়তে লোকং সত্যরূপো জনার্দ্দনঃ ॥

১ম অধ্যায়—শাস্ত্রই একমাত্র সদুত্তর। (সদুত্তরং)

১। **অহঙ্কার জন্য প্রশ্ন**।—আজকাল কি কিশোর কি যুবা কি প্রবীণ সকলের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়—শাস্ত্র মানিব কেন? চৈতন্যবিপ্লুতিকারক অজ্ঞানপ্রভব অহঙ্কারের এই বীভৎস বিজৃম্ভণে সভ্য জগৎ মুখরিত পরিব্যাপ্ত ও বিক্ষুব্ধ। আপামর সাধারণের নির্ব্বিশেষ হৃদয়মন্দিরই এই দুর্ভেদ্য অহংকারের নিত্যলীলাভূমি। শিশু, বাল, কুমার ও পৌগণ্ড এই অহং বুলি স্পষ্ট বলিতে পারে না, তাই মুখে বলে না। কিন্তু তাহাদেরও অন্তরে অন্তরে সেই দুর্দ্দম্য জগদ্ব্যাপী অহং বিদ্যুদ্বাহ পয়োধর বক্ষে বিদ্যুৎসৌদামনীর ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে।

এই কলিকালে যে দিকে তাকাও আজন্ম মরণাবধি সকলেরই একই বুলি—শাস্ত্র মানিব কেন? আমার কি নিজের বিচার নাই?

আমার কি নিজের বুদ্ধি নাই ? বাক্‌শক্তিহীন শিশু একথা বলিবে কেমন করিয়া ? তথাপি অস্পষ্ট ভাষায় সুস্পষ্ট আচরণে তাহারাও আপনাদিগকে অহংপূজাপরায়ণ বলিয়া ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ নহে। মায়াস্পৃষ্ট জগতে অহংপূজার বিরামও নাই বিশ্রামও নাই।

সর্ব্বদেবময়োহহম্ ॥ ১ ॥

অহংই সকল দেবতার দেবতাস্থানীয়। জীবমাত্রেই সেই অহংদেবের অহৈতুকী সেবায় কায়মনোবাক্যে নিত্য নিযুক্ত।

২। **বিচারাভিমান**।—মুখবন্ধ দেখিয়াই সকলে মনে করিবেন—এঃ শাস্ত্রান্ধ গোঁড়ার এ কথায় আর কর্ণপাত করিবারই প্রয়োজন নাই। বিচারই মনুষ্যের একমাত্র ধন। বিচারই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। বিচারহীনতাই পশুর পশুত্ব। এই বিচারধন বিসর্জ্জন দিয়া পশুত্ব অবলম্বনে পশুজীবন পোষণ করিবার প্রয়োজন কি ? যদিও স্বীকার করা যায়—শাস্ত্র না মানিলে জীবের কল্যাণ হয় না, তথাপি পশু হইয়া কল্যাণলাভের অপেক্ষা মনুষ্য থাকিয়া অকল্যাণ সংগ্রহই বাঞ্ছনীয়, এ বিষয়ে আর সংশয় কি ? আর যদি শাস্ত্র মানিয়া কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণ হয় তাহা হইলে শাস্ত্র মান্য করার ন্যায় নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধ আর কিছুই নাই।

৩। **শাস্ত্র ভগবদাদেশ**। শাস্ত্র মানিব কেন ? এই প্রশ্নের যাহা সদুত্তর তাহা ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে সভ্য সমাজের নিকট উপস্থাপিত করিবার উপায়ই নাই। শাস্ত্র ভগবানের আদেশ। তুচ্ছ মনুষ্য-বিচারের উপর নির্ভর করিয়া ভগবদাদেশের উল্লঙ্ঘন করিতে নাই, নিত্যসত্যের অপলাপ করিতে নাই, নিজের একমাত্র কল্যাণের পথ সমবরুদ্ধ করিতে নাই।

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে উল্লঙ্ঘ্যে নৈব কর্হিচিৎ।
আজ্ঞালঙ্ঘী মমদ্বেষী মদ্ভক্তোপিহবৈষ্ণবঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন, শ্রুতি (বেদ) ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা। কখনই লঙ্ঘন করা উচিত নহে। আমার আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে সে আমার দ্বেষী (শত্রু)। সে আমার ভক্ত হইলেও অবৈষ্ণব (আমার নিজ জন নহে)।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎস্বজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ৩ ॥

যে শাস্ত্রের নিয়ম ত্যাগ করিয়া আপনার বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না ও ইহকালেও সুখ নাই ও পরকালেও গতি হয় না।

৪। **অহঙ্কারাৎ বিপরীত বুদ্ধি**।—অহঙ্কার হইতেই সংসারের উৎপত্তি - জীবের অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য বন্ধন। অহঙ্কারই মিথ্যা ও অধর্ম্মকে প্রসব করে। অহঙ্কারই ভ্রমের জনক। সেই ভ্রম হইতেই সংসারের বিপরীত বুদ্ধির উৎপত্তি। কাযেই জীব হিতকে অহিত বলিয়া মনে করে ও অহিতকে হিত বলিয়া মনে করে। অহঙ্কারস্পৃষ্ট কল্যাণই লোকপ্রসিদ্ধ হৈমপাষাণপাত্র (সোণার পাথর বাটি), গন্ধর্ব্ব-নগর, বন্ধ্যাপুত্র, মায়ামরীচিকা। অহঙ্কারাবৃত চিত্তে কোনও বস্তু স্বরূপে অবভাসিত হয় না অর্থাৎ সকল বস্তুই বিকৃত দেখায়। সদ্গুরুর কৃপা বিনা চিত্তের অহঙ্কারোদ্ভূত তীব্র অন্ধকার দূরীভূত হয় না।

অহঙ্কারাদ্ ভবেন্মোহঃ সংসারস্তৎসমুদ্ভবঃ।
অহঙ্কারবিহীনানাং ন মোহো ন চ সংস্থতিঃ ॥ ৪ ॥
অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং সম্বদ্ধং চানৃতেন হি।
মূলং ধর্ম্মবিনাশস্য প্রথমং স্যাদহঙ্কৃতিঃ ॥ ৫ ॥

অহঙ্কার হইতে মোহ ও মোহ হইতেই সংসার। অহঙ্কারবিহীন পুরুষের

মোহও নাই সংসারও নাই। এই বিশ্ব অহঙ্কারাবৃত অতএব মিথ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। ধর্ম্মনাশের আদি কারণই অহঙ্কার।

সংসারনিবৃত্তিমার্গপ্রবৃত্তিঃ কদাপি ন জায়তে।
তস্মাদনিষ্টমেব ইষ্টমিব ভাতি। ইষ্টমেব অনিষ্টমিব
ভাতি। অনাদিসংসারবিপরীত ভ্রমাৎ ॥ ৬ ॥

যাহাতে সংসার নিবৃত্ত হয়, যাহাতে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে বিষয়ে মনুষ্যের কখনই প্রবৃত্তি হয় না। অতএব অনিষ্টই ইষ্ট বলিয়া প্রতীত হয় ও ইষ্টই অনিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার কারণ অনাদি সংসারের বিপরীত ভ্রম।

হিতাহিতং ন জানাতি নৈহিকং পারলৌকিকম্।
তৃষ্ণানীহার-নষ্টাক্ষো ন জানাতি বয়োগতম্ ॥ ৭ ॥

মায়াবিমোহিত জীব হিত ও অহিত চিনিতে পারে না। কি ঐহিক কি পারলৌকিক হিতাহিত জ্ঞান তাহার আদৌ নাই। কেন না সে বিষয়তৃষ্ণায় নষ্টবুদ্ধি হইয়াছে। এই দুর্ল্লভ জীবন চলিয়া যাইতেছে তাহাও সে বুঝিতে পারে না।

ঘনো যদার্কপ্রভবো বিদীর্য্যতে
চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা।
যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো
জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ ॥ ৮ ॥

মেঘ সূর্য্য হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই মেঘই আত্মপ্রভব সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আবার যখন সেই মেঘ বায়ুদ্বারা বিদীর্ণ হয় তখনই তেজের আধার চক্ষুঃ তাহার স্বরূপ সূর্য্যকে দেখিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ আত্মার উপাধি অহঙ্কার, আত্মাকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। প্রকৃত

জ্ঞানেচ্ছারূপ বায়ুর দ্বারা যখন সেই মেঘরূপী অহঙ্কার দূরীভূত হয় তখনই জীবাত্মা পরমাত্মাকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে থাকে।

অহঙ্কারনিষ্ঠো বিমোঘো হি বোধো
ভবেৎ সর্ব্বধর্ম্মো বিমোঘো বিমোঘঃ।
অহঙ্কারনিষ্ঠা বিমোঘা হি ভক্তিঃ
অহঙ্কারমুক্তো জনো বন্ধমুক্তঃ ॥ ৯ ॥

যতই জ্ঞান হউক না কেন অহঙ্কার দূর না হইলে একেবারেই ব্যর্থ। অহঙ্কারযুক্ত সকল ধর্ম্মই ব্যর্থের ব্যর্থ তস্য ব্যর্থ। এমন কি অহঙ্কার-যুক্ত ভক্তিও একেবারে ব্যর্থ। যিনি অহঙ্কার হইতে মুক্ত তিনিই ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত।

যথা জাত্যন্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে তথা
গুরূপদেশেন বিনা কল্পকোটিভি স্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে ॥১০॥

যেমন জন্মান্ধের রূপজ্ঞান হয় না সেইরূপ বিষয়ান্ধ জীবের গুরূপদেশ ভিন্ন কোটিকল্পেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ১১ ॥

যাঁহার শ্রীভগবানে ও গুরুতে অচলা ভক্তি সেই মহাত্মারই হৃদয়ে শাস্ত্রের অর্থ সকল প্রকাশ পায়।

৫। **নাস্তিকতা চরম পাপ।**—অহঙ্কারবশে নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রবাক্যে অনাদরই সকল সর্ব্বনাশের মূল।

শ্রৌতে স্মার্ত্তে চ বিশ্বাসঃ আস্তিক্যং চাভিধীয়তে ॥ ১২ ॥

বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রে অবিচলিত বিশ্বাসই আস্তিক্য। বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে ভ্রান্তবিজ্ঞানের ন্যায় প্রমাণসাপেক্ষ, এইরূপ মতাবলম্বিকে

নাস্তিক বলে। এক কথায় শাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া মানিতে না চাওয়াই নাস্তিকতা।

পাতকেষু পরং জ্ঞেয়ং পাতকং নাস্তিকগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥

যত পাপ আছে তাহাদের মধ্যে নাস্তিকতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ। নাস্তিকতার তুল্য আর পাপ নাই।

উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চৈব পৌরুষং দ্বিবিধং মতম্।
তত্রোচ্ছাস্ত্র মনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্ ॥ ১৪ ॥

পুরুষকার দুইপ্রকার—উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার ও শাস্ত্রিত পুরুষকার। যাহা শাস্ত্র দ্বারা পরিচালিত তাহাই শাস্ত্রিত। আর যাহা শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া স্বৈরবর্ত্তী তাহাকেই উচ্ছাস্ত্র বলে। উদ্‌গতং (বহির্গতং) শাস্ত্রাৎ ইতি উচ্ছাস্ত্রম্। এই দুইটীর মধ্যে উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার কেবল অনর্থই ঘটায় —আর শাস্ত্রিত পুরুষকার পরমার্থ প্রদান করে (সকল প্রকার কল্যাণ প্রদান করে)।

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥ ১৫ ॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
তএবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ১৬ ॥

হে সুব্রত! ভূতগণের শরীরে যে রোগ উৎপন্ন হয় সেই রোগের দ্রব্যই, সেই রোগোৎপাদক বস্তু কি চিকিৎসিত হইলে, গুণান্তরিত হইয়া সেই রোগই নাশ করে না? সেইরূপ মনুষ্যের সকল কার্য্যই সংসার বন্ধনের কারণ। তথাপি সেই সকল কার্য্যই সংসার নাশ করে (কল্পন্তে), যদি পরব্রহ্মে অর্পিত হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বলে—সমে সাম্যং। ইহা একেবারে বিপরীত।

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারকম্।
বিপরীতঃ সদা কল্পো বিপরীত প্রশান্তয়ে॥ ১৭॥

সকল সময়ে সকল বস্তুর তুল্যগুণবস্তু তাহার গুণ বৃদ্ধি করে, বিপরীত বস্তু তাহার গুণ নাশ করে। কেবল সেই তুল্যগুণ বস্তু গুণান্তরিত হইলে তাহার গুণ বৃদ্ধি না করিয়া নাশ করে। যে পুরুষকার সংসারবন্ধনের একমাত্র কারণ, যে পুরুষকার সংসারবন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করে, সেই উচ্ছাস্ত্র পুরুষকারই যখন চিকিৎসিত হইয়া অহঙ্কারবিবর্জ্জিত ও ভগবৎ-পাদাশ্রিত হয়, তখন সেই শাস্ত্রিত পুরুষকার অচিরেই সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া মনুষ্যকে মোক্ষ প্রদান করে।

প্রসঙ্গমজরং পাশং আত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥ ১৮॥

অত্যাসক্তিই আত্মার জরারহিত অভেদ্য বন্ধন, ইহা জ্ঞানিগণ জানেন। কিন্তু সেই অত্যাসক্তিই সাধুগণের চরণকমলে হইলে মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। অত্যাসক্তিই সংসারবন্ধন ও সংসারমুক্তি এই উভয়েরই কারণ। বিষয়ে অত্যাসক্তি সংসারবন্ধন সর্জন করে ও তাহাকে অভেদ্য করে। সাধুপাদপদ্মে অত্যাসক্তি মুক্তির অব্যর্থ কারণ।

৬। **বিচারপ্রাণ শাস্ত্র**।—ন্যায়শাস্ত্র যাহার শীর্ষদেশ, উপনিষৎ যাহার প্রাণ, পুরাণ যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সে শাস্ত্র যে বিচারেই অধিষ্ঠিত তাহাও কি কাহাকে বলিতে হয়?

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং উপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে পরীক্ষিতা॥ ১৯॥

ন্যায়শাস্ত্রই সকলজ্ঞানের প্রদীপস্বরূপ, অহঙ্কারোদ্ভূত তমঃ দূর করিয়া উহাই বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে। উহাই সকল কর্ম্মের উপায়,

সকল ধর্ম্মের আশ্রয় ও জ্ঞানের উদ্দেশে পরীক্ষক অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের পরীক্ষা উহার দ্বারাই হয়।

তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিশ্রেয়সাধিগমঃ ॥ ২০ ॥

বস্তুর স্বরূপজ্ঞান হইতেই যাহা নিশ্চিত শ্রেয়ঃ তাহার অত্যন্তপ্রাপ্তি ঘটে। তত্ত্ব বলিতে সেই বস্তুর ভাব বুঝায় (তৎ+ত্ব)। তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞানাভাবে মোক্ষ হইতে পারে না।

মিথ্যাজ্ঞানাপায়াৎ অপবর্গঃ ॥ ২১ ॥

বস্তুর স্বরূপজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত মিথ্যাজ্ঞান। বস্তুকে প্রকৃতভাবে না দেখিয়া বিকৃতভাবে দেখাকে মিথ্যাজ্ঞান বলে। এই মিথ্যাজ্ঞানই মোহ বা অজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইলে মোক্ষলাভ হয়।

ঋতে জ্ঞানান্নমুক্তিঃ ॥ ২২ ॥

শ্রুতি বলিতেছেন জ্ঞানভিন্ন মুক্তিলাভ হয় না। যতক্ষণ জীবের অজ্ঞান থাকে ততক্ষণ তাহার অজ্ঞান-প্রভব সংসারবন্ধন থাকিবেই।

আত্মানমেবাত্মতয়াঽবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন সম্যক্ পুনরেব লীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা ॥ ২৩ ॥

যাহারা আত্মাকে আত্মা বলিয়া জানে না, যাহারা অনাত্ম দেহকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদের এই দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান হইতে এই মায়ার সংসার (প্রপঞ্চিতম্) উৎপন্ন। এই অজ্ঞানোদ্ভব প্রপঞ্চ (সংসার) পুনরায় জ্ঞানের দ্বারা লয় হয় ও সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ লয় হয়। যথা রজ্জুতে সর্পের (অহেঃ) দেহ (ভোগ) একবার জন্মায়

(ভবঃ) ও একবার লোপ পায় (অভবঃ)। যেমন অস্পষ্ট আলোকে রজ্জুখণ্ড দেখিলে তাহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। পুনরায় স্পষ্ট আলোকে উহাকে রজ্জু বলিয়াই বুঝা যায়। রজ্জুখণ্ড সর্প নহে। পূর্ণ অন্ধকারে (পূর্ণ অজ্ঞানে) কিংবা পূর্ণ আলোকে (পূর্ণ জ্ঞানে) উহাকে সর্পভ্রম হয় না। কেবল অস্পষ্ট আলোকই (বিকৃত জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান) উহাকে সর্পাকারে পরিণত করে।

বিদ্যাদিবা প্রকাশত্বাৎ অবিদ্যারাত্রিরুচ্যতে।
বিদ্যাভ্যাসে প্রমাদো যঃ স দিবা স্বাপ উচ্যতে ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানই দিবা কেন না সকল বস্তুকেই প্রকাশ করিতে পারে। অজ্ঞানই রাত্রি কেন না সকল বস্তুকেই তমসাচ্ছন্ন করে। জ্ঞানাভ্যাসের ত্রুটিকেই দিবানিদ্রা বলে। জ্ঞানীই জাগ্রত ও অজ্ঞান পুরুষই চিরসুপ্ত।

অবিদ্যা সংসৃতের্হেতু র্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা।
তস্মাৎ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ ॥ ২৫ ॥

অজ্ঞান সংসারের কারণ। জ্ঞানেই সংসারের নিবৃত্তি। অতএব মুমুক্ষু নরগণ সর্ব্বদাই জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ॥ ২৬ ॥

জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। একমাত্র জ্ঞানই মনের ময়লা দূর করিয়া মনুষ্যকে পবিত্র করিতে পারে।

জ্ঞানী প্রিয়তমোঽতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্ত্তি মাম্ ॥ ২৭ ॥

অতএব জ্ঞানী আমার প্রিয়তম। তিনি জ্ঞানের দ্বারা আমাকে (শ্রীভগবানকে) ধারণ করেন।

সকৃজ্ জ্ঞানেন মুক্তিঃ স্যাৎ।
সম্যক্ জ্ঞানে স্বয়ং গুরুঃ ॥ ২৮ ॥

একবার মাত্র জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হয়। সম্যক্ জ্ঞান হইলে তিনি স্বয়ং গুরু—তিনি অপরেরও অজ্ঞান দূর করিয়া তাহাকে মুক্তি দিতে সমর্থ।

একান্তভক্তিঃ শ্রীনাথে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
বিবেকী বিচরেদেকো জ্ঞাতা ব্রহ্মশরীরধৃক্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবানে একান্ত ভক্তিকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলে। তাহা হইতেই হিতা-হিত বিবেক, ও পরে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানী পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান। ব্রহ্মরূপী জ্ঞানী একা (নিঃস্পৃহ হইয়া) বিচরণ করেন।

জ্ঞমনো নাশমভ্যেতি মনোজ্ঞস্য হি শৃঙ্খলা॥ ৩০ ॥

জ্ঞানীর মন একেবারে নাশ হয়। তাঁহার মনের কর্ত্তৃত্ব অভিমানাদি নষ্ট হইয়া তিনি সংসারবন্ধন হইতে উন্মুক্ত হন। যে মনের অনুসরণ করে (মনোজ্ঞ) তাহারই সংসারবন্ধন অভেদ্য হয়।

সর্ব্বভূত-সুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥ ৩১ ॥

সকল ভূতের সুহৃৎ ও জিতেন্দ্রিয় হইলে, জ্ঞান বিজ্ঞানে আরূঢ় হইবে। বিশ্ব ব্রহ্মময় দেখিবে। কাযেই আর সংসারে বিপন্ন হইবে না (মুক্ত হইবে)।

ধনবৃদ্ধা বয়োবৃদ্ধা বিদ্যাবৃদ্ধা স্তথৈব চ।
তে সর্ব্বে জ্ঞানবৃদ্ধস্য কিঙ্করাঃ শিষ্যকিঙ্করাঃ ॥ ৩২ ॥

যাহারা ধন বয়স ও বিদ্যাতে বৃদ্ধ, তাহারা জ্ঞানবৃদ্ধের দাসের দাসের দাস।

জ্ঞানশৌচং পরিত্যজ্য বাহ্যে যো রমতে নরঃ।
স মূঢ়ঃ কাঞ্চনং ত্যক্ত্বা লোষ্টং গৃহ্ণাতি মোহতঃ ॥ ৩৩ ॥

যে ব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে পবিত্র করিবার চেষ্টা না করিয়া বাহ্য বিষয়ে আনন্দ করে। সে মূঢ়। সে মোহবশতঃই হস্তস্থ কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া সযতনে লোষ্ট সংগ্রহ করে।

বিচার কি? প্রমাণ কাহাকে বলে? সূক্ষ্মদৃষ্টি ও স্থূলদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য কি? এই সকল কথার অবতারণা পরে করা যাইবে। এইক্ষণে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে, বিচারের ভাণকে বিচার বলে না শাস্ত্রানুগত শাস্ত্রনিষ্ঠিত বিচারই বিচার, (উহ)। শাস্ত্রবিরহিত, শাস্ত্রপ্রতিকূল বিচার বিচারই নহে, বিচারাভাস মাত্র (অপোহ)। আস্তিক্যের দ্বারা অহঙ্কার বিদূরিত হইলেই বিচারের শক্তি জন্মে। অন্যথা নহে।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যঃ তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥ ৩৪॥

ঋষিদের ধর্ম্মোপদেশ, যে বেদ ও শাস্ত্রের অবিরোধি তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে সেই ধর্ম্ম জানিতে পারে। অপরে পারে না।

২য় অধ্যায়—উচ্ছাস্ত্র তর্কের প্রয়োজন। (উচ্ছাস্ত্র°)

৭। **আত্মাশ্রয় দোষ**[1]।—শাস্ত্র মানিব কেন? হিন্দুর পক্ষে যাহা একমাত্র সদুত্তর তাহার আভাসের লবলেশমাত্র ভয়ে ভয়ে দিলাম। হিন্দুমাত্রেই জানেন, শাস্ত্র মানিব কেন—এই প্রশ্নের সদুত্তর দানে কেবল শাস্ত্রই সমর্থ। অন্য উপায়ে এই প্রশ্নের সদুত্তর মিলিতে পারে না। যাহার বুদ্ধি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা গঠিত হয় নাই তাহাকে অকৃতবুদ্ধি বলে। তাহার বুদ্ধিও নাই বিচারও নাই।

1. Petitio Principii.

নববিজ্ঞানমানিগণ তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিবেন—যে[1] শাস্ত্র নিজেকেই নিজের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে সে শাস্ত্র ইতরেতরাশ্রয়-দোষের সন্ধানই পায় নাই। আত্মাশ্রয়দুষ্ট সেই শাস্ত্র যে একেবারে হেয় সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। শাস্ত্রের দোহাই দিলে অন্যোন্যাশ্রয়রূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ দুর্নিবার, এই আপাতদুর্লঙ্ঘ্য আক্ষেপের বিস্পষ্টিমদুত্তর পরে মিলিবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্তই বক্তব্য যে শাস্ত্র দিয়া শাস্ত্র প্রমাণ হয় না বলা সহজ, বুঝা মোটেই সহজ নহে।

কার্য্যং বৈ কারণাদ্ভিন্নং নোৎপন্নং হি কদাচন ॥ ৩৫ ॥

কারণ হইতে কার্য্য কখনই ভিন্ন হয় না। যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যে কখনই থাকিতে পারে না। যাহা কার্য্যে আছে তাহা কারণেই আছে।

যথাগ্নির্দারুমধ্যস্থো নোত্তিষ্ঠেন্ মথনং বিনা ॥ ৩৬ ॥

যথা অগ্নি কাষ্ঠমধ্যে থাকিয়াও ঘর্ষণ বিনা উৎপন্ন হয় না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয় বলিয়া, আপাতনিরগ্নি শীতল কাষ্ঠের মধ্যেও অগ্নি আছে, এই অনুমান অপরিহার্য্য।

কার্য্যকারণবস্তূনামৈক্যদর্শনং পটতন্তুবৎ।

অবস্তুত্বাৎ বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥

কার্য্য কারণ ও বস্তুর একতা দর্শন, কার্য্য কারণ ও বস্তু এই তিনই প্রকৃত এক, ইহাদের ভেদ নাই, এই জ্ঞানকেই ভাবাদ্বৈত বলে। এই একতা কি রকম ? পটতন্তুবৎ—বস্ত্র ও তাহার সূত্রের ন্যায়। এই একতার কারণ কি ? ভেদের (বিকল্পস্য) মিথ্যাত্বই এই একতার কারণ। প্রকৃত অভেদই এই আপাত ভেদ বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র। মান (প্রমাণ) দ্বারা মেয় বিষয় (যাহা প্রমাণ করিতে হইবে) কি করিয়া সিদ্ধ হয় ?

1. Petitio Principii.

এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এই মান বেদমতে আত্মসাপেক্ষ, তার্কিকমতে নিরপেক্ষ।

মানানাং স্ববিষয়াবভাসকত্বং আত্মসাপেক্ষম্॥ ৩৮ ॥

প্রমাণ করিবার বিষয় প্রমাণেরই অন্তর্গত ইহাই বৈদিক মত।

নব্যতর্কশাস্ত্রের বিচারবলে ব্যক্তিবিশেষের মর্ত্ত্যত্ব প্রতিপাদন কি আত্মাশ্রয়দোষ দুষ্ট নহে? সকল মনুষ্যই মরণশীল। সক্রেটিস্ মনুষ্য। অতএব সক্রেটিস্ মরণশীল। ইহাই নব্যতর্কশাস্ত্রের নির্দ্দোষ বিচার। যখন সকল মনুষ্যই মরণশীল বলা হইল তখন সক্রেটিস্ মরণশীল ইহা ধরিয়াই লওয়া হইল। কেন না সক্রেটিস্ মরণধর্ম্মা না হইলে সকল মনুষ্যই মরণধর্ম্মা হইতে পারিত না। অতএব সক্রেটিস্ মরণশীল এই প্রতিপাদ্য বিষয়, সকল মনুষ্যই মরণশীল এই প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভূত। কাযেই প্রতিজ্ঞারই একদেশমাত্র প্রমাণ হইল। ইহাও স্বরূপতঃ আত্মাশ্রয়দোষ। অ্যারিষ্টট্ল্ও বলিয়াছেন যাহা আদিতে নাই তাহা অন্তে নাই।[1] কাযেই সিদ্ধান্ত নিত্যই প্রতিজ্ঞৈকদেশসংস্থিত।

৮। শাস্ত্রদোহাই উন্মত্ত প্রলাপ।— অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে শাস্ত্রকেই শাস্ত্রের প্রমাণস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দুশাস্ত্র কোনও অমার্জনীয় দোষে লিপ্ত হন নাই ও যাহারা আত্মাশ্রয়দোষ[2] অন্যোন্যাশ্রয়দোষ[2] বলিয়া কথায় কথায় চীৎকার করে তাহারা কেবল টিয়াপাখির ন্যায় রাধাকৃষ্ণ পড়ে মাত্র, জ্ঞানপূর্ব্বক কিছুই বলে না। প্রকৃত হিন্দু আজকাল বড়ই বিরল। যাহারা আচারভ্রষ্ট হইলেও হিন্দুত্বের গন্ধ যাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই, যাহারা কালের বিচিত্র দুর্দ্দম্য গতিতে হিন্দুত্বের প্রায় সমস্ত পরিচয় হারাইয়াও হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস একেবারে হারাইতে পারে নাই, সেই সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে কথঞ্চিৎ

---

1 Sc. 33. 2. Petitio Principii

বিশ্বাসবান্ আস্তিক হিন্দুর কাছেই আমরা হিন্দুশাস্ত্রের ঘুণাক্ষর পরিচয় দিতে সাহসী হইয়াছি। যাঁহারা নিজেদের হিন্দুনাম ঘোষণা করিতে সর্ব্বদাই তৎপর কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে অবিশ্বাস ও দ্বেষই যাঁহাদের হিন্দুত্বের একমাত্র পরিচয়, সেই বিচারধ্বজী, উন্মুক্তবন্ধন, সভ্যতার পরপারে উন্নীত, হিন্দুমনীষিগণের কথা আমরা বলিতে সাহসও করি না। তাঁহাদের কাছে শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া দূরে থাকুক শাস্ত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্তও উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। আজকাল সভ্যসমাজ সনাতন সত্যশাস্ত্রের মর্য্যাদা দিতে জানে না বলিয়া যে অসত্য শাস্ত্রের মর্য্যাদাজ্ঞানে বঞ্চিত একথা কেহ কখনও যেন মনে না করেন।

৯। **অসত্য শাস্ত্রের মর্য্যাদা**।—যে শাস্ত্র আজ যাহা বলে আজই তাহা উল্টায়, দ্বিতীয় ভানূদয়ের অপেক্ষা রাখে না, যে শাস্ত্র সত্যের গৌরবরক্ষার ছলে সত্যকেই পদদলিত করিয়া মিথ্যাকে মাথায় করিয়া সাবধানে ও সপ্রশ্রয়ে বহন করে, যে শাস্ত্র নিজের ধৃষ্টতাবলে মিথ্যাকে সত্যাকারে পরিণত করিয়া উন্নতিচ্ছলে সদাই পরিবর্ত্তনশীল—সেই শাস্ত্রের যদি মর্য্যাদা রাখিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বিপরীতবুদ্ধি প্রণোদিত নব্যবিচারধুরন্ধরগণ অবিচারে সেই অনিত্য শাস্ত্রের নিত্য-মর্য্যাদা দিতে ব্যাকুল, বিহ্বল ও বিপ্লুত। কিন্তু যে শাস্ত্র একবার যাহা বলে তাহা অন্ধের ন্যায় চিরকাল ধরিয়া থাকে, যে শাস্ত্র এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের পরিবর্ত্তনসন্ততির মধ্যে অচল অটল বিকারহীন ও সনাতন, যে শাস্ত্র বিতথোন্নতিবিদ্বিষ্ট ও অসত্যের মর্য্যাদাবিচ্যুত, অহং মদোদ্ধত অভিমানবিঘূর্ণিত সভ্যসমাজ সেই শাস্ত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে সক্ষম নহেন।

ধন্য সভ্যবুদ্ধির বৈপরীত্য! সত্যই সত্যের আদর জানে ও মিথ্যাই মিথ্যার আদর দিতে পারে। মিথ্যা সততই সত্যবিদ্বিষ্ট ও সত্য নিত্যই

মিথ্যাবিচ্যুত। অসত্যপরিপুষ্ট হৃদয়ে অসত্যপ্রীতিই স্থান পায়, সত্য স্থান পায় না। অতএব সনাতন সত্যশাস্ত্রের অনাদর ও অসত্য অনিয়তস্বরূপ নব্যশাস্ত্রের আদর—এতদুভয়ই মিথ্যাপরিপুষ্ট হৃদয়ের সহজবৃত্তি।

সত্যং নিরাশ্রয়ং নিত্যং দয়াচ বিধবা মতা।
নাথহীনঃ সদা ধর্ম্মঃ সারল্যং মৃত্যুনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

কলিকালে সত্য নিরাশ্রয় হইবে, দয়া বিধবা ও ধর্ম্ম সর্ব্বদাই নাথহীন হইবে। সরলতা মৃত্যুপাশে পরিণত হইবে। কাযেই এই কলিকালে অসদুপদেশই আদৃত, সদুপদেশই নিন্দিত।

জনো জনস্যাদিশতেঽসতীং মতিং
যয়া প্রপদ্যেত দুরত্যয়ং তমঃ।
ত্বং ত্বব্যয়ং জ্ঞানমমোঘমঞ্জসা
প্রপদ্যতে যেন নরো নিজং পদম্ ॥ ৪০ ॥

সংসারী মনুষ্যই সংসারী জীবকে অসম্মতি দেয় ও নিজ চিত্তবৃত্তির অনুকূলতার কারণ সংসারী জীব সেই অসদুপদেশ সাদরে গ্রহণ করতঃ দুরতিক্রম অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। হে ভগবন্ তুমি কিন্তু মুক্তিকামী মনুষ্যকে অব্যয় অমোঘ জ্ঞান দাও। যাহার দ্বারা তৎক্ষণাৎ (অঞ্জসা) সেই মুক্তিকামী মনুষ্য নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় (সংসারী জনঃ মুমুক্ষুর্নরঃ)।

নিশামুখেষু খদ্যোতা স্তমসা ভান্তি নো গ্রহাঃ।
যথা পাপেন পাখণ্ডা নহি বেদাঃ কলৌযুগে ॥ ৪১ ॥

প্রদোষকালে অন্ধকারে খদ্যোতগণ শোভা পায়, গ্রহগণ প্রকাশ পায় না। সেইরূপ কলিযুগে পাষণ্ডগণই পাপবশে শোভা পায়, বেদ শোভা পান না।

১০। **বিজ্ঞান ব্যুৎপত্তি ও পসার**।—শাস্ত্র বলিলে পাছে সনাতন শাস্ত্রের ভ্রম হয়, সেই ভয়ে সভ্য সমাজ শাস্ত্রনাম দূরতঃ বর্জ্জন করিয়া শাস্ত্রের বিজ্ঞান[1] আখ্যা দিয়াছেন। অজ্ঞানজন্য নামটীও অজ্ঞানজনকের ঠিক অনুরূপই হইয়াছে। বিজ্ঞান (বি+জ্ঞা+অন) শব্দের শক্যার্থ দুইটী, বিশিষ্টজ্ঞান ও বিকৃতজ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞানবিভ্রম বিকৃতজ্ঞানই নববিজ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞান বলিয়া যাহাকে ভ্রম হয় কিন্তু সত্য সত্যই যাহা বিকৃতজ্ঞান তাহাকেই বিজ্ঞান বলে। দৈবদুর্ব্বিপাকে এই বিশিষ্টজ্ঞানবিভ্রম বিজ্ঞানেরই এখন একচেটে পসার।

যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্ ॥ ৪২ ॥

যে রকম দেশ, যে প্রকার কাল ও যে রকম অদৃষ্ট সেই রকম কর্ত্তব্যবোধে, শাস্ত্র মানিব কেন এই প্রশ্নের সদুত্তর বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া ঘোর অনিচ্ছায় কদুত্তর দানে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম। সুধীগণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন ইহাই ভরসা।

১১। **বিচারের উৎকট রব**।—বিচার—বিচার—বিচার এই সন্নাদের উল্বণ ঘাত প্রতিঘাতে সভ্যজগৎ সদা সর্ব্বত্র আপূরিত স্তব্ধ ও বিক্ষুব্ধ। কি কিশোর কি কিশোরী, কি বালক কি বালিকা, কি যুবা কি যুবতী, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি উপাধিগ্রস্ত কি অনুপাধিক, আপামর সকলের কণ্ঠে সমস্বরে তার রবে ঐ একই কথা বিচারই সব, শাস্ত্র কিছুই নহে।

বিষং নাস্তি কিমু তত্র ফটাটোপো ভয়ঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥

বিষ নাই তাহাতে কি? ভয়ঙ্কর ফণাবিস্তারের ত অভাব নাই। কথায় বলে বিষ নাই কূলাপানা চক্র। যেখানে যতই বিচারের অভাব সেখানে ততই বিচার বিচার রব, বিচারের অভিমান। কিশোর কিশোরী

---

(1) Science.

বালক বালিকারা যে একেবারেই বিচারবর্জ্জিত তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন এখন দেখা যাউক যাহাদের কাছে বিচারের আশা করা যায় তাহাদেরই বিচারের দৌড় কতটুকু।

৩য় অধ্যায়—বিচারাভিমানের স্বরূপ (বিচার)

১২। **বিচারাভিমানের স্বরূপ**।—মনুষ্যমাত্রেই দেহের সহিত আজীবন ঘর করিয়া থাকে। দেহের সহিত তাহার যেরূপ ঘনিষ্ঠ ও নিত্য সম্বন্ধ এরূপ আর কোনও বস্তুর সহিত নাই। অতএব দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে মনুষ্যমাত্রেই নিঃসন্দেহ প্রাজ্ঞ ও সুপণ্ডিত একথা বলাই অকিঞ্চিৎ-কর—বিচারধ্বজী, অভ্রান্তধী পুরুষের ত কথাই নাই। কিন্তু আমরা এই পার্থিব জগতে কি দেখিতে পাই? যে সকল অকুণ্ঠবুদ্ধি পুরুষ, আর্ষবুদ্ধির অগম্য দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে কদাচ কুণ্ঠা বোধ করে না, সেই অকুণ্ঠবুদ্ধি অভ্রান্তধী, অব্যাহতমতি পুরুষের অনিরুদ্ধ-ধিষণাই, নিত্যপরিচিত স্থূলাৎ স্থূলতরতত্ত্বের নিকট লাঞ্ছিত পরাহত ও নির্জ্জিত! দেহের উপর ব্যাধির ছায়াপাতের আশঙ্কামাত্রেই যে পুরুষ ভয়বিহ্বলিত নেত্রে বিক্ষিপ্তচিত্তে সু-ই হউক আর কু-ই হউক চিকিৎসকের পাদকমলে শরণাপন্ন হয় সেই পুরুষের মুখে বিচারাভিমানের বৃথাভিব্যক্তি শ্রবণ করিলে যুগপৎ বিস্ময় ও লজ্জায় অভিভূত হইতে হয়।

অহো! নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥ ৪৪॥

হায়! হায়! মানুষের কি বিড়ম্বনা।

১৩। **ভিষকৃপাদাশ্রয় ব্যাধি**।—শরীরের যত প্রকার ব্যাধি আছে সেই সকল প্রকার ব্যাধির অপেক্ষা ভিষকৃপাদাশ্রয়স্বরূপ মানসিক

ব্যাধিই উৎকট। শুধু অসুখ করিলেই ডাক্তার ডাকিতে হইবে এমত নহে। ডাক্তারের হাতে ক্ষতি হইতেছে তথাপি, এমনই বিচারবর্জ্জিত, অসহায় ও অনাথ, সেই ডাক্তারকেই ডাকিতে হইবে, গত্যন্তর নাই। এমনও দেখা যায় চিকিৎসকের যমদূত বলিয়া খ্যাতি আছে তথাপি সেই চিকিৎসকের হাতে জীবন সমর্পণ করিয়াই ধন্য।

অহো চিত্রং অহো চিত্রং গতির্ধাতুর্দুরন্বয়া ॥ ৪৫ ॥

কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! বিধাতার কার্য্য দুর্বিজ্ঞেয়।

১৪। ভিষকপাদাশ্রয় বর্জ্জন।—উত্তরে বলা যাইতে পারে—সবাই ত আর ডাক্তার নয় তবে ডাক্তার না ডাকিয়া আর উপায় কি? সত্য। কিন্তু ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে, যে মানুষ সামান্য দৈহিক ব্যাধির উপায় করিতে পারে না সেই মানুষই নিজের বুদ্ধিতে ভবব্যাধির উপায় করিতে নিত্য উদ্যুক্ত, ব্যগ্র ও ব্যাকুল? যে পুরুষ প্রকৃতই বিচারবান তাহার বুদ্ধি ভবব্যাধির চিকিৎসাতেই ক্ষুণ্ণ হয়, শারীরব্যাধির চিকিৎসায় নহে। আমরা সেই রকম এক পুরুষকে জানি। তরুণ বয়সে ডাক্তারের চিকিৎসায়—ডাক্তারের প্রমাদে ইঁহার শিশুর মৃত্যু হয়। তখন তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—কি, অন্যলোক আসিয়া আমার ছেলে মারিল! এবার আমিই আমার ছেলে মারিব, ডাক্তারের হাতে দিব না। সেই অবধি তিনি আর ডাক্তার ডাকেন নাই। কত সুকঠিন পীড়া তাঁহার সংসারে হইয়াছে। তিনি সকল ক্ষেত্রেই নিজে চিকিৎসা করিয়াছেন ও এখনও করেন।

১৫। চিকিৎসকের দুর্দ্দশা।—শুধু অচিকিৎসকই যে ভিষকৃপাদাব্জসংশ্রয়ে কালাতিপাত করে এমত নহে। যিনি স্বয়ং চিকিৎসক, রোগ প্রশমন করাই যাঁহার জীবনের বৃত্তি, নিজের দেহে কি নিজের গৃহে একটু কঠিন পীড়া হইলে তিনিও অন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

পরোপদেশে বিস্পষ্টং শিষ্টাঃ সর্ব্বে ভবন্তি হি।
বিপ্লুতি-স্তু বিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে ॥৪৬॥

পরকে উপদেশ দিবার সময় সকলেই নিঃসন্দেহ পণ্ডিত হয়। কিন্তু নিজের কার্য্য উপস্থিত হইলে সেই বুদ্ধির বিপ্লব হয় না, সেই বুদ্ধি দেহ ছাড়িয়া প্রাণ ভয়ে পলায় না, ইহা দেখাই যায় না।

১৬। সূক্ষ্মবুদ্ধিতে কি স্থূলবস্তু বুঝা যায়?—দেহ সেবায় মানববিচার যেরূপ লব্ধপ্রসর অন্য সমস্ত বিষয়েই তদ্রূপ। তুচ্ছ পণ্য-ব্যবহার[1] করিতে হইবে তদভিজ্ঞের শরণ লও। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে এঞ্জিনিয়ারের[2] শরণ লও। আবার—এঞ্জিনিয়ার নিজেও পারিবেন না কাযেই আর্কিটেক্টেরও[3] শরণ লও। বাড়ীর নক্সা করিতে হইবে ড্রাফট্সম্যানের[4] শরণ লও। পতিত ভূমিতে সহর নির্ম্মাণ করিতে হইবে টাউনপ্ল্যানিং এক্সপার্টের[5] শরণ লও। মোকদ্দমা করিতে হইবে উকিলের শরণ লও।

বিপ্লুতি-স্তু বিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে ॥ (৪৬) ॥

নিজের কার্য্য উপস্থিত হইলেই হইল। বাচ বিচার নাই, (অবিশেষেণ) বুদ্ধি বিপ্লব ঘটিবেই, বুদ্ধিলোপ পাইবেই।

অলীক বিচারের অলীক রবোচ্ছ্রয়ের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র একই শব্দ—শরণং শরণং—ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং। এমন কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে চিরাধীত বিষয় অধিকার করিবার সামর্থ্যও নাই, সাহসও নাই, ভরসাও নাই। কেবল নোটবুকই ভরসা, আখেরের নিদান।

তৃতীয়োত্তারণে যত্নঃ কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।
অনুত্তারস্য সাফল্যং তচ্চাপি পরিহীয়তে ॥ ৪৭ ॥

1. Commercial training. 2. Engineer. 3. Architect. 4. Draftsman 5. Townplanning expert.

সযতনে প্রাণপণে সুদীর্ঘকাল পড়িয়াও পরীক্ষায় তৃতীয়শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে ? হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়া, ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্য।

অথবা ইহাই বা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

সূক্ষ্মাবগাহিনী বুদ্ধিঃ কথং স্থূলে প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৮ ॥

যে বুদ্ধি সূক্ষ্মতত্ত্ব উদ্ঘাটনে সততই অপ্রতিহত সেই বুদ্ধি স্থূলতত্ত্ব উদ্ঘাটনে কিরূপে সমর্থ হইবে ? যে চালনী সূক্ষ্মবস্তু চালনে সমর্থ সেই চালনীই কি স্থূলবস্তু চালন করিতে পারে ? যে লেখনী সূক্ষ্মাক্ষর লিখিতে সমর্থ সেই সূক্ষ্ম লেখনীই কি স্থূলাক্ষর লিখিতে পারে ? যে সূত্রদ্বারা সূক্ষ্মবস্তু বন্ধন করা যায় সেই সূক্ষ্ম সূত্রদ্বারা কি ভারবান্ বস্তুর বন্ধন সম্ভবে ?

১৭। **নববিজ্ঞানের অবতারণা**।—বিচারভক্তের বিচারালম্বনের কিঞ্চিন্মাত্র নিদর্শন দেওয়া গেল। যে ব্যক্তি স্ববিচার সযতনে তুলিয়া রাখিয়া অবিচারে আইন্‌ষ্টাইনের কথা মানিবার জন্য ছট্‌ ফট্‌ করে, যে ব্যক্তি প্ল্যাঙ্ক, হাইজেনবের্ক, হ্যালডেন্ টমসন্ প্রভৃতির নামে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সাবধানে বিচারবর্জ্জন পূর্ব্বক অসত্যকে সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিতে ব্যগ্র, অথচ বেদব্যাস গৌতম কণাদ মনু প্রভৃতি অসভ্য নাম শ্রবণে যাহার চিত্ত উদ্বেলবিচারগ্রস্থ, সে বিচারভক্ত কি বিচারভাক্ত সুধীগণই বিচার করিবেন।

সভ্য জগৎ আপনাকে বিচারপরায়ণ বলিয়া উদ্‌ঘোষণ করিতে সদাই ব্যস্ত। পরায়ণ শব্দের অর্থ দুইটী—

পরং (উৎকৃষ্টং) অয়নং (গতিঃ) ইতি পরায়ণম্। যদ্বা পরা (পশ্চাৎ) অয়নং (গমনং) ইতি পরায়ণং, পলায়নং ইতি যাবৎ. র-লয়োরৈক্যত্বাৎ। বিচারঃ পরায়ণং (পরমাশ্রয়ঃ) যস্য স বিচার পরায়ণঃ। বিচারাৎ পরায়ণং (পলায়নং) যস্য স বিচার পরায়ণঃ ॥

অতএব বিচারপরায়ণশব্দে—বিচার যাহার একমাত্র আশ্রয় ও বিচার হইতে যে সদাই পলায়ন করে—এই উভয় অর্থই বুঝায়। এই উভয়াত্মক বিচার পরায়ণত্বই সভ্যতার ভূষণ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে যে নববিজ্ঞানের মিথ্যাগৌরবে, অবিচারে বিচারবান্ সভ্যজগৎ মিথ্যাগৌরবান্বিত, যে নববিজ্ঞানের অন্ধাভিমানে, সভ্য জগতের নিকট সনাতন শাস্ত্রের সনাতন সত্যও অনাদৃত অবধীরিত ও তিরস্কৃত, যে অশাশ্বত বিজ্ঞানের অনিত্য চাক-চক্যে সনাতন শাস্ত্রের নিত্যসৌন্দর্য্যও পরিভূত, সেই অশেষ-শেমুষী-মোষ, সেই প্রকৃতজ্ঞান-বিধ্বংসি নববিজ্ঞানের কথা এখন বলা যাউক।

৪র্থ অধ্যায়—রসায়নে সত্যভ্রংশ (রসা°)

১৮। পারদ হইতে স্বর্ণোৎপত্তি।—এই অসভ্য *ভারতবর্ষে আবহমানকাল হইতে প্রসিদ্ধি আছে পারদ হইতে স্বর্ণ* করা যায়। রসায়ন বিজ্ঞানে অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য যুক্তির দ্বারা নিঃসংশয় ও স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে—পদার্থ সকলের মূল ভিন্ন ভিন্ন—যে পদার্থ যাহা সেই পদার্থ তাহাই, অন্য পদার্থ নহে—এক মূল পদার্থ[1] হইতে অন্য মূল পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। স্বর্ণ রজত পারদ তাম্র লৌহ প্রভৃতি সব ভিন্ন ভিন্ন। পারদ হইতে স্বর্ণ হইতেই পারে না, স্বর্ণ হইতে পারদ হইতেই পারে না। সেইরূপ স্বর্ণ কখনও রজতাদিরূপ পরিগ্রহ করে না, রজতও কখন স্বর্ণাদিরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না। পুনশ্চ পারদের সহিত স্বর্ণাদির রূপবিনিময় প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ

1. Element.

ও তাম্রাদির সহিত সুবর্ণাদির রূপবিনিময় তমসাচ্ছন্ন চিত্তের মনোবিকার মাত্র।

১৯। **জগৎ ভেদাভেদময়**।—অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত রসায়নের দুষ্টতর্কপুষ্ট-বিচারে বিচারবান্ হইয়া সভ্যজগৎ অসভ্য ভারতের অন্ধ-বিশ্বাসের মাত্রায় অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে অভিভূত। অসভ্য ভারতের অসভ্যতার মাত্রা দেখিয়া সভ্যজগৎ বহুকষ্টেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। মিথ্যা রসায়নবিজ্ঞান জানে না যে এই জগৎ ভেদাভেদময়। যেখানেই ভেদ আছে সেইখানেই ভেদ নাই। আর যেখানেই অভেদ আছে সেইখানেই অভেদ নাই।

একোহং বহুস্যাম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৯ ॥

আমি একাই বহু হইয়াছি। এই জগতে নানা নাই। এই ভেদপূর্ণ বিচিত্র জগৎ সেই একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন মূর্ত্তিমাত্র। অতএব এই পরি-দৃশ্যমান ভেদের ভিতর সেই অভিন্ন পরব্রহ্মই নিজ স্বরূপে বিদ্যমান। সুবর্ণ রজত পারদ তাম্র লৌহ প্রভৃতি দেখিতে যতই বিভিন্ন হউক না কেন স্বরূপতঃ তাহারা অভিন্ন। মূল পদার্থের মৌলিকত্ব, নাস্তিক-বিচারের মিথ্যাকল্পনাপ্রসূত।

২০। **রসায়নের অসত্যনিষ্ঠা**।—অসত্যপ্রতিষ্ঠিত রসায়ন-বিজ্ঞান মূলপদার্থের অমৌলিকত্ব অল্পদিনেই অনুভব করিয়াছিল কিন্তু গভীর নাস্তিকতার দুর্ভেদ্য তমঃ তাহার লোচন পিহিত করিয়া দিয়াছিল। বীরের ন্যায় রসায়ন-বিজ্ঞান চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অসত্যকে সত্য ও সত্যকে অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে অনন্যতৎপর হইল। কিন্তু—

কালাধীনং জগৎসর্ব্বং গতিস্তস্য দুরত্যয়া ॥ ৫০ ॥

এইজগতে সকল বস্তুই কালরূপী ভগবানের সম্পূর্ণ পরাধীন। তাঁহার গতি অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। সকলেই কালবশে

পরিচালিত। কাহারও কোন স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নাই। সেই কাল চক্রের করালগতিতে অসত্য রসায়নবিজ্ঞানের প্রায় দেড়শত বৎসরের অখিল বীরপ্রযত্নই ব্যর্থ হইয়া গেল।

২১। মূল পদার্থের অমৌলিকত্ব।—বীরমানী অসত্যভূষণ রসায়ন মানিতে বাধ্য হইল—পারদ হইতে স্বুবর্ণ হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে। একে একে রসায়নবিজ্ঞানের প্রায় সকল তত্ত্বের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইল। যে ৯২ মূলপদার্থকে ১৫০ বৎসর যাবৎ পুত্রপ্রেম নির্ব্বিশেষে বক্ষে ধারণ করিয়া আসিতেছিল, অকস্মাৎ তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া মূলপদার্থ মাত্র দুইটী—হিলিয়ম ও হাইড্রোজেন—ইহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ৯২ মূলপদার্থের স্থানে দুইটী মূল পদার্থ হইল তাহাতেও নিস্তার নাই। পরিশেষে সকল মূলপদার্থই এক হাইড্রোজেনের বিকারমাত্র ইহাই দাঁড়াইল। স্বুবর্ণ রজত পারদ প্রভৃতির চিরন্তন মৌলিক পার্থক্য দেড়শত বৎসর পরে কালস্রোতে ভাসিয়া গেল—নিন্দিত তিরস্কৃত ও অবধীরিত সনাতন শাস্ত্রের সনাতন সত্যই প্রতিষ্ঠালাভ করিল।

একোহং বহু স্যাম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ (৪৯) ॥

আমি একাই বহু হইয়াছি। এই জগতে নানা কিছুই নাই।

ভেদদৃষ্টি-রবিদ্যেয়ং সর্ব্বথা তাং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫১ ॥

এই ভেদদৃষ্টিই অবিদ্যা (অজ্ঞান)। সকল প্রকারে ভেদদৃষ্টি একবারে ত্যাগ করিবে।

সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বমাত্মেদমাততম্ ॥ ৫২ ॥

এই দৃশ্যমান্ জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়। পরমাত্মা সর্ব্বত্র বিরাজমান।

জগৎ দেখিতে বিচিত্র। কিন্তু এই বহু ও নানার মধ্যে সেই একই নিত্য স্ফুরিত হইতেছে। আবার সেই একের মধ্যেই বহুত্ব ও নানাত্ব

বিরাজমান। একই বহু ও বহুই এক—ইহাই জগতের বৈশিষ্ট্য। একই পদার্থ হইতে সকল মূলপদার্থই উদ্ভূত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৈচিত্র্যপ্রিয় জগতের এমনই বৈচিত্র্যপ্রীতি যে যাহারা এতদিন স্বতন্ত্র মূলপদার্থ বলিয়া গণ্য ছিল তাহাদের মধ্যেও অনেক গুলি মূলপদার্থই বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণঘটিত ইহাই দেখিতে পাওয়া গেল। তিন প্রকার পদার্থের সংমিশ্রণে মূল পদার্থ অক্সিজেন উৎপন্ন। সেইরূপ মৌলিক নাইট্রোজেন বস্তুদ্বয়ের সংমিশ্রণজাত, মৌলিক দস্তা রঙ্গ (রাং) সীসক ও পারদ যথাক্রমে ৭ ১১, ৬ ও ৬ প্রকার বিভিন্ন বস্তু-সংমিশ্রণ-সম্ভূত। এই মিশ্র পদার্থই মূলপদার্থের ন্যায় প্রতীত হয়। ইহারা প্রকৃত মূলপদার্থ নহে।[1] এই নিরবধি বৈচিত্র্যপ্রীতির বশে হাইড্রোজেনের চারিটি পরমাণুর গুরুত্ব হাইড্রোজেনের চারিটি পরিমানুর গুরুত্বের সমান হয় না। হাইড্রোজেনের চারিটী পরমাণুতে হিলিয়ামের একটী পরমাণু হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুর গুরুত্ব ১ ধরিয়া লইলে হিলিয়াম্ পরমাণুর গুরুত্ব ৪ না হইয়া ৩·৯৭ হয়।[2]

২২। উন্নতির নব্যসৃষ্টি।—নববিজ্ঞানের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই আমূল পরিবর্ত্তন নিত্য পরিলক্ষিত। এই আমূল পরিবর্ত্তনকেই নব বিজ্ঞানমানিগণ উন্নতি নামে নির্দ্দেশ করেন ও একই বিজ্ঞানের ক্রম-বিকাশ নামে অভিহিত করেন। তন্তুসমবায় পরিত্যাগ সত্ত্বেও বস্ত্রের নিত্যত্বের ন্যায় এই উন্নতি ও ক্রমবিকাশ নববিজ্ঞানের নব্যসৃষ্টি। কথায় বলে খোলও গেল নল্‌চেও গেল কিন্তু যেমন হুকা তেমনি রহিল। ইহাও বরং সম্ভব হইতে পারে। খোল নল্‌চের বদলে নূতন খোল নল্‌চে না দিয়া অপর বস্তু দিলেও সেই হুঁকাই থাকে, ইহাই নববিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব ও অপরূপ সৃষ্টি। নববিজ্ঞান দেড়শত বৎসর যাবৎ

1. H 107 T 68. 2. J 75.

কোলাহল করিল ৯২ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মূলপদার্থে যে না বিশ্বাস করে সে অসভ্য। ১৫০ বৎসর পরে সেই নববিজ্ঞান নিজেই বলিতে লাগিল সেই ৯২ মূল পদার্থ একই মূল পদার্থ হাইড্রোজেনের উপাদানে গঠিত। তথাপি প্রত্যেকটী পদার্থই যেমন ভিন্ন মূল পদার্থ তেমনই রহিল একাধারে একইসঙ্গে এই দুইটী কথার একত্র সমাবেশ অসত্যভূষণ উন্নতিপ্রবণ নববিজ্ঞানেই সম্ভব। এইরূপ মূলপদাথ ও মিশ্রপদাথের সাম্য[1] এক অপূর্ব্ব বস্তু—নববিজ্ঞানের নব্যবিকাশের সাক্ষ্য দিতেছে।

৫ম অধ্যায়—পদার্থবিজ্ঞানের সত্যভ্রংশ (পদার্থ°)

২৩। পদার্থ ও তেজোবিপর্য্যয় —নটরাজ নববিজ্ঞানের নাটালীলার ক্রমবিকাশ এক অপূর্ব্ব বুদ্ধিসম্মোহনকরী অঘটনঘটন পটীয়সী শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জগৎ একই মূলপদার্থে গঠিত (২১প°)। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইল —পদার্থও[2] "তড়িৎশক্তির[3]" বিজ্ম্ভন[4] মাত্র। অমনি পদার্থ বিজ্ঞানে সিদ্ধান্ত হইল পদার্থ[2] নাই জগৎ তেজের[5] বিকাশ মাত্র। তাহার পর দেখা গেল এই তেজ ঠিক সূক্ষ্ম দ্রব্যাণুর[6] ন্যায় আচরণ করে। তখন ঠিক হইল পদার্থও আছে তেজও আছে। সেই পদার্থ কখনও তেজ হয় কখনও পদার্থই[7] থাকে, আর সেই তেজ কখনও পদার্থের ন্যায় কখনও তেজের

---

1. Identity of element and mixture

(2) Matter (3) Electricity (4) Electrons and Protons, P 16, J. 23 (5) Energy (6) Particles, J 39,43,74,53,55 (7) J 43, 74, 76.

ন্যায় আচরণ[1] করে। বুদ্ধিহত লইয়া নববিজ্ঞান যখন যেমন সুবিধা[2] তখন তেমনই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—পদার্থ আছে, পদার্থ নাই[3], তেজ আছে, তেজ ও পদার্থ পরস্পর রূপ-বিনিময়[4] করে, তেজ ও পদার্থ এক[5], তেজ ও পদার্থ ভিন্ন[6]।

২৪। নব ও নব্যনববিজ্ঞান।—ক্রমবিকাশের অনুসারে নববিজ্ঞানকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—নববিজ্ঞান (খৃষ্টাব্দ ১৬৫০—১৯০০) ও নব্যনববিজ্ঞান (১৯০০—১৯৩০)। সামান্যতঃ নববিজ্ঞান বলিতে নববিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞান দুইই বুঝায়। কেবল নব ও নব্যনবে ভেদ করিতে হইলে নববিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞান বিশেষ অর্থবোধক হইবে। শক্তি[7] ও অন্যোন্যাকর্ষণ[8] নববিজ্ঞানের ভিত্তি। গতিবিজ্ঞান[9], স্থিতিবিজ্ঞান[10], জলবিজ্ঞান[11] সমস্তই উহাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। নব্যনববিজ্ঞান নববিজ্ঞানের ভিত্তিই উড়াইয়া দিল। নব্যনববিজ্ঞান প্রমাণ করিল—শক্তি নাই[12], অন্যোন্যাকর্ষণ নাই[13]। নিরাধার নববিজ্ঞান আধারহীন হইয়াও স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিল ও নবের সহিত নব্যনবের বিরোধ মিটিয়া গেল। নবসৃষ্ট উন্নতির (২২প') অপার ও অপরূপ শক্তিতে নব্যনববিজ্ঞান সমুন্নত নববিজ্ঞানের রূপ ধারণ করিল!

২৫। আলোকের স্বরূপ কি?—নববিজ্ঞান মতে আলোক হইতে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম পদার্থকণই সেই আলোকের প্রকাশরূপে প্রতিভাত হয়[14]। নববিজ্ঞানের শেষদশায় এইমত পরিত্যক্ত হইল। তাহার পরিবর্ত্তে স্থির হইল যে ঈথার[15] নামক এক প্রকার পদার্থ আছে তাহার কম্পনে তরঙ্গ উত্থিত হয়। সেই তরঙ্গই[16] আলোকের প্রকাশ-

---

1. J 43,74,76 2. J 142 3. J 76,77,140,148,149 4. J 76 5. J 73. 6. J 38,43

7. Force 8. Gravitation 9. Dynamics 10. Statics 11. Hydrostatics 12. B 12, 197, P 68,69 13 B 11,194 P 19 14. Corpuscular Theory. 15. Ether. 16. Wave theory.

রূপে পরিণত হয়। নব্যনববিজ্ঞানে প্রমাণ হইল পরিত্যক্ত মত ও নব প্রসক্তমত এই উভয় মতই সত্য—আলোক কম্পনও[1] বটে পদার্থের সূক্ষ্মকণও বটে। একই সঙ্গে আলোক সূক্ষ্মপদার্থকণ ও কম্পনের ন্যায় আচরণ করে। আবার আলোক এক সময় সূক্ষ্মপদার্থকণবৎ আচরণ করে ও অপর সময় কম্পনবৎ আচরণ করে। কখন কি ভাবে আচরণ করিবে তাহার কিছু নিশ্চয় নাই। একই বস্তু একই সঙ্গে কি করিয়া পদার্থ হয় ও পদার্থ হয় না, নব্যনববিজ্ঞান এই নব্যকূটের মীমাংসার প্রয়োজনই বুঝিতে পারিল না।

২৬। ঈথারের স্বরূপ কি ?—যে ঈথারের[2] কম্পনে আলোকের বিকাশ হয় সেই ঈথারের স্বরূপ কি ? নববিজ্ঞানের শেষ দশায় ইহার স্বরূপ—ভারহীন চঞ্চল পদার্থ[3] বিশেষ। নববিজ্ঞানের মতে পদার্থমাত্রেরই ভার আছে। অতএব ভারহীন ভারবান পদার্থ নববিজ্ঞানের এক অতীন্দ্রিয় ও অপরূপ সৃষ্টি।

বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্ ॥৫৩॥

ক্ষুধার্ত্তব্যক্তি কোন্ পাপ করে না ? গরজ বড় বালাই। যে ক্ষুধায় প্রপীড়িত, আকাঙ্ক্ষায় যাহার হৃদয় নির্ভিন্ন, সে করে না এমন কাযই নাই। তাই ভারহীন ভারবিশিষ্ট পদার্থই নববিজ্ঞানের শেষ দশায় তাহার আশ্রয়তরি হইয়া দাঁড়াইল।

অকৃত্যং মন্যতে কৃত্যং সুগমঞ্চ সুদুর্গমম্।
অসত্যং মন্যতে সত্যং বাসনাপ্রেরিতো জনঃ ॥ ৫৪ ॥

যে জন বাসনাদ্বারা পরিচালিত হয়, সে বাসনাবশে অকার্য্যকে কার্য্য মনে করে, সুগমকে অত্যন্ত দুর্গম মনে করে ও অসত্যকে সত্য মনে

(1) J 38, 43.

(2) Ether (3) Imponderable fluid.

করে। বাসনার তাড়নায় সত্যাসত্য ও কৃত্যাকৃত্য বিপর্য্যাস নিত্যই ঘটিয়া থাকে।

নব্যনববিজ্ঞান আবার নববিজ্ঞান অপেক্ষাও বাহাদুর। নব্যনবমতে ঈথার একবার ইস্পাৎ ও প্ল্যাটিনাম্ অপেক্ষাও ঘন[1] ও দৃঢ়, একবার ফেনবৎ ঘন দ্রব[2] পদার্থ, একবার বায়ু অপেক্ষাও লঘু,[3] একবার স্থানমাত্র[4]। লৌহাপেক্ষা দৃঢ় ও কঠিন পদার্থ হইতে বায়ু অপেক্ষাও লঘুরূপ যে বস্তু ধারণ করিতে পারে তাহার অকার্য্য কিছুই নাই।

অমূলমেতৎ বহুরূপরূপিতম্ ॥ ৫৫ ॥

ইহা অপ্রকৃত ও মিথ্যা, অতএব বহু আকারে আকারিত হইয়াছে। কাযেই ঈথার সুদৃঢ় ও ঘন পদার্থ হইতে পরিশেষে কল্পনায়[4] পরিণত হইয়াছে।

২৭। মাত্রা ও সম্পৃক্ত মত কি?—দুইটী মতের জন্য নব্যনববিজ্ঞানের একচেটে পসার। সেই দুইটীর নাম—প্ল্যাঙ্কের মাত্রা-মত[5] ও আইনষ্টাইনের সম্পৃক্ত[6] মত। এই দুইটী মতের জন্যই নববিজ্ঞান স্থানভ্রষ্ট ও নব্যনবজগৎ মদোন্মত্ত। কথায় বলে—

ভরতেন সমো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥

ভরতের সমান রাজা ছিলও না হইবেও না—এখন যে নাই ইহা বলাই বাহুল্য। নব্যনববিজ্ঞানের এই মতদ্বয়ের তুল্য কোনও মত হয় না, হবে না, হতে পারে না। মত দুইটীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—

তেজোবিকিরণ[7] অসন্তত[8] বা সান্তর, অর্থাৎ তৈলধারাবৎ উহা সন্তত[9] বা নিরন্তর নহে। তেজের আধার একবার তেজোবিকিরণ বা বিক্ষেপ করে, আর একবার করে না। তেজের আধার হইতে প্রত্যেক স্থানে

1. Solid 2. Jellylike 3. L 112 4. J 120
5. Planck's Quantum Theory 6. Einstein's Relativity Theory.
7. Radiation 8. Discontinuous 9. Continuous

বিচ্ছিন্নভাবে তেজ বিকীর্ণ হয়। তেজোবিকিরণ যখন একস্থানে বদ্ধ থাকে তখন অন্যস্থানে হয়। এই প্রকারে তেজোবিকিরণ সান্তর বা অসন্তত হইয়াও নিরন্তর বা সন্তত বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র, বাস্তবিক উহা নিরন্তর নহে। তেজোবিকিরণ কার্য্যের মাত্রা[1] সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় সমান[2]। ইহাকেই প্ল্যাঙ্কের মাত্রামত[3] বলে।

স্থান ও কালের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। অথচ কালস্থান নামক এক বস্তু আছে,[4] যাহার কাল এক অঙ্গ স্থান আর এক অঙ্গ। কালের মাত্রা এক ও স্থানের মাত্রা তিন। অতএব কালস্থান চতুর্মাত্রিক[5]। আমাদের প্রায় সমস্ত জ্ঞানই সম্পৃক্ত[6]। প্রায় কোনও জ্ঞানই কেবল[7] নহে, অর্থাৎ একের সম্পর্কেই অপরের জ্ঞান হয়। যথা—রাম যাইতেছে বলিলে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধেই তাহার গতি বুঝিতে হইবে। ইহাই আইনষ্টাইনের বিশেষ ও সামান্য সম্পৃক্ত মত।

২৮। মাত্রা ও সম্পৃক্ত মতের দোষ।—দুঃখের বিষয় এই মত দুইটী অত্যল্পকালেই কালবিদ্রুত হইবার উপক্রম হইয়াছে!

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ ॥ ৫৭ ॥

দরিদ্রদিগের মনোরথ মনেই উঠে ও তৎক্ষণাৎ মনেই বিলীন হয়। সত্যধনে বঞ্চিত নব্যনববিজ্ঞানমানিদের দশাও ঠিক তদনুরূপ। নব্য-নবমতদ্বয় বাহির হইতে না হইতেই উহাদের অসারতা প্রতিপন্ন হইতে লাগিল।

প্ল্যাঙ্ক নিজেই তাঁহার মাত্রামত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আমার মাত্রামত পূর্ব্বমত অপেক্ষা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ নহে।

1 Quantum of action 2. Constant 3. P 20 4 P 18.
5. Four dimensional 6 relative 7. absolute.

পদার্থবিজ্ঞানের স্থানে স্থানে আমার মতের অপেক্ষা পূর্ব্বমত শ্রেষ্ঠ। শুধু তাহাই নহে। 'আমার মত সেই সেই স্থানে সত্যবিরুদ্ধ[1]।"

বিজ্ঞানবিৎ বরের[2] মতে আইনষ্টাইনের মত কেবল স্থূলতত্ত্বের বিষয় প্রযোজ্য, সূক্ষ্মতত্ত্বের বিষয় নহে[3]। প্ল্যাঙ্ক বলেন তাঁহার মাত্রামত ও আইনষ্টাইনের সম্পৃক্তমত বিষয়বিশেষে বিরুদ্ধ[4]। জীনস্ বলেন আইনষ্টাইন্ বহুমাত্রিক[5] বস্তুকে চতুর্মাত্রিক[6] কল্পনা করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন[7] করিতে পারেন নাই। এডিংটন্ বলেন আইন্ষ্টাইনের মতানুসরণ করিলে জগতকে সত্যভাবে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার সারতত্ত্ব একেবারেই[8] দেখা যায় না।

আইন্ষ্টাইনের মত যে কাল্পনিক, নববিজ্ঞানমানিগণেরও মানিতে হইয়াছে। উহা যে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার ঘোর বিকারপ্রসূত তাহা হিন্দুমাত্রই শুনিবামাত্র বুঝিতে পারেন (এখানে আমরা বিলাতী হিন্দুর কথা বলিতেছি না)। শুধু কালক্রমে ঘটনা হইতে পারে না। তৎ সঙ্গে সঙ্গে স্থানের প্রয়োজন। কালস্থান ভিন্ন কোনও ঘটনার উৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু তজ্জন্যই কাল ও স্থান এক বস্তু, দুই বস্তু নহে, বলিয়া গ্রহণ করা কিরূপ সঙ্গত তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। দেশ ও কাল যেরূপ ঘটনার অঙ্গ, মাত্রাদিও সেইরূপ ঘটনার অঙ্গ। তবে দেশকাল মাত্রা প্রভৃতির একটা কৃশরা (খিচুড়ি) প্রস্তুত করা হইল না কেন?

বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ লাগ্রাঁজস্[9] আইন্ষ্টাইনের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে, স্থানের তিন মাত্রা ও কালের একমাত্রা সর্ব্বশুদ্ধ চারি মাত্রার কথা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন[10]। কিন্তু আইন্ষ্টাইনের ন্যায় তিনি কাল

1. P 95 2. Bohr 3. J 124 4 P 88 5. n-dimensional
6. four dimensional
7. J 125 8. Sc 124 9. Lagrange 10. L 88

-স্থানের কুশরালুব্ধ হইয়া প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটান নাই। কাল ও স্থান যুগপৎ কার্য্যসহায়ক হইলেও প্রকৃতই ভিন্ন, তাহা লাগ্রাঁজেসের বুঝিতে বাকি ছিল না।[1] লিন্‌চ সত্যই বলিয়াছেন কাল-স্থান নামক অঙ্গীর কল্পনা নিরর্থক অসঙ্গতিপূর্ণ।[2] কাল ও স্থান এক হইতে পারে না।[3] আইনষ্টাইনের প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে রীম্যান[4] ন-মাত্রার[5] স্থানের কথা লিখিয়াছেন।[6] ফরাসী গণিতজ্ঞগণ তাঁহাদের সহজ বিস্পষ্টিমত্তা ও সত্যপরায়ণতার বশে পুনঃ পুনঃ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে দেশ সর্ব্বদাই ত্রিমাত্রক আছে ও ত্রিমাত্রক থাকিবে, অধিক মাত্রার দেশ কাল্পনিক মাত্র, ও বীজগণিতের সহিত ঐক্য রাখিবার জন্যই কল্পিত হইয়াছে।[7] র‍্যীমান গাউস ও সোফাসলীরও[8] ন-মাত্রার স্থানের বিষয় নিরর্থক ধাঁধা ছিল না।

২৯। পৃথিবীর বয়ঃক্রম।—নববিজ্ঞানের অহঙ্কার দুর্দ্দম্য। ইহার মধ্যেই নববিজ্ঞানের অসারত্ব যথেষ্ঠ প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু অসারত্বের ভূরি প্রাচুর্য্য সত্বেও—কি তাহারই বশে? নব বিজ্ঞানজ্যোতিষ শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সদাই সাহসী। দৈব-দুর্ব্বিপাকে কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীগুলি এমনই বিপন্ন হইয়া পড়ে যে হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য।

আজপ্রায় ৫০ বৎসর হইল টমসন্[9] (কেলভিন)ফতোয়া বাহির করিলেন—পৃথিবীর যে ভাবে উত্তাপ হ্রাস হইতেছে তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে পৃথিবীর প্রলয়কাল উপস্থিত, জীবগণের মৃত্যু আসন্ন, আর ৪০০০ বৎসরের অধিক পৃথিবীতে মনুষ্যবাসই করিতে পারিবে না। এই সুদুর্বিজ্ঞেয় জগতের তিনি যে কণার লবলেশ মাত্রও জানিতে পারেন

1. L88 2 L 117 3. L 119 4, Riemann
5. n-dimension 6. L 89 7. L 91 8. Sophus Lie.
9 Sir William Thomson (Lord Kelvin)

নাই, অবধি শূন্য বিচারাভিমানে তিনি স্বয়ং বিস্মৃত হইলেন বটে, কিন্তু দৈব তাহা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তজ্জন্যই মাত্র ২০ বৎসর যাইতে না যাইতেই টমসনের অপরিচ্ছিন্ন অহঙ্কারের বিষম পরিচ্ছেদ ঘটিল।

টমসনের ভবিষ্যৎ বাণীর আন্দাজ ২০ বৎসর পরেই রেডিয়মের কার্য্য-দ্বারা প্রমাণ হইল যে ৪০০০বৎসর পরে পৃথিবীর প্রলয় হইবে না, অন্ততঃ দেড় লক্ষকোটী বৎসরও পৃথিবী থাকিবে[1]। ইহারও কয়েকবৎসর মাত্র পরে পদার্থও তেজের রূপ বিনিময় বাহির হইল ও তখন পৃথিবীর স্থায়িত্ব আরও শতগুণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ ৩০।৪০ বৎসরের ভিতরেই টম্‌সনের ৪০০০ বৎসর ১৫০ লক্ষকোটী বৎসরে পরিণত হইল (৪লক্ষ লক্ষ গুণ বৃদ্ধি হইল) !

৩০। লক্ষণাভাব দোষ।—নববিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞান যে ব্যোমমার্গ-প্রতিষ্ঠিত গন্ধর্ব্বনগর মাত্র, তৎপ্রযুক্ত বিশেষ শব্দগুলির লক্ষণাপ্রবৃত্তিই[2] তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন। প্রত্যেক বিজ্ঞানের আদিতেই সেই বিজ্ঞানপ্রযুক্ত বিশেষ বিশেষ শব্দের নিঃসন্দিগ্ধ লক্ষণ[3] সন্নিবেশই সেই বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব। কেননা সেই সেই বস্তুগুলির উপরই সেই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও তাহাদেব অর্থ সম্পূর্ণ নিরূপণ না হইলে সেই বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমাদদিগ্ধ হইবেই।

মানাধীনামেয়সিদ্ধিঃ মানসিদ্ধিশ্চ লক্ষণাৎ। ৫৮ ॥

যে বস্তু প্রমাণ করিতে হইবে (মেয়), তাহার সিদ্ধি প্রমাণের (মানের) অধীন। আর সেই প্রমাণের (মানের) সিদ্ধি লক্ষণ হইতেই হয়। নব ও নব্যনববিজ্ঞান এই সামান্য বচনও জানে না। অথবা নিজের অসারতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সামান্য বচনও উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

1. N 454 2. Absence of definition 3. Definitions

নববিজ্ঞানের সকল মতই নব্যনববিজ্ঞানে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শক্তি[1] নাই[2], অন্যোন্যাকর্ষণ[3] নাই[4] পদার্থ[5] নাই[6], তেজই[7] একমাত্র বস্তু[8] ইত্যাদি অনেক কথাই নব্যনববিজ্ঞান ১৯২০ সালের পূর্ব্বেই নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিপন্ন করিয়াছে। অতএব স্থূলবুদ্ধিতে ইহাই মনে করা উচিত, যে ১৯২০ সালের পর, মিথ্যা নববিজ্ঞানমত পরিহার পূর্ব্বক, সত্য-নব্যনবমত অবলম্বনে পদার্থবিজ্ঞান লিখিত হইবে। একথা দূরে থাকুক, দশবৎসর পরে আজও কলিকাতা মহানগরীতে, কি ইঙ্গেরেজ কি দেশী পুস্তকালয়ে, শতচেষ্টা সত্ত্বেও একখানি পদার্থবিজ্ঞানের পুস্তক মিলিল না, যাহা নব্য নবমতে লিখিত। অধিকন্তু প্রখ্যাতনামা লেণ্ড্রজ পুস্তকপ্রকাশকগণকে বুঝান গেল না যে বিরুদ্ধ নব্য নবমতের আবির্ভাবে পদার্থ বিজ্ঞানকে নূতন মতানুসরণ করিয়া লিখার প্রয়োজন। নতুবা পদার্থ-বিজ্ঞান, নববিজ্ঞানের মুণ্ড ও নব্যনববিজ্ঞানের হস্তপদাদি যুক্ত হইয়া কলির শরভরূপ পরিগ্রহ করিবে। আজ কাল কার পদার্থবিজ্ঞান এক অপরূপ বুদ্ধিবিভ্রামক গ্রন্থ। উহাতে প্রথমে যে যে বস্তু সত্য বলিয়া শিখান হইয়াছে পরে সেই সেই বস্তু মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানের মিথ্যাত্যাগে এই ঘোর অনিচ্ছা কেন? মিথ্যা প্রেম পদার্থ বিজ্ঞানের হৃদয়ে এরূপ দুর্ণিবার অধিকার লাভ করিয়াছে কেন? পদার্থ বিজ্ঞানই তাহার উত্তর দিতে সক্ষম।

শক্তি[1] নাই[2]। অথচ পদার্থবিজ্ঞানে গুরুত্বের[9] লক্ষণ[10] এই— পদার্থের যে গুণে পদার্থকে নাড়িতে গেলে, কিংবা উহার গতি পরিবর্ত্তন করিতে

1. Force 2. B 12 3. gravitation 4. B 11, P19 5. matter 6. J 76, P 16 7. Energy J73o. 8 J73 9. mass 10. definition

গেলে, শক্তির[1] প্রয়োজন হয় তাহাকে গুরুত্ব[2] বলে[3]। শক্তি[1] নাই[4], অন্যোন্যাকর্ষণ[5] নাই[6]। অথচ পৃথিবী পদার্থকে যে শক্তির[1] সহিত আকর্ষণ করে তাহাকে সেই পদার্থের ভার[7] বলে[8]। শক্তি[1] নাই কিন্তু অপাসন শক্তি[9] আছে[10]। পদার্থের গুরুত্ব[2] বলিলে বুঝায় যে উহাকে চালিত করিতে তেজের[11] প্রয়োজন হয়[12] (শক্তির[1] নহে)। অথচ তেজ[12] ও গুরুত্ব[2] এক[13] ও তেজ কল্পনামাত্র[14]।

সার উইলিয়ম ব্র্যাগের মত[15] বড়ই চমৎকার। সত্য সত্যই কলির শরভরূপী নব্যপদার্থবিজ্ঞান, নববিজ্ঞানমত ও নব্যনববিজ্ঞানমত, উভয়েরই উপাসনা করিতে ব্যস্ত। ব্র্যাগ বলেন নব্যনববিজ্ঞানমত পরিবৃত্তি সহ। তাঁহার মতে নব্যনববিজ্ঞানমত কলির কুম্ভকর্ণ—একদিন ঘুমায় ও একদিন জাগে। নব্যনবমতের ঘুমাইবার দিনে নবমত জাগে ও নব্যনবমতের জাগিবার দিনে নবমত সুখে নিদ্রা যায়। এক কথায় নব্যনবমত ও নবমত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও এখন দুইটীই চ:ল। কি মনে যে দুইটী বিরুদ্ধ ও বিপর্য্যস্ত মতকেই সত্য বলিয়া সমকালে আদর করা যায় তাহা যাহারা করিতে পারে তাহারাই জানে। ইহাকেই বলে সত্যের আদর।

ষষ্ঠ অধ্যায়—গণিত-বিজ্ঞানে সত্যভ্রংশ (গণিত°)

৩১। গণিত বিজ্ঞান।—পদার্থ বিজ্ঞানের অসারত্ব অতি সংক্ষেপে প্রতিপন্ন হইল। পদার্থ বিজ্ঞানের মূল গণিত-বিজ্ঞান। এমন কি

I. Force 2. mass 3. T 14 4. B12 5. gravitation 6. B 11,P19 7. weight 8. T14 9. Repulsive force 10. T138 11. Energy 12. H50 13. P10 14. J 140 15. E 194.

পদার্থ বিজ্ঞানকে গণিত-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জীন্‌স্ বলেন, বিজ্ঞানাঙ্কিত যাবতীয় চিত্রই গণিত-বিজ্ঞানের চিত্র[1] ভিন্ন কিছুই নহে। এখন গণিত-বিজ্ঞান-প্রমাণ-প্রসর প্রদর্শন করা যাইতেছে। গণিত-বিজ্ঞানের অসারতা প্রতিপাদন করা কঠিন। ইহাতে গণিতের সারত্বের পরিচয় হয় না, কেবল বিচারপরায়ণ সভ্যজগতের অসারত্বই প্রমাণিত হয় মাত্র। গণিতের কথা তুলিলেই বিচারবান্ সভ্য জগৎ অবিচারে আতঙ্কে পলায়ন করেন। কাযে কাযেই বিচারবান্ সভ্য-জগতের নিকট গণিতের অসারতা প্রতিপন্ন করা সুকঠিন। তথাপি দুই এক সুগম কথায় গণিতের অসারতা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

৩২। গণিত প্রমাণের দোষ।—গণিত বিজ্ঞানও অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় লক্ষণপরাঙ্মুখ। এক স্থানে যাহা অস্বীকৃত হইয়াছে, অপর স্থানে তাহারই অবলম্বনে প্রমাণ করা হইয়াছে। ইহার কয়েকটী নিদর্শন ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইউক্লিডের জ্যামিতি[1] ২০০০ বৎসর যাবৎ জগতে একাধিপত্য করিয়া আসিয়া এখন অনাদৃত ও ত্যক্তপ্রায়। অবিজ্ঞাত বস্তু দ্বারা অবিজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান কদাচ সম্ভবে না, একথাও ইউক্লিড বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নতুবা প্রথম প্রতিজ্ঞার প্রমাণেই দুইটী অবিজ্ঞাত বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহা দ্বারা অবিজ্ঞাত প্র তজ্ঞা প্রমাণের চেষ্টা করিতেন না। প্রথমে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা কোনও রেখাদির সাহায্য ব্যতিরেকে প্রমাণ করিয়া সেই প্রতিপন্ন প্রতিজ্ঞাগণের সাহায্যে অন্য প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করা ইউক্লিডের উচিত ছিল। তাহা হইলে তাঁহার প্রমাণ নির্দ্দোষ হইত। সুপ্রসিদ্ধ বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের[2] প্রমাণও আত্মাশ্রয়দোষদুষ্ট। সমগ্র গণিত-বিজ্ঞান যোগ ও বিয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যারই যোগ বিয়োগ হইতে পারে। কাল্পনিক সংখ্যার

---

1. J 127.

1. Euclid's Geometry 2. Binomial Theorem.

যোগ বিয়োগের অর্থ কি? গণিতে প্রায়ই অকারণ ধরিয়া লওয়া হয় যে নিয়ম একবার খাটে সে নিয়ম সর্ব্বত্রই খাটে। এই যুক্তি ভ্রান্ত ইহা সহজেই বুঝা যায় ও ইহার দোষ অনেকবার ধরা পড়িয়াছে।

৩৩। **গণিত প্রমাণের শিথিলতা**।—গণিত প্রমাণ সাধারণ চক্ষে সুশ্লিষ্ট ও দোষবিবর্জ্জিত প্রতীত হইলেও অনেক সময়েই যে প্রকৃত ভ্রান্ত তাহা গণিতজ্ঞগণের পরস্পর বিবাদ হইতে সুস্পষ্ট দেখা যায়। নিউটনের[1] অভ্রান্ত গণিত প্রমাণের ভুল বেরনুই[2] দেখাইয়াছেন। তথাপি নিউটন তাঁহার ভ্রম স্বীকার করেন না ও কাযেই বিচারবান্ সভ্য জগতের চক্ষে সেই ভ্রান্ত প্রমাণই অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য রহিল। কিন্তু পরে নিউটন যখন চুপি চুপি নিজের ভ্রম সংশোধন করেন, তখনই সভ্য জগৎ বুঝিতে পারিল নিউটনের অকাট্য গণিত প্রমাণ তাঁহাদের চক্ষেই অকাট্য ছিল, প্রকৃত অকাট্য ছিল না[3]। র‍্যীমানের[4] এক প্রতিজ্ঞার প্রমাণ সম্বন্ধে ওয়াইয়েরষ্ট্রাস[5] আপত্তি করেন। তখন প্রধান প্রধান গণিতজ্ঞগণ দুই দল বাঁধিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অনেক বর্ষব্যাপি যুদ্ধের পর র‍্যীমানেরই জয়লাভ হইল[6]। টম্‌সন্ (কেল্‌ভিন্)[7] গণিতজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার "ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক্ ল"[8] উদ্ধার করেন। তখন গণিতজগৎ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। কিন্তু অল্পদিনেই প্রমাণ হইল তাঁহার গণিতজাল প্রকৃত সত্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া ভ্রমাত্মক সত্যেরই উদ্ধার করিয়াছে[9]। হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌সের[10] গণিতসিদ্ধ অনেক মতই গণিতের অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও পরে অসিদ্ধ হইয়াছে[11]।

গণিতের এক বিশেষ গুণ আছে যে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে

---

1. Sir Isaac Newton 2. James Bernoulli 3. L 63 4. Riemann 5. Weierstrass. 6. L 71-72 7 Thomson (Lord Kelvin) 8. Electro magnetic Law. 9. L 152 10. Helmholtz 11. L 329

তাহাই প্রথমে ধরিয়া লইয়া, পরে তাহাই প্রমাণ করে।[1] গণিতের বিশেষ চর্চ্চা থাকিলেও ইহা ধরা সহজ হয় না। সকল গণিতজ্ঞই এই ভ্রমে পতিত হন। গণিতের নাম শুনিলে যাঁহাদের ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় তাঁহারা যে "পরমুখস্বাদু" হইবেন ইহা বলাই অকিঞ্চিৎকর। গণিত প্রমাণের শিথিলতার দৌরাত্ম্যে কোসি[2] ও গাউস্[3] গণিতে নির্দ্দোষ প্রমাণের বিশেষ আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অদ্বিতীয় গণিতজ্ঞ লাপ্ল্যাসও[3] তাঁহার অতুল্য মেকানীক সেলেস্ত[5] নামক গ্রন্থেও এই প্রমাণ-শিথিলতা দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই। গণিত-সভায় যুবক কোসি[2] যখন গণিতে অকাট্য যুক্তির প্রয়োজন নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে লাপ্ল্যাসের[3] চৈতন্যোদয় হইল—তিনিও ত তাঁহার মেকানীক সেলেস্ত[5] গ্রন্থে এই ভুল করিয়াছেন। লাপ্ল্যাসের মুখ শুকাইয়া গেল। যতই তিনি প্রবন্ধ শুনিতে লাগিলেন ততই তিনি অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে লাপ্ল্যাস্ ভয়ে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সভা হইতে পলায়নপূর্ব্বক নিজ গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তিনদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি সকল প্রমাণ-গুলিই কোসি প্রদর্শিত দোষদুষ্ট কি না তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। দৈবাৎ তাঁহার সকল প্রমাণই ঠিক হইয়াছিল। তখন আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তিন দিন পরে দ্বার খুলিয়া বাহির[4] হইলেন। গণিত-শাস্ত্রের ইতিহাসে গণিতের অকাট্য প্রমাণ যে কিরূপ কাট্য তাহার শত শত নিদর্শন সকল দিকেই বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গণিতের ভ্রমপ্রমাদ-সঙ্কুলতা, বিচারবান্ সভ্য জগতের অবিচারিত দৃষ্টিপথে পড়ে না বলিয়াই

1. L 128 2. Cauchy 3. Gauss 3. Laplace 5. Mecanique Celeste
2. Cauchy 3. Laplace 4. L 64.

বিচারবান্ সভ্য জগৎ অবিচারে গণিতের প্রমাণ বলিয়া কলরব করিতে থাকেন।

গণিতজ্ঞ য্যাকোবি[1] বলেন গণিতের প্রমাণ দুই প্রকারে ভ্রান্ত—যেগুলি অতি সংক্ষিপ্ত ও যেগুলি অতি বিস্তারিত।[2] এডিংটন্ বলেন-গণিতবিৎ কখনই মনে করেন না যে গণিতশাস্ত্র নির্ভুল নির্দ্দোষ ও অকাট্য। পদার্থবিজ্ঞানের ন্যায় গণিতবিজ্ঞানের যুক্তি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।[3] গেরগণ[4] বলেন গণিতের প্রতিপাদ্য বিষয় অবিচারিত-জ্ঞান[5] দ্বারা পূর্ব্ব হইতে জানা না থাকিলে গণিতের প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় কিছুতেই বুঝা যায় না।[6] লিন্‌চ্[7] বলেন—গণিতের সত্য প্রায়ই অবিচারিত জ্ঞান দ্বারা লাভ করিয়া, পরে অনুকূল যুক্তি জুটাইয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয় ও সেই যুক্তি দ্বারা সেই সত্যে উপপন্ন হওয়া যায় ইহাই দেখান হয় মাত্র।[8]

৭ম অধ্যায়—অপর বিজ্ঞানে সত্যভ্রংশ (অপর°)

৩৪। জীবন বিজ্ঞান।—গণিতবিজ্ঞান নববিজ্ঞানের শীর্ষদেশ, পদার্থবিজ্ঞান তাহার হৃদ্দেশ ও রসায়ন তাহার ফুপ্‌ফুস্। ইহাদেরই যখন এই দশা তখন অন্য নববিজ্ঞানের কথা বলিবার প্রয়োজনই নাই। তথাপি উহাদের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া নববিজ্ঞানে সত্য-ভ্রংশের কথা উপসংহার করিব।

জীবন-বিজ্ঞান বলে জীবাণু[9] নিম্নস্তর হইতে অবিরত উচ্চস্তরে আরো-

1. Jacobi 2. L II3 3. E 337 4. Gergonne 5. intuition.
6. L 80 7. Col Arthur Lynch 8. L 80. 9. Living cells

হণ করিয়া মনুষ্যাদির সৃষ্টি করিয়াছে। এই ক্রমোন্নতির নাম এভোলিউসন[1]। কিন্তু এভোলিউসন শব্দের অর্থ ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি নহে। ক্রমবিকাশ শব্দে অন্তর্নিহিত গুণের মূর্ত্তিপরিগ্রহ বুঝায়। ক্রমোন্নতি শব্দে, অন্তর্নিহিত গুণ ভিন্ন অন্যগুণের আবির্ভাব বুঝায়। ক্রমোন্নতিমতই জীবন-বিজ্ঞানের প্রাণ। কাযেই ক্রমবিকাশ নামক ক্রমোন্নতি মতের মিথ্যাতেই উৎপত্তি। অতএব জীবনবিজ্ঞানের মিথ্যাতেই উৎপত্তি, মিথ্যাতেই স্থিতি ও মিথ্যাতেই লয় ইহা কি আর বলিতে হইবে? বানর হইতে মনুষ্য উদ্ভূত। একথা বানরেই বলিতে পারে। বা নরঃ বানরঃ। যাহাকে মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হয় তাহাকে বানর বলে। বানরে যে গুণ নাই মনুষ্যে সে গুণ আছে ইহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। এই গুণ আসিল কোথা হইতে? অ্যারিষ্টটল[2] বলিয়াছেন যাহা আদিতে নাই তাহা অন্তে থাকিতে পারে না।[3]

কার্য্যং যৎ কারণাৎ ভিন্নং নোৎপন্নং হি কদাচন। ৫৯ ॥

যে কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন সে কার্য্য কখনও হয়ও নাই হইবেও না। ক্রমোন্নতিমত সম্বন্ধে অধিক বলা একেবারেই নিস্প্রয়োজন। ক্রমোন্নতি সকলেরই মূল। তবে জীবন উৎপন্ন হইল কিরূপে? ইহা যে অজ্ঞাত তাহা সকলেই অঙ্গীকার করেন।[4] হ্যালডেন বলেন জীবন বিজ্ঞানের মত যে মিথ্যাময় সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।[5] এডিংটন বলেন ক্রমোন্নতিমত সম্পূর্ণ একদেশদর্শী। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাবনতিও বিরাজমান।[6] অহল্যা পাষাণী হইয়াছিলেন। কুবেরের পুত্রদ্বয় নলকূবর ও মণিগ্রীব যমলার্জ্জুন হইয়াছিলেন।

৩৫। **চিকিৎসা বিজ্ঞান**—জীবন বিজ্ঞান মিথ্যাময়,

---

1. Evolution (e=out, volvere=to roll, lit. un- rolling or opening. 2. Aristote 3. Sc 33 4. J 2,6 5. Hl 228 6. N. 448

চিকিৎসাবিজ্ঞান মিথ্যার রাজা। মৃতদেহ যে জীবন্তদেহের আকারমাত্র, অবিকৃত বুদ্ধিতে এই জ্ঞান সহজেই উদিত হয়। কিন্তু শত শত বৎসরেও চিকিসা-বিজ্ঞানের ঘটে এ জ্ঞান ঘটিল না। অধিকন্তু নরদেহ যে ভেক, মূষিক, বিড়াল শশকাদির দেহ হইতে পৃথক্ ইহাও চিকিৎসাবিজ্ঞান-বুদ্ধির অগম্য। এক্স্-রের[1] আবির্ভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানমতের বিষম বৈষম্য প্রকট হইতে লাগিল। তথাপি চিকিৎসা বিজ্ঞানের চক্ষু ফুটিল না।

লক্ষ লক্ষ মড়া কাটিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান উদরের[2] স্বরূপ নিঃসন্দিগ্ধ ঠিক করিল। উদরের স্বরূপ অন্যপ্রকার বলিলে চিকিৎসা বিজ্ঞান হাঁসিয়াই পাগল হইত। কিন্তু যখন একস্-রে দেখাইয়া দিল যে তাহার চিরন্তন নিঃসন্দিগ্ধ নির্ণয়ই অলীক ও মিথ্যাময় তখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল হাঁসিই উড়িয়া গেল, নীরবে এক্স-রের[1] সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইল। শরীরের প্রায় প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেই চি কৎসাবিজ্ঞানের এই একই দশা। মনে হয় তাহার সিদ্ধান্ত যেন মিথ্যাত্বসিদ্ধি করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই মিথ্যাত্বসিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধির বহির্ভূত এক নূতন নবম সিদ্ধি। অন্ত্রের[3] জলৌকসগতি[4] সর্ব্বদাই অনুলোমক, প্রতিলোমক হইলেই প্রাণনাশ করে। একস-রে[1] দেখাইল ইহার ঠিক বিপরীতই সত্য—প্রতিলোমক জলৌকসগতিই প্রাণরক্ষা করে। সাক্ষীগোপাল বস্নসাচয়ের[5][6] যে কোনও ক্রিয়া আছে তাহা পূর্ব্বে স্বীকার করা হইত না। কিন্তু এখন হৃৎপিণ্ড, ক্লোম[7], পরিপাক বৃক্ক[8] প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান প্রধান কার্য্য এই সাক্ষী গোপালের দ্বারা পরিচালিত হয় ইহা এক বাক্যে স্বীকৃত।

I. X-ray 2. Stomach. 3. Intestines 4. Peristalsis
5. Nerve 6. Sympathetic nervous system 7. Lungs
8. Kidney

অশ্রুতিগ্রন্থিগুলি[1] ভগবানের এক বিষম কেলেঙ্কারী। বিনা প্রয়োজনে মনুষ্যদেহে অতগুলি অশ্রুতি গ্রন্থির সন্নিবেশ লক্ষ্যহীনতার ও নির্বুদ্ধিতার পরম পরিচয়।

কুতোঽবোধস্য প্রমাদভীতিঃ। ৬০ ॥

নির্বোধের নাই প্রমাদের ভয়। বেহায়া ও নির্লজ্জ চিকিৎসাবিজ্ঞান, যে মুখে শ্রীভগবান্‌কে মূর্খের সর্দ্দার বলিয়া এতদিন খ্যাপন করিয়া আসিয়াছে, সেই মুখেই অম্লানবদনে অনুতাপগন্ধবর্জ্জিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে যাতীয় শারিরীক ক্রিয়াই এই অশ্রুতিগ্রন্থির কার্য্য। এমন কি মনুষ্যের বিদ্যা তেজ চরিত্র প্রভৃতিও ইহাদের দ্বারা গঠিত হয়।

যে মুখে বলেছি মাগো চ্যাঙ্‌মুড়ি কানি।
সে মুখে বলিব আজি জয় মা ব্রহ্মাণী ॥

৩৬। অর্থ বিজ্ঞান[2]।—প্রাচুর্য্য ও প্রয়োজন বিধিই[3] অর্থ-বিজ্ঞানের প্রাণ। প্রচুর পরিমাণে বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই বস্তু সস্তা হয় ও কম উৎপন্ন হইলেই উহা মহার্ঘ্য হয়, ইহা কেবল স্থূল দৃষ্টির কথা। শত শত কারণে এই নিয়মের লঙ্ঘন হয় তাহা বুঝা আদৌ কঠিন নহে। এই নিয়ম অকাট্য বলিয়া ঘোষণা করা অন্ধ কূপমণ্ডূকবৃত্তিরই পরিচায়ক। এই নিয়ম যে এখন আদৌ খাটে না তাহা আজকাল সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় এখন সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে উৎপন্নবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও লোকের পক্ষে সেই দ্রব্যের হ্রাস হইতেছে। ইহা কেমনে হইতে পারে? যাহা অর্থবিজ্ঞানের স্থূল মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই তাহা ব্যবসায়িগণ সহজেই বুঝিতে পারিয়াছে। যখনই কোনও দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে তৎক্ষণাৎ ব্যবসায়িরা সেই বস্তু প্রচুর পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। কাযেই সেই

1. Dutiless glands 2. Economics 3. Law of Supply and Demand

জিনিষ আরও মহার্ঘ্য হইয়া উঠে। ধর্ম্মাধর্ম্মের অভাবে প্রাচুর্য্য ও প্রয়োজন বিধি যে অসম্ভব ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

অষ্টম অধ্যায়—সত্যভ্রংশ স্বীকার ও কারণ (স্বীকার°)

৩৭। নববিজ্ঞানে দোষ স্বীকার।—সংক্ষেপাৎ সংক্ষেপে নববিজ্ঞানের সত্যভ্রংশ প্রতিপন্ন করা হইল। এক্ষণে জীন্‌স প্রভৃতি প্রখ্যাত নববিজ্ঞানবিদ্‌গণের স্বমুখোক্তি দ্বারা নববিজ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

জীন্‌স বলেন—পদার্থের আচরণের সহিত নববিজ্ঞানের সম্বন্ধ, স্বরূপের সহিত নহে।[1] নববিজ্ঞানাঙ্কিত প্রকৃতির চিত্রমাত্রেই গণিতাঙ্কিত চিত্র।[2] এই গণিতাঙ্কিত চিত্র যে কেবল কাল্পনিক চিত্রমাত্র তাহা প্রায় সকল বিজ্ঞানবেত্তাই স্বীকার করেন।[3] বিজ্ঞানবিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে নববিজ্ঞান প্রকৃত তথ্যের সন্ধানই পায় নাই।[4] নববিজ্ঞানের প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক মতই একেবারে কাল্পনিক ও অনিশ্চিত।

প্ল্যাঙ্ক বলেন—গণিতবিজ্ঞানের পরমোত্তম কল্পনাও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় দ্বারা প্রমাণিত না হইলে একেবারে অসার ও হেয়।[5] ইহা আদৌ বিচিত্র নহে যে একদিন এমন কোনও অচিন্তিত ঘটনা বাহির হইবে যাহাতে নববিজ্ঞানের সকল যুক্তিই পরাহত হইবে।[6] আমার মনে হয় জ্ঞানের অনেক নূতন তথ্য বাহির হইবে ও কয়েকটী মত এখন পরিত্যক্ত হইলেও পুনর্গৃহীত হইবে।[7] পদার্থ বিজ্ঞানের অর্থাৎ গণিত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সত্যতা বিষয়ে সকল সময়েই সন্দেহ থাকিয়া যায়।[8]

হিন্দুশাস্ত্র বলেন—

1. J 142 2. J 127 3. J 149 4. J127 5. P 105, P 11 6. P 59. 7. P 106 8. P 56

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ ॥ ৬১ ॥

সাত্ত্বিক জ্ঞানই কেবল অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ। রাজসিক জ্ঞান বৈকল্পিক অর্থাৎ সন্দিগ্ধ। অতএব রাজসিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সন্দিগ্ধ হইবেই হইবে। প্ল্যাঙ্কও প্রাণ ভরিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্ত যতক্ষণ না বাহ্য বা স্থূল জগতের প্রমাণের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় ততক্ষণ ইহাকে বিশ্বাস করা যায়[1] না।

হিন্দু শাস্ত্রমতে—

প্রয়োগ নৈকষেণৈব শশ্বৎ কার্য্যং পরীক্ষণম্ ॥ ৬২ ॥

প্রয়োগই কার্য্যরূপ সুবর্ণের কষ্টিপাথর। এই প্রয়োগরূপ কষ্টিপাথরে কার্য্যের সর্ব্বদাই পরীক্ষা করিতে হয়।

সহস্রেণাপি হেতূনাং নাম্বষ্ঠাদির্বিরেচয়েৎ।

মতিমানবতিষ্ঠেত আগমে নতু হেতুষু ॥ ৬৩ ॥

সহস্র সহস্র হেতু দ্বারা প্রমাণ হয় যে আকনাদি বিরেচক। তাই বলিয়া আকনাদি বিরেচক হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপ্তবাক্যেই নির্ভর করে বিচারে করে না।

স্থূল জগতের সহিত পদে পদে ঐক্য না রাখিয়া চলিলে পদার্থবিজ্ঞান-বুদ্বুদ অচিরেই স্ফুটিত হইবে সংশয় নাই[2]।

রাসেল বলেন—সনাতন সত্যের প্রতিষ্ঠা নববিজ্ঞানের লক্ষ্য নহে[3]। বিচারশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণশক্তির হ্রাস হয়[4]। (এই কূট হইতেই বৈজ্ঞানিক বিচারের স্বরূপ স্পষ্টই বুঝা যায়)।

টমসন্ বলেন—নববিজ্ঞান সনাতন সত্যের ধারই ধারে না। জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইল, উহার অন্ত কিরূপে হইবে, উহার উদ্দেশ্য কি—

1. P 70,73,56. 2. P 56 3. B 162 4. B 224

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নববিজ্ঞান প্রয়োজনই মনে করে না। সত্যসাগরে কেবল একপ্রকার জাল নিক্ষেপ করিয়া সত্য ভেদের উদ্ধারই নববিজ্ঞানের একমাত্র কার্য্য। সকল রত্নরাজি উদ্ধার উহার লক্ষ্য নহে।[1] নববিজ্ঞানের জ্ঞান আংশিক ও সত্যবিচ্যুত। নববিজ্ঞানের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন।[2]

হ্যাল্ডেন বলেন – দর্শনবিচ্যুত বিজ্ঞান মনুষ্যকে ভ্রান্তপথেই চালিত করে।[3] বিজ্ঞানমত সদাই পরিবর্ত্তনশীল—পুরুষানুক্রমে এমন কি বৎসর বৎসর নূতন হয়।[4] আইনষ্টাইনের মত আংশিকও সত্য হইলে তাঁহার পূর্ব্বে, পদার্থ বিজ্ঞান যাহা যাহা বলিয়াছে তাহার প্রত্যেকটীই মিথ্যা। এই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেও পদার্থবিজ্ঞানে যাহা যাহা বলিতেছে সেগুলিও যে সেইরূপ অলীক তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বিজ্ঞানমত সমূহের মধ্যে যে মতগুলি অত্যাদৃত তাহাদের অধিকাংশই এত মিথ্যা-জড়িত যে তাহাদের কল্পনাই বলা উচিত। জীবনবিজ্ঞানমতও যে সেইরূপ মিথ্যাময় সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।[5]

অ্যালেকজান্ডার বলেন—এডিংটন প্রভৃতি কতিপয় বিজ্ঞানবিদের মতে সকল সত্যের ভিতর পরিণামে মন ও ঈশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ-ভাবে জানা যায়। বাহ্যজগৎ সেইভাবে জানা যায় না। কেবল গণিতের সাহায্যে পরোক্ষভাবে বুঝা যায় মাত্র।[6]

এডিংটন বলেন—কে বলিতে পারে আরও ত্রিশ বৎসর পরে নব্যনববিজ্ঞানের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া নববিজ্ঞানের মতই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে না?[7] আমাদের বুদ্ধি ভ্রমপ্রবণ। তৎকৃত বিচার নির্ভুল হইতে পারে না।[8] বৈজ্ঞানিক জগতে সকল সত্য স্থান পায় নাই।[9]

1. Sc 24-5 2. Sc 36 3. Sc 53 4. Hlpp 226-7.

5. Hl 228 6. Sc 131,137 7. E 352 8. Sc 130 9. Sc 126

পদার্থ বিজ্ঞান নিজের অসম্পূর্ণতা নিজে স্পষ্টই স্বীকার করে ও সেই অসম্পূর্ণতা পরিহারার্থ সকলকে আমন্ত্রণ[1] করে। বৈজ্ঞানিক বিচারে ঈশ্বর সদাচারে[2] পরিণত হন। ইহাতেই বৈজ্ঞানিক বিচারের স্বরূপ বুঝা যায়।[3] পরমাণু ও ইলেক্টন প্রকৃত আছে কি না এ কথা পদার্থবিদের মনে ঠাঁইই পায় না। তিনি বলেন ইহারা আছে। ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।[4] বরং উষ্ট্রেরও সূচিরন্ধ্র মধ্য দিয়া গতি সম্ভবে, তথাপি নববিজ্ঞানবেত্তার পক্ষে দ্বারের ভিতর দিয়া প্রবেশলাভ করা সম্ভব নহে।[5] গণিত ও বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত তথ্য বাহির করা যায় না।[6] অনুভূত ধর্ম্মের দ্বারা যায়।

নববিজ্ঞানবিদ্‌গণের স্বীকারোক্তি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় তাঁহারা প্রকৃত তথ্যের প্রকৃত সন্ধান পান নাই। গভীর মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার সান্দ্রতমোভেদি তড়িৎ প্রকাশে ক্ষণে ক্ষণে এইমাত্র জ্ঞান হইতেছে পথ-ভ্রষ্ট ও স্খলিতপদ হইয়াছেন। এই পথভ্রংশ ও পদস্খলন কেন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না (ইহার কারণ পরে দেওয়া যাইবে)। কখনও কখনও বুঝিতেছেন যে গণিতাদি দ্বারা মিথ্যাপসরণ পূর্ব্বক সত্য প্রতিপাদন অসম্ভব। আবার অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া এ জ্ঞানও স্থির হইতেছে না। তবে কেবল অনুভব বিনা জ্ঞান সিদ্ধ হয় না এইটুকুই অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছেন।

হিন্দুশাস্ত্র বিশেষ করিয়া জানেন যে, অনুভব ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞান হয় না।

অনুভূতিঃ প্রমাপ্রাণোঽপ্রমানুভূতি বর্জিতা। ৬৪ ॥

অনুভবই প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের প্রাণ। অপ্রমা অনুভববর্জ্জিত। অনুভববিচ্যুত জ্ঞান ব্যর্থ। তাই নিজের অনুপম ভাষায় বলিয়াছেন—

---

1 Sc 122 2. Ethical code

3. Sc 128 4. E 326 5. E 342 6. Sc 128.

অনুভূতিং বিনামূঢ় বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিত-শাখাগ্র-ফলাস্বাদন-মোদবৎ ॥ ৬৫ ॥

যে মূঢ় সে ভগবানকে অনুভব না করিয়াই বৃথা ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া আনন্দ করে। সে আনন্দ কিরূপ? সরোবরতীরস্থ আম্রবৃক্ষের জলবিম্বিত শাখাগ্রে বিদ্যমান আম্রফলাস্বাদনের আনন্দোপভোগের ন্যায়। অনুভবই একমাত্র জ্ঞান। অনুভবের এমনই অপূর্ব্ব অপার মহিমা যে অনুভবী পুরুষের কৃপায় হয় না এমন জিনিষই নাই।

যস্যানুভবপর্য্যন্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে।
তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ সর্ব্বেমুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৬৬ ॥
খেচরা ভূচরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্-দৃষ্টিগোচরাঃ।
সদ্যএব বিমুচ্যন্তে কোটি-জন্মার্জ্জিতৈরঘৈঃ ॥ ৬৭ ॥

যাঁহার তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত, যিনি সর্ব্বদাই শ্রীভগবানকে অনুভব করেন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়ে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। কি খেচর কি ভূচর জন্তু তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িলেই কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়।

৩৮। **উন্নতির অপরূপ ভাণ**।—কালচক্রের অপ্রতিহত গতিতে নববিজ্ঞানবিদ্‌গণ অহংপুষ্টদৃষ্টি সত্ত্বেও দেখিতে পাইলেন, অহংপুষ্ট বিজ্ঞানাসন সত্যবাতে টলটলায়মান, পতনোন্মুখ।

অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ। ৬৮ ॥

অগ্নি ইচ্ছা করিয়া স্পর্শ কর, কি অনিচ্ছায় স্পর্শ কর তাহার দহন কার্য্য করিবেই। কাযেই নববিজ্ঞানবিদ্‌গণকে নববিজ্ঞানের অশেষ দোষ অঙ্গীকার করিতেই হইল। কিন্তু রজগুণে তাঁহাদের দৃষ্টি এমনই পিহিত ও চিত্ত এমনই বিভ্রান্ত, যে যতই তাঁহাদের মত প্রমাদসঙ্কুল প্রতি পন্ন হইতে লাগিল ততই তাঁহারা লজ্জায় মস্তক অবনত না করিয়া দর্প-

ভরে নববিজ্ঞান সদাই উন্নতিপ্রবণ বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই মহান্ধ চিত্তবৃত্তি বড়ই অপরূপ। যাহার রূপ অপগত হইয়াছে, যাহার আকৃতি নাই তাহাই অপরূপ। ভ্রমে উন্নতিজ্ঞান ও সত্যে উন্নতির অভাবজ্ঞান, নববিজ্ঞাত অহঙ্কারের অপরূপ কল্পনাতীত সৃষ্টি ! নববিজ্ঞান এখনও এই সামান্য কথা লিখিতে পারে নাই যে পরিবর্ত্তনরাহিত্যই সত্যের লক্ষণ।

সমানং ত্রিষু কালেষু সর্ব্বাবস্থাসু শাশ্বতম্।
সনাতনং মতং সত্যং চীয়তে নাপচীয়তে ॥ ৬৮ ॥

যাহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানেই সমান (পরিবর্ত্তন রহিত) যাহা সকল অবস্থায় নিত্য, যাহা সনাতন অর্থাৎ আদ্যন্তহীন ও চিরস্থায়ী তাহাকেই সত্য বলে। সত্যের ক্ষয়ও হয় না বৃদ্ধিও হয় না। সত্য সনাতন, নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। মিথ্যা ক্ষণিক, অনিত্য ও পরিবর্ত্তনসঙ্কুল। ইহাই সত্য মিথ্যার পরিচ্ছেদ। এই চিরপ্রসিদ্ধ সত্যমিথ্যাব্যাবৃত্তির বিপর্য্যয়, নববিজ্ঞানের দুর্দ্দম্য অহঙ্কারপ্রসূত। কালবশে ইহাও বিধ্বস্ত হইবে সংশয় নাই।

নববিজ্ঞান একবার যদি অহঙ্কারপ্রভব স্থূলবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসরণ করে তাহা হইলে তাহাকে আর ভ্রমপ্রমাদের বড়াই করিয়া হেয় হইতে ও হেয় হইতে হয় না। সূক্ষ্মবুদ্ধি অপাসনের জন্যই নব-বিজ্ঞানের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ইহা পরে আরও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে।

অধোধঃ পশ্যতঃ কস্য মাহাত্ম্যং নোপচীয়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্বএব দরিদ্রতি ॥ ৬৯ ॥

নিম্নদিকে:দেখিলে কাহার না মহিমা বাড়ে। আর উপরদিকে দেখিলে

কে না ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হইয়া যায়? অহঙ্কার পুষ্টির নিমিত্ত যে একদিগ্‌দর্শী হইতে হয় নববিজ্ঞান তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভ্রম করাই উন্নতির লক্ষণ। নববিজ্ঞানের এই অপরূপমতের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বিচারের উপর নির্ভর করা অসঙ্গত হইয়াছে। কেন না নব্যযুগ নববিজ্ঞানের সকল কথায় যেরূপ বিচারপলায়ন, হিন্দুশাস্ত্রের সকল বিষয়েই তদ্রূপ বিচারপরায়ণ। অতএব সাদ্বচারের প্রতিস্থাপন জন্য নববিজ্ঞানের মত দেওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল। এই দোষ পরিহারোদ্দেশে নব্যযুগের বিচারতরি, অর্থাৎ বিচার রহিত নববিজ্ঞান বিন্মত আশ্রয় করা গেল। হ্যালডেন স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন নববিজ্ঞান মিথ্যা, উন্নতিপ্রবণ[1] নহে। যদি আইনষ্টাইনের মতে কিছু সত্যও থাকে তবে তৎপূর্ব্বে পদার্থ-বিজ্ঞানকৃত প্রত্যেক উক্তিই যে মিথ্যা তাহার সন্দেহ নাই। সেই রকম আইনষ্টাইন ও নব্যনববিজ্ঞানের প্রত্যেক উক্তিই যে মিথ্যা তাহা সহজেই অনুমিত হয়। রাসেল বলেন—প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞান বিধ্বস্ত হইয়াছে[2] উন্নতির চরমে উন্নীত হয় নাই।

৩৯। দোষ প্রদর্শনে অত্যুক্তি শঙ্কা।—নববিজ্ঞানের যেরূপ ভূরি ভূরি দোষ প্রদর্শন করা হইল ইহা স্থূল দৃষ্টিতে পাঠ করলে মনে সহজ শঙ্কা উদিত হইবে—সত্যই কি নববিজ্ঞান এতই দোষের আকর? আচ্ছা যদি তাহাই হইল তবে এত ভূরি ভূরি আবিষ্কার হইল কিরূপে? নববিজ্ঞান কত সময় কত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিল কিরূপে? পূর্ব্বলিখিত বিষয়গুলি সাবধানে অনুধাবন করিলে এরূপ শঙ্কা মনে স্থান পায় না। কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে এই সকল শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া গেল। নববিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞানের পরস্পর বিরোধ ও উভয়েরই অপূর্ব্ব তত্ত্ব আবিষ্কার

1. Hlp 228 2. B 222.

ইহার প্রকৃষ্ট উত্তর। অন্যোন্যাকর্ষণ মত অনুসারে অদৃশ্য তারা ও ধূমকেতু গণনা করিয়া বলা হইয়াছে।[1] অথচ সেই অন্যোন্যাকর্ষণ নাই বলিয়া এখন স্থিরীকৃত হইয়াছে। মূল পদার্থের অমৌলিকত্ব সত্ত্বেও মৌলিক রসায়ন-বিজ্ঞান কত নূতন কথাই না বাহির করিয়াছে। মূল পদার্থের পরমাণু হয়। মিশ্র পদার্থের পরমাণু হয় না। অক্সিজেন. নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সীসক, পারদ প্রভৃতি সকলেই মিশ্র পদার্থ (২১প°)। তথাপি উহাদের মূল পদার্থ-জ্ঞানে যে পরমাণুর ভার নির্ণীত হইয়াছিল তাহাই মিশ্র পদার্থ হইয়াও ঠিক রহিল। গণিতশাস্ত্রের যুক্তিও আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাই বলিয়া কি সেই ভ্রান্ত গণিত কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই ?

৪০। **সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রয়োজন**।—সত্যসেবী ব্যক্তিমাত্রেরই মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইবে—নববিজ্ঞান সত্যবঞ্চিত কেন ? নববিজ্ঞানের অসারত্বের কারণ কি ? যিনি হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তাঁহার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর। কি গণিতবিজ্ঞান কি পদার্থ-বিজ্ঞান কি রসায়ন-বিজ্ঞান সকলই স্থূলপ্রমাণমূলক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন অতীন্দ্রিয় বিষয়ের নববিজ্ঞান ধারই ধারে না। অথচ নববিজ্ঞান স্থূলতত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে সততই উৎসুক। সূক্ষ্মতত্ত্বাবগাহন করিতে যে সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন, নববিজ্ঞানের অহঙ্কারোদ্ভূত স্থূলবুদ্ধিতে এই স্থূলকথাও স্থান পাইল না। স্থূলবুদ্ধিতে সূক্ষ্মতত্ত্বের নিরূপণ করিতে যাইয়া নববিজ্ঞান পদে পদে বিপন্ন। স্থূলবুদ্ধিতে হস্তস্থ পদার্থও নাই বলিয়া মনে হয়।

যথাঽবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ।
অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ তদ্বৎ ত্বাহং পরাঙ্মুখঃ ॥৭০॥

1. B 194 & 11.

যদ্রূপ অজ্ঞান মনুষ্য তৃণাচ্ছাদিত জলকে তদুৎপন্ন তৃণমাত্রজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া, আপাতপ্রতীত কিন্তু মিথ্যা মৃগতৃষ্ণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সতত ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমি মঙ্গলময় তোমাকে অবিদ্যমান জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া সংসাররূপ মিথ্যা মৃগতৃষ্ণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছি। সূক্ষ্ম-বুদ্ধিই তৃণাচ্ছাদিত জলাশয়—স্থূলচক্ষে তৃণমাত্র দেখায় কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে উহাই নির্ম্মল সুশীতল জলের একমাত্র আধার বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ স্থূলবুদ্ধিই মৃগতৃষ্ণা—প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে বিশাল নির্ম্মল জলাশয়ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে মিথ্যা মায়ামাত্র বলিয়া প্রতীত হয়।

মোহবশতঃ সূক্ষ্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ স্থূলবুদ্ধির অনুসরণে নববিজ্ঞা-নের মতি স্থির নাই—যখন যাহা সুবিধা হইয়াছে তখন তাহারই শরণ লইয়াছে। এই তাৎকালিক বুদ্ধির আশ্রয়ে সত্যকে পদদলিত করিয়া নববিজ্ঞান বিপর্য্যাস সাগরে নিমগ্ন।

নানারূপাত্মনো বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণান্বিতা।
তন্নিষ্ঠামগতস্যেহ কিমসৎ কর্ম্মভির্ভবেৎ ॥ ৭১ ॥

মনুষ্যের বুদ্ধি সেচ্ছাচারিণী স্ত্রীর ন্যায় ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধরে। কখন্ কোন্ জিনিষকে যে কি ভাবে উপস্থিত করে কে বলিতে পারে? এই বুদ্ধির উপর যে নির্ভর করে তাহার বেশ্যাসক্ত পুরুষের ন্যায় নানা দশাই হইয়া থাকে। এই স্বৈরবর্ত্তিনী উৎপথগামিনী স্থূলবুদ্ধিকে যদি সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিতই করা না হইল তবে অসৎকর্ম্মের দ্বারা আর কি ফললাভ হইতে পারে?

৪১। **স্থূল ও সূক্ষ্ম বিপ্লব**।—নববিজ্ঞান স্থূলবুদ্ধিপ্রসূত। কাযেই পদে পদে উৎপথগত ও বিপর্য্যস্ত। গণিতবিজ্ঞান প্রভৃতি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা সকলেই জানেন ও প্ল্যাঙ্ক

এডিংটন টমসন প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। তথাপি স্থূল ও সূক্ষ্মের বিভেদ নববিজ্ঞানকেও প্রকারান্তরে মানিতে হইয়াছে।[1]

জীনস্ বলেন—জাগতিক কার্য্যকে দুইভাগে বিভাগ করা যায়[1]—স্থূল[2] ও সূক্ষ্ম[3]। পদার্থ[4] ও তেজোবিকিরণ[5] উভয়েই যুগপৎ পদার্থকণ[6] ও কম্পনরূপ[7]। স্থূলক্রিয়া সম্বন্ধে উভয়ই পদার্থকণ ও সূক্ষ্মক্রিয়া সম্বন্ধে উভয়ই কম্পনমাত্র[1]। বস্তুর স্বরূপ, এই সূক্ষ্মক্রিয়ার ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান। কাযেই বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে সূক্ষ্মক্রিয়ারই অনুসন্ধান করিতে হইবে।[1]

এডিংটন বলেন—মাত্রামত[8] ও সম্পৃক্তমত[9] হইতে দেখা যায় যে পদার্থের বহীরাজ্যের সম্বন্ধ অপেক্ষা মনোরাজ্যের সম্বন্ধ অনেক অধিক[10]।

প্ল্যাঙ্ক বলেন—জগৎ ত্রিবিধ স্থূল বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বৈজ্ঞানিক বা পদার্থবিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তব বা সত্য[11]। যাহা আমাদের চক্ষুরাদির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বুঝা যায় তাহাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা স্থূলজগৎ[11]। যাহা কাল্পনিক[12], যাহার অস্তিত্ব গণিত শাস্ত্রে[13] আছে, তাহাই পদার্থবিজ্ঞানসম্মত বৈজ্ঞানিক জগৎ[12]। যাহা অতীন্দ্রিয়[14], যাহা স্থূলজগৎ হইতে ভিন্ন[11] তাহাই বাস্তব বা সত্য[14]। উহা পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষভাবে নহে[15]। এই অতীন্দ্রিয় জগতই সত্যে প্রতিষ্ঠিত[15]। প্রকৃত তথ্যোদ্ঘাটনই পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য[16] ও তাহার সকল সিদ্ধান্তই সত্য বা অতীন্দ্রিয় জগতের ভিত্তির উপরই এ যাবৎ অধিষ্ঠিত ও ভবিষ্যতে সর্ব্বদাই অধিষ্ঠিত থাকিবে ইহাতে সংশয় নাই[17]। বৈজ্ঞানিক জগৎ স্থূলদৃষ্টিবিশিষ্ট মনের কল্পনা প্রসূত বলিয়া সদাই পরিবর্ত্তনশীল[12]। পদার্থবিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই স্থূল জগৎ হইতে অপসৃত হইয়া সত্যজগতের ক্রোড়ে বিশ্রামলাভের দিকে

1, J 43,44 P 79 2, Large scale phenomena 3. Small scale phenomena 4. Matter 5. Radiation 6. Particle 7. Waves 8, Quantum theory 9. Relativity theory 10. Sc 129 11. P 10 12. P 9—10 13. J 127 14. P 8—9 15. P 8 16, P I5, P 57 17. P 9.

ধাবিত হইতেছে।[1] সত্যজগতের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধ।[2] স্থান বিশেষে, চরম স্থূলজ্ঞান হইতেও অতীন্দ্রিয় সত্যই পরম আদরের ধন ইহাই নববিজ্ঞানের বিশিষ্ট শিক্ষা।[3]

তথাপি সূক্ষ্মতত্ত্বের বিদ্বেষই নববিজ্ঞানের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। এই বিচিত্র বিদ্বেষ বশতঃই নববিজ্ঞান নিত্যই স্খলিতপদ ও উদ্ভ্রান্ত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি ?

নবম অধ্যায়—শাস্ত্রোৎকর্ষ (শাস্ত্র°)।

৪২। প্ল্যাঙ্ক কথিত সত্যজগৎ কি ?—প্ল্যাঙ্কের মতে পদার্থবিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই স্থূল জগৎ হইতে অপসৃত হইয়া সত্যজগতের ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই সত্যজগৎই যে সনাতন হিন্দুশাস্ত্রোপবর্ণিত জগৎ তাহার আভাসমাত্র এইবার দেওয়া যাইতেছে। আভাসমাত্র দিবার কারণ কি ?

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যম্ স্বল্পশ্চকালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যম্ হংসো যথা দোহনমম্বুমিশ্রম্ ॥ ৭২ ॥

শাস্ত্র অনন্ত। তাহার মধ্যে প্রত্যেকের জ্ঞাতব্য বিষয়ও অনেক। কিন্তু জানিবার সময় অত্যন্ত অল্প। তাহাও আবার পদে পদে বিঘ্নোপদ্রুত। যাহা প্রত্যেকের পক্ষে সারভূত তাহারই নিত্যচর্চ্চা বা উপাসনা কর্ত্তব্য। যেরূপ হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধই গ্রহণ করে। এই অনন্ত শাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন করাই দুঃসাধ্য। সম্যক্

---

1 P 14-5 2. P 107 3. P 107

বিবৃতির ত কথাই নাই। এখানে বাধ্য হইয়া সেই দিগ্‌দর্শনের ছায়ার লেশমাত্র অবলম্বনে হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বতোমুখ উৎকর্ষ প্রতিপাদন করা যাইবে। যাহা বলিবার আছে তাহার মাত্র দু একটী কথা অসম্যগ্‌ ভাবে বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে। নাস্তিকতার বন্যায় পাশ্চাত্য জগৎ একেবারে ভাসিয়া[1] গিয়াছে। তথাপি প্ল্যাঙ্ক এডিংটন[2] টমসন্‌ জীন্‌স প্রভৃতি নববিজ্ঞানে উচ্চাসনসংস্থিত কয়েকটী মনীষী মানিতে বাধ্য হইয়াছেন— স্থূলজগৎ সত্য নহে ও অসত্য বৈজ্ঞানিক জগৎ ভিন্ন সত্য ও বাস্তব জগৎ আছে। ভগবান্‌কে একেবারে উড়াইতে পারেন নাই বলিয়া নাস্তিক বিজ্ঞানমানিগণ এই বিজ্ঞানধুরন্ধরগণকে উড়াইয়া দিতে চাহেন। কিন্তু এই অজ্ঞানে জ্ঞানমানিগণও অস্বীকার করিতে পারেন না যে ইহারাই বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব ইঁহাদের বিজ্ঞান বিষয়ে মত, ঘোর ভগবদ্‌বিদ্বিষ্ট নাস্তিকদলও উপেক্ষা করিতে সাহসী নহেন।

প্ল্যাঙ্ক, আইনষ্টাইন প্রভৃতির লেখা পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহারা নরপতঙ্গবিশেষ। পতঙ্গ যেমন আলোকাকৃষ্ট হইয়া সেই আলোকের আবেষ্টনের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে থাকে, ও আবেষ্টনের জ্ঞানাভাবে তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশলাভে অসমর্থ হইয়া অনবরত তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ প্ল্যাঙ্ক প্রভৃতি নরপতঙ্গগণও সত্যালোকাকৃষ্ট হইয়া সত্যালোকের সূক্ষ্মাবরণের জ্ঞানাভাবে সত্য-স্বরূপোপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ সত্যস্বরূপোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন।

৪৩। **দেশকালমাত্রাদি দ্রব্যের গুণকারক**।—দেশকাল

1. C. B
2. Sc. 126

পাত্রভেদে ব্যবস্থাভেদ—একথা হিন্দু মাত্রেই আবহমানকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছেন। উহাদের মধ্যে কালই সর্ব্বপ্রধান।

জন্যানাং জনকঃ কালঃ জগতামাশ্রয়ো মতঃ।
পরাপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ ॥ ৭৩ ॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ।
কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টো হ্যখণ্ডানন্দ-অব্যয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

কালই সৃষ্টপদার্থের জনক ও সর্ব্বজগতের আশ্রয়। এই কাল হইতেই পূর্ব্বাপর জ্ঞান হয়। এই কালই উপাধিক্রমে ক্ষণ মুহূর্ত্ত হোরা প্রহর প্রভৃতি রূপে কল্পিত হয়। যিনি সংহর্ত্তা যিনি ভূতাদির পরিণামকারক তিনিই কাল। মনুষ্য দেবতাদির কোন্ কথা স্বয়ং ব্রহ্মাকেও নিমেষের মধ্যে সংহার করেন বলিয়া, সেই আদি অন্ত ও নাশহীন পরমেশ্বরই কাল নামে অভিহিত হন।

কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ৭৫ ॥

কাল ভূতগণকে পরিণামের পথে অগ্রসর করিয়া দেন ও অন্তে সংহার করেন। জগৎ সুপ্ত হইলে কাল জাগরিত থাকেন। এই কাল অতিক্রম করা যায় না।

মাত্রা-কাল-ক্রিয়া-ভূমি-র্দেহদোষ-গুণান্তরম্।
আশ্রিত্য বর্ত্ততে দ্রব্যং স্বগুণে চ হিতাহিতে ॥ ৭৬ ॥

দ্রব্যের গুণ মাত্রা কাল স্থান প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

মাত্রাদির উপর দ্রব্যের গুণ নির্ভর করে শুনিয়া নববিজ্ঞানমানিগণ চিরকালই হাঁসিয়াছেন ও ভারতকে অসভ্যতার চরম সীমায় উপনীত বলিয়া স্থির করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কালের দুরতিক্রম দৌরাত্ম্যে

অসভ্যতার মুকুট আজ সভ্যজগতের শীর্ষদেশই শোভা করিতেছে। যথ —

মণির্লুঠতি পাদেষু কাচোমুকুটশোভনঃ।
মোহাচ্চ বিভ্রমেচ্চিত্তং কাচঃ কাচো-মণির্ম্মণিঃ ॥ ৭৭ ॥

মণি সকলের পায়ে লুটাইতেছে। কাচ রাজমুকুটে শোভা পাইতেছে। যে মূঢ় যে অন্ধ সে ইহা দেখিয়াই মনে করে কাচই ভাল, মণি কিছুই নহে। তাই বলিয়া কি তাহার ভ্রান্ত মত সত্য হইবে? কাচ রাজ-মুকুটেও কাচই থাকিবে। মণি পাদতলেও মূল্যবান্ মণি। নববিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সেই চিরপরিচিত কাচমণিসম্বন্ধ। নববিজ্ঞান রাজশীর্ষে শোভা পাইয়াও ঐকদেশিক সত্য। হিন্দুশাস্ত্র পদতলে দলিত হইয়াও সনাতন সত্যের আধার। পুনশ্চ—

কাকস্য চঞ্চুর্যদি-হেমযুক্তা মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥ ৭৮ ॥

যদি কাকের চঞ্চু স্বর্ণমণ্ডিত হয় তাহার চরণদ্বয় মাণিক্যযুক্ত হয়, তাহার প্রত্যেক পালকে যদি শ্রেষ্ঠ মুক্তাগণ বিরাজমান থাকে তথাপি সেই কাক মূল্যবান্ ভূষণে আপাদমণ্ডিত হইয়াও কাকত্ব ত্যাগ করিয়া রাজহংস হইতে পারে না।

নববিজ্ঞান বলে স্বর্ণ রজত পারদ প্রভৃতি সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে স্বর্ণ রজত ও পারদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাদের গুণ সদা সর্ব্বত্রই অপরিবর্ত্তনীয়—একই থাকে - মাত্রাদির উপর নির্ভর করা একেবারে অসম্ভব—বাতুলের কথা। নববিজ্ঞানের এই আত্মমোহসম্ভূত আত্মগরিমা আজ ব্রহ্মাদির সংহর্ত্তা কালের করালবশে বিধ্বস্ত। শ্রেষ্ঠ নববিজ্ঞান আজ নব্যনববিজ্ঞানের তাড়নায় পদতলে লুণ্ঠিত। পদদলিত সনাতন হিন্দুশাস্ত্রই আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিল।

কাল ও স্থানের উপর বস্তুর স্বরূপ নির্ভর করে। আইনষ্টাইনের সম্পৃক্তমতই[1] তাহার প্রমাণ। সম্পৃক্ত মতে সকল বস্তুই কাল-স্থানের বিকাশ মাত্র! উহাদের মধ্যে কালই প্রধান—প্রাণস্বরূপ। অ্যালেক-জ্যাণ্ডর বলেন—কালই দেশের মন ও দেশই কালের দেহ[2]। প্ল্যাঙ্ক বলেন পদার্থের গুণভেদ তাহার মাত্রাভেদের[3] উপরই নির্ভর করে এই মত উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করিতেছে। পদার্থের স্বরূপ তাহার গতির উপরও নির্ভর করে। ফিটস্‌জেরাল্ড দেখাইয়াছেন গতিশীল পদার্থমাত্রেই গতির দিকে ছোট হইয়া যায় ও সেই পদার্থের আকৃতি ও পরিমাণ উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়[4]।

চিনি বাতাসা ও মিছরি রসায়ন মতে একই বস্তু, কোনও ভেদ নাই। তথাপি তাহাদের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন। বাতাসা চিবাইয়া খাইয়া তৎক্ষণাৎ জল খাইলে এক প্রকার কার্য্য হয়। মুখে বাতাসা ও জল একসঙ্গে দিয়া খাইলে আর এক প্রকার ফল। বাতাসা জলে ডুবাইয়াই খাইলে ফল তৃতীয় প্রকার হয়। আর বাতাসা ভিজাইয়া খাইলে ফল একেবারে ভিন্ন হয়। ইহা কে না জানে? তথাপি পরের মুখে ঝাল খাওয়া রোগ বড় বিষম।

স্বাদু পরমুখস্বাদু তিক্তং পরমুখেন হ।
স্বয়ং ন স্বদতে কিঞ্চিৎ ইয়ং পরাণুগান্ধতা ॥ ৭৯ ॥

মিষ্ট কেন? পরে বলে। তিক্ত কেন? অপরে বলে। নিজের মুখে স্বাদ নাই। ইহাকেই বলে বিচিত্র অন্ধানুকরণ বৃত্তি।

৪৪। ব্রহ্মময় তেজোময় জগৎ।—হিন্দুশাস্ত্র বলেন এই দৃশ্যমান জগৎ পরব্রহ্মের বিকাশ মাত্র।

সুবর্ণাৎ জায়মানস্য সুবর্ণত্বং চ শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বং চ তথা ভবেৎ ॥ ৮০ ॥

---

1. Gr. 103 2. Gr, 104. 3. P 14. 4. E 5,7.

স্বর্ণ হইতে নানাপ্রকার ভূষণ হয়। সেই ভূষণ স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে—স্বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিপরিগ্রহমাত্র। সেইরূপ এই জগৎ পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিমাত্র।

যথা তরঙ্গ কল্লোলৈর্জলমেব স্ফুরত্যলম্।
ঘটনাম্না যথা পৃথ্বী পটনাম্না হি তন্তবঃ॥
জগন্নাম্না চিদাভাতি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্॥ ৮১॥

যেমন তরঙ্গ জলের বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, যেমন মৃত্তিকাই ঘটনামে ও তন্তু সকল পটনামে পরিচিত হয়, তেমনই সেই চিৎস্বরূপ ভগবানই জগৎ নামে পরিচিত। এই জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান সেই সমস্তই পরব্রহ্মের মূর্ত্তিমাত্র।

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥ ৮২॥

এই বিশ্ব সেই পরমাত্মা ভিন্ন কিছুই নহে। তিনিই প্রভু ঈশ্বর ও বিশ্বাত্মা। তিনি নিজেই নিজেকে সর্জন করেন, নিজেই নিজকে ত্রাণ করেন, তিনি নিজেই নিজের চুরি করেন। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টরক্ষক ও রক্ষিত, তথা অপহর্ত্তা ও অপহৃত সকলই এক, পরমাত্মার রূপান্তর মাত্র।

স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপৌনিষেধ নির্বাণ সুখানুভূতি ॥৮৩॥

এই জগতে প্রত্যেক বস্তুতে তিনি নানারূপে বিদ্যমান। তিনিই সকল বস্তুর নাম ও রূপ ধরিয়াছেন। অথচ তিনি কিছুই নহেন, এমনই তাঁহার মায়া। নেতি নেতি (ইহা নহে ইহা নহে) বলিতে বলিতে যখন সকল নিষেধই বিলয় প্রাপ্ত হয় (নিষেধ নির্বাণ), যখন বাক্য মন হার মানে, সেই অবস্থায় যাঁহাকে সুখে অনুভব করা যায় সেই বস্তুই তিনি।

নববিজ্ঞান এ সব তথ্যের সন্ধানই পায় নাই। তবে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতেই দেখিতে পাইয়াছে জগতে একটী মাত্র পদার্থই আছে।

ইহাকে কখন হাইড্রোজেন কখনও তড়িৎশক্তি কখনও তেজ বলিয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন ভর্গো বা তেজ হইতেই জগৎ সৃষ্ট। যখন এই জগৎ পরব্রহ্মের বিকাশমাত্র তখন এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। হিন্দুশাস্ত্র স্পষ্টতর ইহা বলিয়াছেন।

> সূর্য্যাদ্ভবন্তি ভূতানি সূর্য্যেণ পালিতানি তু।
> সূর্য্যে লয়ং প্রাপ্নুবন্তি যঃ সূর্য্যঃ সোহমেব চ ॥ ৮৪ ॥
> উদয়ে সৃষ্টিকর্ত্তাসৌ মধ্যাহ্নে তু মহেশ্বরঃ।
> অস্তমানে স্বয়ং বিষ্ণুর্ব্রহ্মরূপো দিবাকরঃ ॥ ৮৫ ॥

সূর্য্য হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়। সূর্য্যের দ্বারা পালিত হয়। সূর্য্যেই সংহার প্রাপ্ত হয়। যিনি সূর্য্য তিনিই আমি পরব্রহ্ম। উদয়কালে তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নে তিনিই মহেশ্বর, ও অস্তকালে তিনিই বিষ্ণু। সূর্য্যই ব্রহ্মরূপ।

নব্যনববিজ্ঞান এ বিষয়ে অপার সংশয়সাগরে নিমগ্ন। তথাপি তাহার মতে জাগতিক[1] তেজোবিকিরণই সৃষ্টির কারণ।

৪৫। **মনোময় জগৎ**।—হিন্দুশাস্ত্র বলেন মন হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

> মন এব জগৎসর্ব্বং মন এব হি জীবকঃ।
> মন এব হি কালশ্চ মনোহঙ্কার এব চ ॥৮৬॥
> মন এব হি সংসারো মন এব মলং তথা।
> মন এব মহদ্দুঃখং মন এব মহারিপুঃ ॥৮৭ ॥
> মনসা ভাব্যমানো হি দেহতাং যাতি দেহকঃ।
> দেহ বাসনয়া মুক্তো দেহধর্ম্মৈর্ণ-লিপ্যতে ॥৮৮ ॥

I. Cosmic radiation

মনঃ সৃজতি কর্ম্মাণি মনো লিপ্যতি পাতকৈঃ।
মনশ্চেদুন্মনীভূয়াৎ ন পুণ্যং ন চ পাতকম্॥ ৮৯॥

মনই সমস্ত জগৎ, মনই জীব, মনই কাল ও মনই অহঙ্কার। মনই সংসার, মনই পাপ, মনই মহৎ দুঃখ ও মনই মহাশত্রু। মনের দ্বারা ভাবিতে ভাবিতে দেহী দেহত্ব প্রাপ্ত হয়। দেহের বাসনা ত্যাগ করিলে দেহী দেহধর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মের ফলভাগী হয় না। মনই কর্ম্ম সর্জন করে, মনই পাপে লিপ্ত হয়। কাযেই মন যদি উন্মনীভূত হয়, অর্থাৎ মন যদি দেহচিন্তা ও বাসনা ত্যাগ করিয়া আত্মাতে সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে পুণ্যও থাকে না পাপও থাকে না।

জীন্‌স্ বলেন—মনই জগৎ সর্জন[1] করিয়াছে বলিলে পদার্থ-বিদ্যার অনেক কূটতত্ত্বের শঙ্কা সমাধান হয়। তাহা হইলে বুঝা যায়, কিরূপে ঈথার স্বয়ং জাগতিক সকল[1] কার্য্যের আধার হইয়াও গণিতের কল্পনামাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে[1] ও ভর্গঃ জগতের একমাত্র মূলপদার্থ হইয়াও গণিতকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। সেইরূপ ইলেক্ট্রন চিন্তাপ্রসূত[2] ও কালই চিন্তাকার্য্য বলিলে প্রকৃত তথ্যের সন্নিকট হওয়া যায়। আমাদের সন্দেহ হয় ব্যাপক[1] মনই (পরমাত্মা বলিতে নাই) জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে ও জগৎকে পরিচালিত[2] করিতেছে[3]। এডিংটনও অস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন মন হইতেই জগৎসৃষ্ট[4]। লাইব্‌নিট্‌স্ বলেন পদার্থ আত্মার নিবাসভূমি[5]।

৪৬। **মায়াময় জগৎ**।—হিন্দুশাস্ত্র বলেন জগৎ মায়ার রচনা। এই সংসার মায়াময়। মায়ার স্বরূপ বৈপরীত্য।

যুগপৎ বিপরীতত্বং মায়ায়া একলক্ষণম্ ॥ ৯০ ॥

1. J 140 2. J 121 3. J 148 4 Gr 105 5. B:

একই সঙ্গে তুইটি একেবারে বিপরীত বস্তুর সম্ভাবনাকেই মায়া বলে। ইহাই মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। অবাঙ্‌মনসগোচরম্।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ ৯১ ॥

যাহা হইতে বাক্য ও মন বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ যাহা বাক্য ও মন ধারণা করিতে অক্ষম। মনুষ্যের বুদ্ধি যাহা ধারণা করিতে পারে তাহা মায়া নহে। যাহা ভাল তাহাই মন্দ, যাহাই জ্ঞান তাহাই অজ্ঞান. যাহাই কঠিন তাহাই কোমল, ইহাই মায়ার কার্য্য। ইহাই শাস্ত্র স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এই অচিন্ত্য মায়া বশেই যিনিই বিদ্যা তিনিই অবিদ্যা—যিনি ভাব-কারিণী তিনিই অভাবকারিণী—যিনিই লক্ষ্মী তিনিই অলক্ষ্মী—বস্তুর নাশ হইলেও নাশ হয় না—জ্ঞানী ও মূঢ় সমান—জড় ও ত্রিগুণাতীত সমান—দিবা ও রাত্র এক—জীব সুখের জন্য লালায়িত বলিয়াই সুখ চাহে না—ও আপনই পর হয় ও পরই আপন হয়। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলেন—

নিদানভূতা বিশ্বস্য বিদ্যাহবিদ্যেতি গীয়তে।
ভাবাভাব স্বরূপা সা জগদ্ধেতু সনাতনী ॥ ৯২ ॥

সেই নিত্যা জগদম্বাই জগতের কারণ। তিনিই বিশ্বের আদি কারণ। তিনিই বিদ্যা ও তিনিই অবিদ্যা। তিনিই ভাব ও তিনিই অভাব।

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথাহলক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে ॥ ৯৩ ॥

সেই আদ্যা প্রকৃতিই লক্ষ্মী। আবার তিনিই অলক্ষ্মী। মনুষ্যের উন্নতির কালে (ভবকালে) তিনিই লক্ষ্মী ও কল্যাণবৃদ্ধি করেন। নাশকালে (অভাবে) তিনিই অলক্ষ্মী হইয়া বিনাশরূপিনী হন।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ৯৪ ॥

উহা পূর্ণ ও ইহাও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে শূন্য না থাকিয়া পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।

তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥ ৯৫ ॥

এই জগতে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা মূঢ় ও অজ্ঞান আর এই জগতে যিনি বুদ্ধির পরপারে উপনীত—এই দুইজনেরই অবস্থা এক। ইঁহারা দুইজনেই সুখপ্রাপ্ত হন। যাহারা এই দুইজন হইতেই পৃথক্, যাহারা সম্পূর্ণ জ্ঞানী কি সম্পূর্ণ অজ্ঞান নহে তাহারাই কষ্ট পায়।

দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ।

যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ॥৯৬॥

দুইজনে চিন্তামুক্ত হইয়া পরমানন্দ সাগরে ভাসিতে থাকেন—যিনি বিমূঢ় অতএব জড় ও বালস্বভাব আর যিনি ত্রিগুণাতীত।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৯৭ ॥

যাহা সকল জীবের পক্ষে রাত্রি সংযমী পুরুষ তাহাতেই জাগিয়া থাকেন আর যে বিষয়ে সকল জীবই জাগ্রত জ্ঞানী মুনির তাহাই রাত্র। যাহাই বাসনাবদ্ধ জীবের রাত্র তাহাই সংযমী পুরুষের দিবা, আর যাহাই বাসনাবদ্ধ জীবের দিন তাহাই সংযমী মুনির রাত্র।

সুখানুধ্যাননিরতা জনা মায়াবিমোহিতাঃ।

যথার্থ সুখহেতুং তং ন ধ্যায়ন্তি হৃদীশ্বরম্ ॥ ৯৮ ॥

জনগণ অনুক্ষণ সুখচেষ্টায় ব্যাকুল। তথাপি মায়ায় বিমোহিত হইয়া দুঃখকেই সুখ মনে করে ও সুখকেই দুঃখ মনে করে। অতএব যথার্থ সুখের একমাত্র কারণ ভগবান্‌কে ধ্যান করে না। অথচ শ্রীভগবান্ জীবের সুখলভ্য হইয়া তাহার নিজের হৃদয়মন্দিরেই বাস করিতেছেন।

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরং আত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞ জনতাঽজ্ঞতা ॥ ৯৯ ॥

হে ভগবন্! তুমি জীবের আত্মা। কিন্তু জীব তোমাকেই পর মনে করে। আর যে পর তাহাকেই জীব আপন মনে করে। এই ভ্রান্তিবশে জীব স্বহৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত ভগবান্‌কে বাহিরে খুঁজে। অজ্ঞজনের অজ্ঞানই ধন্য!

জগৎ মায়াময়। বৈপরীত্যই উহার প্রাণ। স্থূলধী বৈজ্ঞানিকগণ সূক্ষ্মবুদ্ধি পরাঙ্মুখ হইয়া ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তাই বৈজ্ঞানিকগণ যখন যাহা সুবিধা পাইয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন।[1] এই মায়ার সন্ধান পাইলে তাহাদের সকল ধাঁধাই কাটিয়া যাইত—সত্যের সূক্ষ্মাবরণ বিদূরিত হইত ও বৈজ্ঞানিক পতঙ্গ সত্যালোকে প্রবেশ লাভ করিয়া মনের সকল অন্ধকার দূর করিতে পারিত। এই মায়ার সন্ধান না পাইয়া বৈজ্ঞানিকগণকে বলিতে হইয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থ আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থ নাই, সব পদার্থই হাইড্রোজেনের উপাদানে গঠিত।[2] মূল পদার্থের কথা দূরে থাকুক, পদার্থের অস্তিত্বই নাই কেন না পদার্থ কম্পন মাত্র।[3] অথচ পদার্থ ও কম্পন ভিন্ন।[4] পদার্থ একবার দ্রব্যাণু হয় ও একবার কম্পন হয়।[4] পদার্থ ও তেজোবিকিরণ এক।[5] পদার্থ তত্ত্বানুসন্ধান করিলে অপরিপাটির[6] চরম লক্ষিত হয়। কিন্তু এই চরম অপরিপাটীরই একটি নিজস্ব পরিপাটি[7] আছে।[8] ইত্যাদি।

মনে মনে সন্দেহ উদিত হইতে পারে জগৎ মায়াময়, যুগপৎ বিপরীতত্বই মায়ার স্বরূপ ইহা জানিয়াই বা লাভ কি? যদি স্বীকার করা যায় ইহাতে কোন লাভ নাই, তথাপি যে সত্যের আদর নববিজ্ঞানে সর্ব্বত্র

---

1. J 142. 2. J 75 3. J 76,43 4. J 43 5. J 76,43 6. chaos 7. Order 8. T 227.

বিঘুষ্ট, সেই সত্যও ত জানা যাইবে ? ইহাই পরম লাভ। হিন্দুশাস্ত্রে একবাক্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে অজ্ঞানই সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ ও জ্ঞানই সেই পাশচ্ছেদনের একমাত্র অসি। কাযেই জ্ঞানই যে একমাত্র বাঞ্ছিতব্য তাহাতে আর সংশয় কি ? জ্ঞানাভাবে এই অতুল্য হিন্দুশাস্ত্র সনাতন সত্যের আকর হইয়াও অবোধ্য বৈপরীত্যের আধার বলিয়া প্রতীত হয়।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন, মনুষ্যের ত কোন্ কথা, জীবমাত্রের চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে। অথচ সেই হিন্দুশাস্ত্র বলেন চণ্ডালাদি বর্ণবাহ্য অস্পৃশ্য জাতির কথা দূরে থাকুক ব্রাহ্মণ জাতিকেও স্পর্শ করিতে নাই।

প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ভূমৌ আশ্বচাণ্ডাল গোখরম্॥ ১০০ ॥

কুক্কুর চণ্ডাল গর্দ্দভ হইতে আরম্ভ কবিয়া সকল জীবকে ভূমিতে নিপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। অথচ শাস্ত্র সেই সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন হে নর সঙ্গভয়ে সদাই ভীত ও ব্যস্ত হইও।

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ শয়নাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তি হি পাপানি তৈল বিন্দুরিবাম্ভসা ॥ ১০১ ॥

কাহারও সহিত আলাপ করিলে তাহার পাপ তৎক্ষণাৎ আসিয়া আক্রমণ করে ও শরীরে বিশেষ প্রবেশলাভ করে। সেইরূপ কাহারও গাত্রস্পর্শ করিলে পাপ হয়, একসঙ্গে শয়ন করিলে পাপস্পর্শ করে ও একসঙ্গে ভোজন করিলে পাপবিদ্ধ হইতে হয়। যেমন তৈল জলের সহিত স্বভাবতঃ মিশে না। তথাপি অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিতে করিতে তৈল তাহার প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়। মনুষ্য আপনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকের কোনও প্রকারে সঙ্গ করিলে লাভবান্ হয় ও অপকৃষ্ট লোকের সঙ্গদোষে তাহার নিজ প্রকৃতিই দূষিত হয়।

সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি জীবিনাম্।
তস্মাৎ সতাং হি সংসর্গং সন্তো বাঞ্ছন্তি সন্ততম্॥ ১০২॥

কি মনুষ্য, কি পশু সকল প্রাণীরই সঙ্গগুণেই গুণ ও দোষ সমুৎপন্ন হয়। অতএব সৎপ্রকৃতি পুরুষ সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ কামনা করেন।

অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি শৃণোতি রাজন্ স গবাশ বাক্যম্।
ন তস্য দোষো ন মদ্‌গুণো বা সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥ ১০৩॥

সঙ্গগুণ এমনই প্রবল যে পশুপ্রকৃতিও তাহার বেগ সহ্য করিতে পারে না; মনুষ্যের ত কথাই নাই। একটি টিয়াপাখী মুনিদিগের সঙ্গ করিয়া ভগবদ্ গুণ কীর্ত্তন শিখে। আর একটি টিয়াপাখী কসাই সঙ্গবশে ধর মার কাট বলিতে শিখে। দ্বিতীয় শুকপক্ষীর পাষণ্ড প্রকৃতি দেখিয়া রাজা তাহার নিধনাজ্ঞা দিলে প্রথম শুকপাখী বলিতেছে—হে রাজন্ আমি অহরহঃ মুনিদিগের বচন শুনি আর ঐ পক্ষী নিত্য কসাইয়ের কথা শুনে। ইহাতে তাহারও দোষ নাই, আমারও গুণ নাই। সংসর্গ হইতেই দোষগুণ উৎপন্ন হয়।

সঙ্গবেগ জীবমাত্রেরই সর্ব্বদা অসহ্য। মানুষের কথা দূরে থাকুক পশুপক্ষীর প্রকৃতিও সম্পূর্ণ সঙ্গপরতন্ত্র। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ সঙ্গ-বিভাবিত স্বরূপে অবস্থিত। এমন কি স্বয়ং ভগবানও স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করিলে সঙ্গের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন না। উদ্দেশ্য মহৎ হইতে মহীয়ান্ হইলেও, সঙ্গপ্রভাব সর্ব্বত্র অপরিহার্য্য। তজ্জন্য স্বয়ং ভগবান্, ভরতরাজরূপে অবতীর্ণ হইয়া হরিণশিশুর প্রতি দয়া করিতে যাইয়াই মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা বিমুক্ত-দৃষ্ট-শ্রুত-সঙ্গবন্ধঃ।
ব্যাসক্তচিত্তোপি তথাহপ্রমেয়ে মৃগোভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ॥১০৪॥

সা মাং স্মৃতির্মৃগদেহেঽপি বীর কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভবা নো জহাতি।
অথো অহং জনসংগাদসংগো বিশঙ্কমানোঽবিবৃতশ্চরামি ॥ ১০৫

হে রহূগণ আমি সেই জগৎ বিশ্রুত ভরতরাজা। আমি দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের আসক্তিজনিত বন্ধন হইতে বিমুক্ত ও অপ্রমেয় ঈশ্বরে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হইয়াও সেই অপ্রমেয় ঈশ্বরের দুর্ব্বিজ্ঞেয় মায়াবশে মৃগসঙ্গে বিনষ্ট পরমার্থ হইয়া মৃগ হইয়াছিলাম। হে বীর কৃষ্ণার্চ্চন প্রভাবে আমার স্মৃতি মৃগদেহেও বিনষ্ট হয় নাই। মৃগরূপ ত্যাগ করিয়া এই ব্রাহ্মণদেহে যে সে স্মৃতি ত্যাগ করে নাই ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি জীবন্মুক্ত নির্হেতুক একান্ত ভক্ত হইয়াও অল্পদিনের সঙ্গবশে সমস্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। অতএব এই ব্রাহ্মণ জন্মে সেই কথা অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া আমি মনুষ্যমাত্রেরই সঙ্গ হইতে ভীত ও চকিত হইয়া একাকী আত্মগোপন করিয়া বিচরণ করি।

সঙ্গের শক্তি অপরিসীম। সঙ্গ করিতে পারে না এমন কার্য্যই নাই। সঙ্গের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির প্রভাবে ঘোর পাপিষ্ঠও সাধূত্তম হয় ও পরম সাধুও স্খলিতপদ হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন। সঙ্গের অপ্রতিহত প্রভাব জগতে ভেরীঘোষে বিঘোষিত করিবার নিমিত্তই ভগবদবতার ভরতরাজা স্বয়ং মৃগসঙ্গে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জীবমাত্রেরই কল্যাণ কামনায় নিজ কল্যাণ স্বেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়া সাক্ষাদ্‌ ভগবন্মূর্ত্তি ভরতরাজা জীবকে ইহাই শিক্ষা দিলেন—জীব সাবধান! সাবধান! সঙ্গাপেক্ষা প্রবল কিছুই নাই। অসৎসঙ্গে অবতার পুরুষেরও রক্ষা নাই। অতএব তুমি সৎসঙ্গ করিতে সদাই ব্যস্ত থাকিও ও অসৎসঙ্গকে জন্ম জন্মান্তরনির্ণাশিবিষজ্ঞানে সদাই সাবধানে বর্জ্জন করিও।

হিন্দুশাস্ত্রই মায়ার প্রকৃত মর্য্যাদা দিতে জানেন সেই জন্যই হিন্দুশাস্ত্র সর্ব্বত্র বৈপরীত্যময়। হিন্দুশাস্ত্র একস্থানে যাহা বলিয়াছেন, অপরস্থানে

ঠিক তাহার বিপরীত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে মায়ার স্বরূপ বৈপরীত্যেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। নতুবা যে অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য কলির জীবের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বুদ্ধিতে স্থান পায়, তাহাও এই গভীর দুরবগাহ শাস্ত্রপ্রণেতার বুদ্ধির অগম্য, ইহা কেবল বাতুল প্রকৃতিই প্রতিপন্ন করিতে চাহে।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ১০৬ ॥

বিচারে কখনও সংশয় যায় না। বেদ পুরাণাদি সবই ভিন্ন ভিন্ন। এমন মুনিই নাই যাঁহার মত অন্য মুনির মত হইতে ভিন্ন নহে। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানীর হৃদয়কন্দরেই নিহিত ও লুক্কায়িত আছে। জ্ঞানীপুরুষ যে মার্গ অনুসরণ করেন তাহাই প্রকৃত মার্গ। ধর্ম্মের স্থূলতত্ত্ব শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা যায় না। বৈপরীত্যসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ধার করা উন্মুক্তমায়াবরণ অনুভবী পুরুষ ভিন্ন কাহারও কার্য্য নহে।

হিন্দুশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানার্জ্জনের উপায়েও মায়ার ছায়াপাত স্পষ্টই লক্ষিত হয়। জ্ঞানার্জ্জনের উপায়—ছোট হওয়া, জ্ঞান করা নহে।

জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ
নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়।
একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং
পাদারবিন্দ রজসাপ্লুত দেহিনাং স্যাৎ ॥ ১০৭ ॥

এই অমল জ্ঞান দুষ্প্রাপ্য। নরগণের একমাত্র বন্ধু নারায়ণ, নারদকে

নরগণের একমাত্র বন্ধু জ্ঞানে এই অলভ্য জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। এই অলভ্য জ্ঞানও সুলভে লাভ করা যায়, যদি নরগণ ভগবানের একান্ত ও অকিঞ্চন ভক্তগণের পাদারবিন্দরজে আপনাদিগকে আপ্লুত করেন। অহঙ্কারই জ্ঞানের একমাত্র প্রত্যবায়। যাঁহারা সেই অহঙ্কার বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া একেবারে অকিঞ্চন ও নিরভিমান হইয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীভগবানের পাদকমলে একনিষ্ঠ ভক্ত হইতে পারিয়াছেন। সেই অকিঞ্চন একান্ত ভক্তগণের শ্রীচরণে যাঁহারা আপনাদের অভিমান সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিরা ধন্য হইতে পারিয়াছেন কেবল তাঁহাদেরই এই অমলজ্ঞান অলভ্য হইয়াও সুলভ।

মায়ার বৈপরীত্য মনুষ্য জীবনে ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত। একটু দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেই অতি সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুধা হইলে ভোজনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শরীরের জন্য যত খানি প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত মাত্রায় সর্ব্বদাই ভোজন করিতে হয় যাহাতে অতিরিক্তাংশ মলরূপে ত্যাগ করিয়া দেহ স্বস্থ থাকিতে পারে। একই সঙ্গে গ্রহণ ও ত্যাগ কর্ত্তব্য। সেইরূপ শরীরে যতখানি জল প্রয়োজন তাহাপেক্ষা অধিক জলপান করিতে হয়, যাহাতে অতিরিক্ত জল মূত্ররূপে বিসর্জ্জন করিয়া শরীর প্রকৃতিস্থ হইতে পারে। জীবন বড়ই প্রিয় ও মৃত্যু ভয়ঙ্কর। তথাপি কে না প্রত্যহ সেই নিদ্রারূপ মৃত্যুর জন্য লালায়িত হয়? সেইরূপ চলা ফেরা বসা দাঁড়ান সমস্তই বিপরীতগুণসম্পন্ন। এই মায়াময় সংসারে মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক ঘটনায় মায়ার বৈপরীত্য ক্রীড়া করিতেছে।

৪৭। নববিজ্ঞানে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।—নববিজ্ঞান বলে কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিত্য। অতএব ভগবান নাই কিংবা থাকিলেও তিনি অশক্ত—ঢোঁড়া। এই কার্য্য কারণ সম্বন্ধের নিত্যত্বই নাস্তিকতার মূল। এই নিত্য সম্বন্ধের আশ্রয়েই নাস্তিকগণ

বলে—নির্দ্দিষ্ট কারণে যখন সকল অবস্থাতেই নির্দ্দিষ্ট ফল, তখন ভগবান্ কিছুই করিতে পারেন না। যদি বল ভগবান্ইত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন। নাস্তিক বলিবে—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? একবার সে সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া সম্বন্ধের নিত্যত্বের অনুরোধে তিনি ত আর উল্‌টাইতে পারিবেন না। একথা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক বুঝা যায়। কিন্তু নিত্যত্বের অনুরোধে নাস্তিকগণ কোন্ যুক্তি বলে ভগবান্‌কে উড়াইয়া দেয় ইহা বুঝা অবিকৃত বুদ্ধির কর্ম্ম নহে।

মূর্খত্বং নিতরাং শ্রেয়ঃ স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ॥১০৮॥

স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর—সর্ব্বনাশের আকর। তাহার অপেক্ষা মূর্খত্ব লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ।

বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং নিহনিষ্যতি ॥ ১০৯ ॥

যিনি অল্পবেদজ্ঞ—অর্থাৎ যিনি চতুর্ব্বেদ ও উপনিষদ্‌সমূহ আদ্যোপান্ত সম্যক্ পাঠ করিয়াছেন কিন্তু পুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করেন নাই—বেদ তাহাকে ভয় করেন কেন না তিনি বেদের অর্থ সম্যক্ পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই ও কদর্থ করিয়া বেদকে বিপন্ন করিয়া তুলিবেন।

ধর্ম্মের এই ঘোর দুর্দ্দিনে ঊর্জ্জিত নাস্তিকতার অপ্রতিহত অভ্যুদয়ে, নাস্তিক চূড়ামণিগণ অপরিচ্ছিন্ন বিমুখতাসত্ত্বেও না মানিয়া পারিল না —জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। তবে নববৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে বলিবার চেষ্টা করেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা থাকিলেও এখন আর তাহার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব কি করিয়া বিনষ্ট হইল তাহা নববৈজ্ঞানিকগণ ভাবিবারই অবসর পান না। সামান্য বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায়—আপন ইচ্ছায় ত্যাগ না করিলে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব নষ্ট হইতে পারে না, কেননা কর্ত্তা কাহারও পরতন্ত্র নহেন।

শ্রীভগবানের অশেষ কৃপাকটাক্ষে, কার্য্যকারণের নিত্যসম্বন্ধরূপ

নাস্তিকতার মূলে, আজ নব্যনববিজ্ঞান বিষম কুঠারাঘাত করিয়াছে। প্ল্যাঙ্কের মাত্রামতের[1] ফলে আজ সেই নিত্যসম্বন্ধ, চিরকালের সিংহাসনচ্যুত হইয়া নব্যনববিজ্ঞানের দ্বারে ভিখারী। নব্যনববিজ্ঞানের অলিতে গলিতেও আজ এই নাস্তিক ধুরন্ধর স্থান পাইতেছে না। নব্য-নববিজ্ঞান একবাক্যে স্থির করিয়াছে—কার্য্যকারণের নিত্য সম্বন্ধ নাই। একই কারণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হয় ও কখন কোন্ কার্য্য হইবে তাহারও স্থিরতা[2] নাই।

যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নিত্যত্বালম্বনে অন্ধ নাস্তিকগণ তাহাদের দুর্দ্দম্য নাস্তিক্য বিঘোষণের অবসর পাইয়াছিল, সেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নিত্যত্বের মূল উচ্ছিন্ন করিয়াও নব্যনববিজ্ঞান ক্ষান্ত হইল না। কোনও[3] অদৃষ্ট কারণই কার্য্যকারণসম্বন্ধের অনিত্যত্ব ঘটাইতেছে ইহাও মানিতে বাধ্য হইয়াছে। ঈশ্বর আছেন, তাঁহার ইচ্ছায়ই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার স্থূল ইচ্ছাই জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম ও তাঁহার বিশেষ ইচ্ছাই এই নিত্য প্রাকৃতিক নিয়মের অনিত্যত্ব ঘটাইতেছে—এই সব সত্য হইলেও নব্যনববিজ্ঞানের মানিতে নাই, তাই স্পষ্টাক্ষরে মানিতে পারে না। কিন্তু নব্যনববিজ্ঞানের কথার ইহা ভিন্ন আর অর্থই হয় না।

কার্য্যকারণসম্বন্ধের নিত্যত্ব উড়াইয়া দিয়াও নব্যনববিজ্ঞানের ভিতরে ভিতরে সেই নিত্যত্বের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াই গেল। প্ল্যাঙ্ক বলেন যে আমাদের যদি হাত থাকিত ত আমরা অনিত্যত্ব পরিহার করিয়াই কার্য্যকারণসম্বন্ধের নিত্যত্বই বাছিয়া[4] লইতাম। এডিংটনও এই কথাই বলেন। এখন দেখা যাক্ হিন্দুশাস্ত্র কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কি বলেন।

1. Planck's quantum theory 2. J 20,28 : P 47 : Eddington. Nature of the world pp 309 and 296. Nature 1931 p 452, Sc. 125

3. J 25,21. E 291 4. P.48

৪৮। হিন্দুশাস্ত্রে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।—হিন্দুশাস্ত্র জানেন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য ও ভগবদিচ্ছায় অনিত্য।

কারণেন বিনা কার্য্যং নোদেতি। ১১০ ॥

কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না।

কারণাচ্চ সদোৎপত্তিঃ নিরোধস্তহ্যকারণঃ।
কালগত্যা যথাতীতঃ স্যাদেব কারণং বিনা॥ ১১১ ॥

কারণ হইতেই সর্ব্বদা কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কার্য্যের নিবৃত্তি কিন্তু অকারণ অর্থাৎ কারণ বিনাই হয়। যথা কারণ ব্যতিরেকে কালগতিতেই বর্ত্তমান অতীত নামে অভিহিত হয়। জগতে যখন যাহা ঘটে তাহার কারণ থাকিবেই। সে কারণ অনেক সময়ই বুঝা যায় না। তাই বলিয়া অকারণে কোনও বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য। কিন্তু মায়াবশে নিত্য হইয়াও অনিত্য। নিত্য কার্য্যকারণ সম্বন্ধকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলে। ঈশ্বরেচ্ছায় এই নিত্য নিয়মই অনিত্য হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

মদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি-র্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥ ১১২ ॥

আমারই ভয়ে, আমরই শাসনে আমারই আজ্ঞায় পবন বায়ু দেন, সূর্য্য উত্তাপ দেন, ইন্দ্র বৃষ্টি দেন, অগ্নি দহন করেন ও যম জীবগণকে দণ্ডিত করেন। ইহাই নিত্য নিয়ম। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে পারেন না (মদ্ভয়াৎ)। শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীন হইয়াও ইহাদের সততই কার্য্য করিতে হয়। এই কারণেই অগ্নির দাহিকাশক্তি আছেও বটে নাইও বটে। সামান্যতঃ অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকে। কেননা ইহাই শ্রীভগবানের সামান্য আজ্ঞা। কখন কখন শ্রীভগবান্ সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহেন। তখন অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকে না। সকল

প্রাকৃতিক নিয়মের ইহাই স্বরূপ—খাটে খাটে না, হয় হয় না, নিয়তা-নিয়ত। বায়ু সূর্য্য প্রভৃতির ন্যায় সকল বস্তুর স্বরূপই নিয়তানিয়ত।

বিষায়তেঽমৃতং কুত্র বিষং চাপ্যমৃতায়তে।
বিষত্বং অমৃতত্বং চ জায়তে হীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ১১৩ ॥
ঈশ্বরস্য বশে সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ।
কটাক্ষেণ বিভোস্তস্য স্বরূপেণাধিতিষ্ঠতি ॥ ১১৪ ॥

স্থান বিশেষে অমৃতই বিষবৎ আচরণ করে ও বিষই অমৃতবৎ আচরণ করে। বিষের বিষত্ব ও অমৃতের অমৃতত্ব ঈশ্বরেচ্ছাতেই সাধিত হয়। এই চরাচর জগৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বশে। সেই পরমেশ্বরের কটাক্ষবশেই বস্তুমাত্র স্বরূপে অধিষ্ঠিত। শ্রীভগবান বিষকে বিষরূপে ও অমৃতকে অমৃতরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। কাযেই বিষ বিষই থাকে ও অমৃত অমৃতই থাকে। বিষ কখনও অমৃত হয় না ও অমৃত কখনও বিষ হয় না। কেবল ভগব-দিচ্ছায় বিষ ও অমৃত অন্যথা আচরণ করে মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক বস্তুই সামান্যতঃ একরূপ আচরণ করে ও ভগবদিচ্ছায় অন্যথা আচরণ করে। ইহাই বস্তুর স্বরূপ।

মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে ॥ ১১৫ ॥

গোদোহনকালে বাছুরকে তাহারই মাতার পায়ে বাঁধা হয়। তখন মাতৃ-জঙ্ঘাই সেই বৎসকে বাঁধিবার জন্য স্তম্ভরূপে কল্পিত হয় মাত্র। মাতৃজঙ্ঘা, জঙ্ঘাই থাকে স্তম্ভ হয় না। তথাপি কালবশে স্তম্ভের ন্যায় আচরণ করে।

এই স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় ঈশ্বরের বশে ও সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতেই স্বরূপে অধিষ্ঠিত। এক কথায় প্রত্যেক বস্তুর ভগবদিচ্ছায় উৎপত্তি, ভগবদিচ্ছায় স্থিতি ও ভগবদিচ্ছায় লয় হয়। তাহার কার্য্যও একমাত্র ভগবদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। শ্রীভগবান্ সর্ব্বকারণকারণ। সেই আদিকারণ হইতেই

সামান্যকারণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মরূপকার্য্য উৎপন্ন হয়। পুনশ্চ সেই সামান্যকারণ বা প্রাকৃতিক নিয়ম হইতেই প্রাকৃতিককার্য্যের উৎপত্তি। এই প্রাকৃতিক কার্য্য সামান্যকারণবশে সামান্যভাবে নিত্য ও আদিকারণবশে অনিত্য। এক কথায় কার্য্যকারণসম্বন্ধ স্থূলতঃ নিত্য সূক্ষ্মতঃ অনিত্য।

৪৯। জীব স্বতন্ত্র কি পরতন্ত্র।—ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, আদি কারণ। সৃষ্ট জীব তাঁহার কার্য্য। কার্য্য কারণসম্বন্ধের নিত্যত্ব হইতে জীবের স্বাতন্ত্র্যাভাব বা পারতন্ত্র্য স্পষ্টই সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর স্বতন্ত্র—জীব পরতন্ত্র। জীব সকল বিষয়ে সকল সময়ে সকল প্রকারে ঈশ্বরের পরতন্ত্র। তাহার স্বাতন্ত্র্যের গন্ধমাত্রও নাই। ইহাই শাস্ত্রে সর্ব্বত্র বিঘুষ্ট।

যথা দারুময়ী নারী যথা যন্ত্রময়োমৃগঃ।
এবং ভূতানি মঘবন্ ঈশতন্ত্রানি বিদ্ধি ভোঃ॥ ১১৬॥

বৃত্রাসুর বলিতেছেন—হে ইন্দ্র জানিও যেরূপ কাঠের পুতুল, যেরূপ পাশবদ্ধ মৃগ, তদ্রূপ সৃষ্ট পদার্থমাত্রই ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বশে।

বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তূলং রজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপ্যতে ভূয়ঃ তথা ভূতানি ভূতকৃৎ॥ ১১৭॥
লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে।
দ্বিজা ইব শিচাবদ্ধা স কাল ইহ কারণম্॥ ১১৮॥

বায়ু যেমন মেঘসমূহ, তৃণ তূলা ও ধূলিসমূহকে একত্রিত করে ও পুনরায় দূরে নিক্ষেপ করে, সৃষ্টিকর্ত্তাও সেইরূপ ভূতগণকে একত্র করিয়া পৃথক করেন। সামান্য ভূতগণের কোন্ কথা দিক্‌পালগণসহ সমস্ত জগতই জালবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় যাঁহার বশে বিবশ হইয়া জীবনযাপন করে, সেই কালরূপী ভগবানই সমস্ত কার্য্যের কারণ।

যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং
জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্।
বিনৈকমুৎপত্তিলয় স্থিতীশ্বরং
সর্ব্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনম্॥ ১১৯॥

অস্ত্রশস্ত্রধারী যোদ্ধাগণের মধ্যে বিজয় সর্ব্বদা একপক্ষেই হয় না। সামান্যতঃ প্রবল পক্ষের জয় ও দুর্ব্বলপক্ষের পরাজয় হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা হয় না। কখনও কখনও দুর্ব্বলপক্ষেরও জয়লাভ হইয়া থাকে ও প্রবল পক্ষই পরাজিত হয়। ইহার কারণ এই যে উভয় পক্ষই ঈশ্বরের অধীন ও তাঁহার ইচ্ছাতেই জয় পরাজয় হয়। পরতন্ত্র জগতের বৃত্তি, কখনই একমুখী হইতে পারেনা। মায়াবশেও জয় পরাজয়ের বিপর্য্যাস ঘটিবেই। বলা বাহুল্য যে সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, আদি ও সনাতন পুরুষ সেই বিপর্য্যাস নিয়মের অধীন নহেন। তিনি পরমেশ্বর ও স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহার জয় সর্ব্বত্র।

কার্য্যকারণসম্বন্ধ নিত্য ও অনিত্য। এই কার্য্যকারণসম্বন্ধের নিত্যত্ব হইতে জীবের অচিৎবৎ পারতন্ত্র্য যেরূপ সিদ্ধ হয়, অনিত্যত্ব হইতে জীবের স্বাতন্ত্র্যও ঠিক সেইরূপ প্রতিপন্ন হয়। মায়ার প্রভাবে এই সম্পূর্ণ পরতন্ত্র জীবও স্বতন্ত্র—পারতন্ত্র্যের ও স্বাতন্ত্র্যের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। শাস্ত্র ইহা ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভুতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১২০॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥১২১॥

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর অন্তর্যামিভাবে সকল ভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সকল ভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় চালিত করিতেছেন। হে ভারত কায়মনো-

বাক্যে তাঁহারই শরণ লও। তাঁহার কৃপায় পরম শান্তি পাইবে ও নিত্যধামে যাইতে পারিবে। যদি জীব সম্পূর্ণ পরাধীন হইত তাহা হইলে 'শরণ লও' এই কথা নিরর্থক হইত। যন্ত্রারূঢ় ও শরণং গচ্ছ একই সঙ্গে বলিয়া শ্রীভগবান্ মায়ার স্বরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যুগপৎ বিপরীতত্বম্। মনুষ্যমাত্রেই সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা শ্রীভগবানের অচিৎবৎ পরতন্ত্র সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় মনে রাখিয়া তাঁহারই মায়ার মর্য্যাদা দিবার জন্য স্বতন্ত্রবৎ প্রাণপণে সকল কার্য্যই করিতে হয়। এইরূপ করিলে পারতন্ত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য উভয়েরই মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। পুনশ্চ পারতন্ত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে নিরভিমান কর্ত্তৃত্বের উদয়ে তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মী নহেন—তিনি কর্ম্ম করেন কিন্তু ফলভাগী হন না।

ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১২২ ॥

যিনি পরব্রহ্মের উপর কর্ম্মভার ন্যস্ত করিয়া আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক নিঃসঙ্গভাবে কর্ম্ম করেন তিনি কদাচ পাপে লিপ্ত হন না—কর্ম্ম করিয়াও ফলভোগী হন না। যেমন পদ্মপত্র জলের ভিতর সমস্ত ক্ষণ থাকিলেও তাহার গায়ে জল লাগে না। সংসারী মনুষ্য পদ্মপত্রের ন্যায় পারতন্ত্র্য সাগরে অবস্থিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবে ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধিস্তস্য ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১২৩ ॥

যাঁহার অহঙ্কার নাই, যাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই তাঁহার বুদ্ধি সেই কর্ম্মের ফলে লিপ্ত হয় না। তিনি কর্ম্ম করুন বা নাই করুন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলে।

৫০। **কর্ম্মফল অপ্রতিক্রিয়।**—মনুষ্য সর্ব্বদাই কর্ম্ম করিবার জন্য ব্যস্ত। কর্ম্মই মনুষ্যের প্রাণ।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ ॥ ১২৪ ॥

কেহ ক্ষণমাত্রও কদাচ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহাকেই পুরুষকার বা পৌরুষ বলে। পুরুষস্য কারঃ (কর্ম্ম) ইতি পুরুষকারঃ। পুরুষস্য ইদং ইতি পৌরুষম্। মনুষ্যকৃত কর্ম্মমাত্রেরই ফল আছে। এই কর্ম্মফল ভোগ করিলেই ক্ষয় হইয়া যায়, ভোগ বিনা ক্ষয় হয় না।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ১২৫ ॥

কৃতকর্ম্ম শুভই হউক বা অশুভই হউক—অর্থাৎ পুণ্যই হউক আর পাপই হউক – নিঃসন্দেহ ভোগ করিতেই হইবে। সৃষ্টি কোটি কোটি বার নাশ হইবে তথাপি অভুক্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইবে না।

এই কর্ম্মফলকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। ভুক্ত ও অভুক্ত বা ভোগ্য। জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত কর্ম্মফলই অভুক্ত বা ভোগ্য কর্ম্মফল। এই অভুক্ত কর্ম্মফল দ্বিবিধ—সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। মনুষ্য জন্মজন্মান্তরে যত কর্ম্মরাশি সঞ্চয় করে তত ভোগ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব জন্মকালে সঞ্চিত কর্ম্মফলরাশির কণামাত্র গ্রহণ করিয়া জীব জন্ম পরিগ্রহ করে। সঞ্চিত কর্ম্মফলরাশির এই কণাকেই প্রারব্ধ কহে।

এই প্রারব্ধবশেই জীবের জন্ম হয়। যদি শ্রীভগবানের অশেষ কৃপায় দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায় তাহা হইলে সেই পুরুষ মুক্তিলাভ করে, কেন না সঞ্চিত কর্ম্মাভাবে তাহার আর পুনরায় প্রারব্ধ ভোগের অবসরই হইতে পারে না।

লব্ধা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত।
যথা যোনি যথা বীজং স্বভাবেন বলীয়সা ॥ ১২৬ ॥

জীব অব্যক্ত নিমিত্তবশে, অর্থাৎ প্রারব্ধরূপ জীবের অপরিজ্ঞাত কারণবশে, জন্মপরিগ্রহ করিয়া ব্যক্ত হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অব্যক্ত হয়। বলবান্ প্রারব্ধ (স্বভাব) কর্ত্তৃক অবশে পরিচালিত হইয়া যাহাতে তাহার প্রারব্ধ সম্যক্ ভোগ হইয়া ক্ষয় হয় সেইরূপ পিতা (বীজ) ও মাতা (যোনি) আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে। পুনশ্চ

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মনৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মনৈবাভিপদ্যতে ॥ ১২৭ ॥

জীব কর্ম্মবশেই জন্মগ্রহণ করে ও কর্ম্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুখ দুঃখ ভয় ও কল্যাণ একমাত্র কর্ম্মবশেই প্রাপ্ত হয়। তাহার অন্যথা হয় না।

যে কর্ম্ম ফলপ্রসবোন্মুখ, যাহা ফল দিতে বসিয়াছে যাহার ভোগ বিশেস করিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহাকেই প্রারব্ধ বলে। প্র (প্রকর্ষেণ) আরব্ধং ইতি প্রারব্ধম্। অতএব এই প্রারব্ধ (কর্ম্মফল) সঞ্চিত হইতেও কোটিগুণ অনিবার্য্য। এই প্রারব্ধকেই শাস্ত্রে উৎসৃষ্টবাণ, অদৃষ্ট, ভাগ্য, দৈব, কাল, স্বভাব ও প্রকৃতি নামে অভিহিত করে। বাণত্যাগ করিলে পরে ফিরান যায় না। অনিবার্য্য বলিয়া প্রারব্ধকে উৎসৃষ্ট বাণ বলে। দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া সেই প্রারব্ধই অদৃষ্ট। সঞ্চিত হইতে ভাগ করিয়া ভোগের জন্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভাগ্য। কালবশে ফলপ্রসব করে বলিযা প্রারব্ধকেই কাল বলিয়া থাকে। প্রারব্ধবশে জীব চালিত হয় বলিয়া প্রারব্ধই স্বভাব বা প্রকৃতি।

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি।
অদত্ত্বা স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্ট বাণবৎ ॥ ১২৮ ॥

জীবের জ্ঞান হইলেই জীব মুক্ত হয় কিন্তু তথাপি সেই দেহের প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না। সেই দেহের ক্ষয়ের সহিত প্রারব্ধভোগ হইয়া ক্ষয় হইয়া যায় আর

জ্ঞানদ্বারা সঞ্চিত নাশ হয়। অতএব দেহান্তে সকল কর্ম্মের নাশ দ্বারা জীব মুক্ত হয়। জ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ নাশ হয় না কেন? উৎসৃষ্ট বাণ যেমন তাহার লক্ষ্যকে ভেদ করিবেই উৎসৃষ্ট বাণের ফল যেমন অপরিহার্য্য, তদ্বৎ উৎসৃষ্ট বাণরূপ প্রারব্ধ, ভোগ বিনা জ্ঞানেও ক্ষয় হয় না।

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোয়ং অদৃষ্টপরমো জনঃ ॥ ১২৯ ॥

মনুষ্যমাত্রেই অদৃষ্টের সম্পূর্ণ বশে ও অদৃষ্টেই তাহার অবস্থিতি।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন চ বিদ্যা ন পৌরুষম্ ॥ ১৩০ ॥

ভাগ্যই সর্ব্বত্র ফলে বিদ্যা কি পৌরুষ ফলে না।

স্বমেব কর্ম্ম দৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরার্জ্জিতম্ ॥ ১৩১ ॥

নিজের দেহান্তরার্জ্জিত কর্ম্মের নামই দৈব।

কালেন দৈবযুক্তেন বিদ্রাবিতমিদং জগৎ।
প্রতিক্রিয়া ন যস্যেহ কুতশ্চিৎ কর্হিচিৎ কদা ॥ ১৩২ ॥

দৈবযুক্ত কাল দ্বারা এই জগৎ পরিচালিত। কোনও উপায়ে ও কোনও প্রকারে ও কোনও সময়ে উহার প্রতিকার হয় না।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহশ্চ নিরর্থকঃ।
দুগ্ধসিক্তোপ্যথো নিম্বঃ কটুরেব যথাতথম্ ॥ ১৩৩ ॥

জীবগণ তাহাদের স্বভাব ছাড়ে না। তাহারা সর্ব্বদাই নিজ স্বভাব দ্বারা পরিচালিত। অতএব নিগ্রহ করা কি উপদেশ দেওয়া সমস্তই বৃথা। নিম দুগ্ধে যতই ভিজাও না কেন, যেমন কটু তেমনই থাকে।

জড় নববিজ্ঞানের জড়েই প্রীতি, চেতনে নহে। কাযেই জড় নববিজ্ঞান চেতনসম্বন্ধপরাঙ্মুখ। যেখানে চেতনের সম্বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে, সেখানেও চেতনের চৈতন্যাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড়াংশ গ্রহণ করিয়া জড় নববিজ্ঞান নিজের জড়ত্বেরই পরিচয় দিয়াছে। জীবন্ত প্রাণীর জীবন্ত কর্ম্ম জড় নববিজ্ঞানের বিষবৎ পরিহার্য্য। অতএব কর্ম্মফল

প্রভৃতির কথা নববিজ্ঞানে থাকিতেই পারে না। তথাপি জড়জগতের প্রমাণ দ্বারা কর্ম্মফল প্রভৃতির যথাসম্ভব সমর্থন করা যাইতেছে।

পদার্থের নাশ নাই,[1] গুরুত্বের নাশ নাই[2] ও তেজের নাশ নাই।[3] এক কথায় বস্তুর নিত্যত্বই নববিজ্ঞানের প্রাণ। নব্যনববিজ্ঞান পদার্থ ও গুরুত্ব ভাল করিয়া স্বীকার করে না বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত তিনটী নিয়ম না মানিয়া জগতের মূলাধার তেজ, অবিনাশি এই মাত্র মানে। অবিনাশিত্ব উভয়েরই গতি। জড়জগৎ মাত্রই যখন অবিনাশী তখন কর্ম্ম বিনাশী কিরূপে হইবে? পুনশ্চ কর্ম্ম যখন অবিনাশী তখন অভুক্ত কর্ম্ম যে সঞ্চিত হইয়া তোলা থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি বল কর্ম্ম অভুক্ত থাকে না, এই জীবনেই সকল কর্ম্ম ভোগ হইয়া যায়। ইহা মানা যায় না। কেন না ইহার মিথ্যাত্ব সকল সময়েই দৃষ্টিগোচর হয়। সঞ্চিত কর্ম্ম অবিনাশী। অতএব তাহার ভোগের জন্য পুনর্দেহধারণ অবশ্যম্ভাবী।

যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা ।। ১২৬ ॥

জীব বলবৎ প্রারব্ধবশে প্রারব্ধভোগের অনুকূল বংশে জন্ম পরিগ্রহ করে।

৫১। প্রারব্ধনাশ ও জ্যোতিষ।—প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট বা ভাগ্য বা দৈব সর্ব্বথা অপ্রতিহার্য্য হইলেও মায়াবশে উহা প্রতীকার্য্য, অর্থাৎ ভগবদিচ্ছায় উহা সহজেই কাটান যায়।

দৈবং পুরুষকারেণ শূরা ঘ্নন্তি সদোদ্যমাঃ ॥ ১৩৪ ॥

শূরগণ পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে নাশ করে। যাহারা সর্ব্বদাই উদ্যমশীল যাহাদের শাস্ত্রিত পুরুষকার কিছুতেই ব্যাহত হয় না তাহাদেরই শূর

1. Conservation of matter 2. Conservation of mass
3. Conservation of energy.

বলে। উচ্ছাস্ত্র পুরুষকারের আশ্রয়ে মনুষ্য শূর না হইয়া মূর্খ ও নাস্তিক হয়।

প্রতিকূলং তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।
মঙ্গলাচার যুক্তানাং নিত্যং উত্থানশীলিনাম্॥ ১৩৫ ॥

প্রতিকূল দৈবও পৌরুষের দ্বারা বিনষ্ট হয়। যাঁহারা সদাচারযুক্ত, যাঁহারা জীবের মঙ্গল ভিন্ন আর কিছু চাহেন না ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই সদাই কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করেন তাঁহাদেরই প্রতিকূল দৈব বিনষ্ট হয়। অন্য কাহারও নহে।

যদ্যপ্যত্র তু নিশ্চয়েন কথিতং নানাবিধং দুস্ফলম।
খেটানাং তথাপ্যুশন্তি মুনয়ো নানা প্রতিকারকম্॥
দেব ব্রাহ্মণ পূজনেন গুরুবাক্ সম্পাদনেনান্বহম।
সৎসঙ্গেন হুতেন দানবসুনা দুষ্টং ফলং নোভবেৎ ॥১৩৬॥

যদিও জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহগণের (খেটানাং) নানাবিধ দুষ্ফল নিঃসন্দেহে কথিত হইল তথাপি মুনিগণ (সেই নানাবিধ দুষ্ফলের) নানা প্রতীকার বলেন। সদা সর্ব্বক্ষণ (অন্বহং) দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা গুরুবাক্য প্রতি-পালন, সাধুসঙ্গ, হোম ও অর্থদানের দ্বারা জ্যোতিষকথিত দুষ্টফল বিনষ্ট হয়।

শ্রীহরি নিজেই সকল কর্ম্মের ফল দান করেন। তাঁহার ইচ্ছা বিনা কখনই কোন ফল হইতে পারে না। অতএব নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে প্রযত্নবান্ তাঁহারাই শ্রীহরির কৃপায় দৈবকে নাশ করিতে পারেন। কাযেই দৈব অপ্রতিহার্য্যও বটে, প্রতিকার্য্যও বটে। শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাকটাক্ষ বিনা প্রারব্ধ কখনও নাশ হয় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যস্মৈদত্তং চ যজজ্ঞানং জ্ঞানদাতা হরিঃ স্বয়ম।
জ্ঞানেন তেন স স্তৌতি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীহরি যাহাকে যে জ্ঞান দিয়াছেন, কেন না শ্রীহরি ভিন্ন কেহই জ্ঞান দিতে পারেন না, সেই জ্ঞানের সাহায্যেই সে শ্রীহরির স্তব করে। জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী। তিনি জ্ঞান দেখেন না মনের ভাব দেখেন।

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৩৮ ॥

ব্রহ্মবিদ্‌জ্ঞানিগণের সকল সিদ্ধির যোগের জ্ঞানের ও ধর্ম্মের আমিই একমাত্র হেতু একমাত্র কর্ত্তা ও একমাত্র প্রভু।
প্রারব্ধের অপ্রতিহার্য্যতাই জ্যোতিস শাস্ত্রের মূল। এই জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে মনুষ্যজীবনের ভবিতব্যতার নির্ণয় হয়।

সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কেত যত্র সাক্ষিণৌ। ১৩৯ ॥

জ্যোতিষ শাস্ত্র সাক্ষাৎ ফলবৎ। চন্দ্রসূর্য্য উহার সত্যত্বের সাক্ষী। অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রের দ্বারাই জ্যোতিষের ফল জানা যায়। প্রত্যক্ষফলদ জ্যোতিষ শাস্ত্রের সত্যতা অহংমদোদ্ধত পুরুষের নিকট প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখানে দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া দিগ্‌দর্শনমাত্র করা গেল। প্ল্যাঙ্ক বলিয়াছেন মনুষ্য-জীবনে ভবিষ্যৎ বলা একেবারে অসম্ভব। তাহা যে একেবারে মিথ্যা তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সেই দিগ্‌দর্শনমাত্রের সাবধানে বিচার করিলে প্ল্যাঙ্কোক্তির মিথ্যাত্ব সহজেই অনুমিত হইবে।

৫২। সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।—নববিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ অঙ্গীকারই করে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয়ই স্বল্প ও পরোক্ষ বিষয়ই অধিক।

প্রত্যক্ষং স্বল্পমেবস্যাৎ অপ্রত্যক্ষমনল্পকম্।
ইন্দ্রিয়াণি পরোক্ষাণি লভেরন্নাগমাদিভিঃ ॥ ১৪০ ॥

প্রত্যক্ষ অল্পই হয়। অপ্রত্যক্ষ অধিক। যে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হয় সেই ইন্দ্রিয়গণই অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। পরোক্ষ বিষয়ের উপলব্ধি আগম (শাস্ত্র) অনুমান ও যুক্তিদ্বারা হইয়া থাকে। নববিজ্ঞান-বিদ্‌গণ পরোক্ষ মানিতেই চাহেন না। তথাপি তাঁহাদিগকে অবিচারিত[1] জ্ঞানের অস্তিত্ব মানিতে হইয়াছে। অবিচারিতজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নহে তর্কগ্রাহ্যও নহে। এই তর্কবিরহিত অবিচারিত জ্ঞানের উপরই বৈজ্ঞানিক জগতের আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত, বিচার ও তর্কের উপর নহে।[2] টমসন্ ইহাকে ভগবদ্দত্ত[3] জ্ঞান পর্য্যন্ত[4] বলিয়াছেন। অবিচারিত জ্ঞান স্বীকার করিয়া নববিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরোক্ষভাবে সূক্ষ্মতত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষপ্রমাণ শুনিলেই নববিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সৃষ্টির কথা মনে পড়ে। যে বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে সেই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রমাণ কিরূপে হইতে পারে? অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতত্ত্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণও একটী মায়ার বৈপরীত্য। ইহা কেবল শ্রীভগবানের কৃপাতেই সম্ভব হইতে পারে। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব শ্রীহরি সূক্ষ্মভাবেই জানেন। কাযেই স্থূলদৃষ্টিতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

শ্রীগুরুং পরতত্ত্বাখ্যং ভাস্বন্তং চক্ষুরগ্রতঃ।
ভাগ্যহীনা ন পশ্যন্তি অন্ধাঃ সূর্য্যমিবোদিতম্ ॥ ১৪১ ॥

শ্রীগুরুই পরমতত্ত্ব। তিনি চক্ষুর অগ্রে দেদীপ্যমান। অতএব চক্ষুষ্মান্ লোকমাত্রেই ঘোর অন্ধকারেও তাঁহাকে দেখিতে পান। কিন্তু যাহারা ভাগ্যহীন তাহারা আদৌ তাঁহাকে দেখিতে পান না। যথা অন্ধ সূর্য্য উদিত হইলেও দেখিতে পায় না।

Intuition. 2. T 35 L 80 3. inspired 4. T35.

উলূকস্য যথা ভানুরন্ধকারঃ প্রতীয়তে।
স্বপ্রকাশে পরানন্দে তমো মূঢ়স্য জায়তে ॥ ১৪২ ॥

পেচকের সূর্য্যই অন্ধকার বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ অহঙ্কার-বিমূঢ় নরপেচকের স্বয়ং প্রকাশমান পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবান্ই নাই বলিয়া মনে হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তম্ ॥ ১৪৩ ॥

আমার পুণ্যলীলাকথা শ্রবণ ও পুনঃ পুনঃ কথন দ্বারা (মৎপুণ্য) ঐ বাসনা-মলিন মন (আত্মা) যেমন যেমন মার্জ্জিত হইতে থাকে তেমনই তেমনই তাহার সূক্ষ্মদৃষ্টি হইতে থাকে। যেমন চক্ষু অঞ্জন সংযোগে উত্তরোত্তর ভাল দেখিতে থাকে। শ্রীভগবানের পুণ্যগাথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও কথন দ্বারা মনের ময়লা যতই কাটিতে থাকে ততই নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মবস্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে সক্ষম হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে অতীন্দ্রিয় বিষয় কিছুই নাই। যাহাকে সামান্যতঃ অতীন্দ্রিয় বিষয় বলা যায় তাহা কেবল অমার্জ্জিত ইন্দ্রিয়েরই অগম্য। মার্জ্জিত ইন্দ্রিয় সেই অতীন্দ্রিয় বিষয় সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে। হাত পা বাঁধা থাকিলে চলা ফেরা করা যায় না। সেই বন্ধনাবস্থায় গতিশক্তি অতীন্দ্রিয়। কিন্তু বন্ধন খুলিয়া দিলেই গতিশক্তি আপনা হইতেই আসে। কেননা বন্ধনাবস্থাতেও গতিশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ছিল না। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর উড়িবার শক্তি নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু পিঞ্জরের বাহিরে আসিলেই সে উড়িতে পারে। চক্ষু সকল বস্তুই দেখিতে পায়। তাহার দৃষ্টি নষ্ট হইলে সে কিছুই দেখিতে

পায় না। তখন সেই নষ্টদৃষ্টি চক্ষুর কাছে সহজ দর্শন শক্তিই অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়ে। আবার যদি ভগবৎ কৃপায় সেই চক্ষুই দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারে তাহা হইলে দর্শনকার্য্য আর অতীন্দ্রিয় থাকে না। পুনরায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সহজ হয়।

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং
তমো নিহন্যাৎ নতু সদ্বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী চেৎ
হন্যাৎ তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥ ১৪৪ ॥

যেমন সূর্য্যের উদয়ই নরচক্ষুর অন্ধকার নিশ্চয় নাশ করে মাত্র, অসৎ-বস্তুকে সৎ করিতে পারে না, অর্থাৎ সূর্য্যালোকে যেমন বিদ্যমান বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়, অবিদ্যমান বস্তু বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হয় না, সেইরূপ সম্যগ্‌দর্শন যদি নিপুণ ও আস্তিকতানিবন্ধন সৎ হয় তাহা হইলে সেই নিপুণ আস্তিক-দৃষ্টিই পুরুষের বুদ্ধির অন্ধকারাবরণ বিদূরিত করে। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন—

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ১৪৫ ॥

তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি। আমার ঐশ্বরিক বিভূতি দেখ। এই দিব্য চক্ষু কি ? দিবি (স্বরূপে) ভবং ইতি দিব্যং (স্বরূপাবস্থিতম্) যে চক্ষু নিজ স্বরূপে অবস্থিত, যে চক্ষুর অহঙ্কারাবরণ উন্মুক্ত হইয়াছে তাহাকেই দিব্যচক্ষু বলে। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন আমি তোমায় দিব্যচক্ষু দিতেছি অর্থাৎ আমি তোমার অহঙ্কার নাশ করিয়া তোমার চক্ষুকে স্বরূপাবস্থিত করিতেছি তাহা হইলেই তুমি স্বরূপপ্রাপ্ত চক্ষুর দ্বারা আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে। সূর্য্যই চক্ষুর স্বরূপ। অহঙ্কার-মেঘই তাহার আবরণ। ভগবৎকৃপা-বায়ু দ্বারা এই অহঙ্কার রূপ মেঘাবরণ বিনষ্ট হইলে চক্ষুঃ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য মনুষ্যকে সর্ব্বপ্রথমেই সর্ব্বতো-ভাবে অহঙ্কার বর্জ্জন করিতে হয়। অপাস্তাহঙ্কৃতি চিত্তই সত্যের চরণে ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিয়া সত্যের নিষ্কপট আদর করিয়াই ধন্য। নিরস্তা-ভিমান দৃষ্টিতেই বস্তু স্বরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বিষয়বাসনা থাকিতে দুর্জ্জয় অহঙ্কার কিছুতেই বিদূরিত হয় না। বিষয়বাসনা ও অহঙ্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানের পাদকমলে শরণাগতি কায়মনোবাক্যে বিধেয়। কি অহঙ্কারবর্জ্জন কি বাসনাত্যাগ কি শরণাগতি সকলই জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য। অতএব শ্রীভগবানের নির্হেতুক কৃপাই একমাত্র ভরসা। এই অহৈতুকী কৃপায় প্রাণভরিয়া বিশ্বাস করিয়া মনুষ্যের যথাসাধ্য অহঙ্কারবর্জ্জন, বাসনাত্যাগ, সত্যের আদর ও শরণাগতির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। তবেই সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভবে। তজ্জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন

> অধীত্য চতুরো বেদান্ দর্পাপহতচেতনঃ।
> ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বীপাকরসং যথা ॥ ১৪৬ ॥

সমগ্র বেদশাস্ত্র সম্যক্ অধিগত করিয়াও অহঙ্কারবিমূঢ় জন ভগবান্‌কে জানিতে পারে না—যেমন তাড়ু রসে ডুবিয়া থাকিয়াও সেই রসাস্বাদ-গ্রহণে বঞ্চিত।

> তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
> উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ১৪৭ ॥

যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয় তবে প্রথমে স্বীয় অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর চরণে শরণাপন্ন হও। তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া নিত্য তাঁহার চরণসেবা কর। তাহার পর তাঁহাকে বিশেষ করিয়া প্রশ্ন কর। তখন সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীপুরুষ তোমাকে

জ্ঞানোপদেশ করিবেন। তখনই তুমি প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিবে। অন্যথা তাঁহার উপদেশ তোমার অহঙ্কারমলিন চিত্তে প্রতিফলিত হইবে না।

বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য পরাবধিঃ।
অহং ভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমাবধিঃ॥ ১৪৮ ॥

ভোগ্যবিষয়ে বাসনার উদয় না হওয়াই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। অহঙ্কারের উদয়ের অভাবেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরাং অতিতরন্ত্যথ দেবমায়াম্
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগাল ভক্ষ্যে॥ ১৪৯ ॥

যাঁহাদের উপর সেই অনন্ত ভগবান্, অনন্ত নির্হেতুক কৃপা করেন যাঁহারা কায়মনোবাক্যে (সর্ব্বাত্মনা) ও অকপট ভাবে (নির্ব্যলীকং) তাঁহার চরণে আশ্রিত, তাঁহারাই দুস্তর দেবমায়া অতিক্রম করিতে পারেন। আর যাহারা কুকুর (শ্ব) ও শৃগালাদির ভক্ষ্য এই ঘৃণিতদেহে আমি ও আমার জ্ঞান করে সেই ঘৃণিতজনগণ তাঁহার দয়ালাভে বঞ্চিত হইয়া কখনই মায়া অতিক্রম করিতে পারে না।

যে পুনঃ সর্বভাবেন প্রপন্নাঃ পরমেশ্বরম্।
তে হি জানন্ত্যযত্নেন শিবং পরমকারণম্॥ ১৫০ ॥

যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরের শরণাগত হন তাঁহারাই বিনা আয়াসে সেই পরম কারণ শিবকে জানিতে পারেন। কেন না স্বয়ং ভগবানই তাঁহাদের দুর্লভ জ্ঞান দেন।

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ১৫১ ॥

ব্রহ্মা বলিতেছেন হে দেব! যে নর তোমার চরণকমলদ্বয়ের প্রসাদের কণা-মাত্রের দ্বারা অনুগৃহীত, সেই নরই তোমার মহিমার স্বরূপ (তত্ত্বং) জানিতে পারে। আর কেহই চিরকাল অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারে না।

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরম ॥ ১৫২ ॥

ব্রহ্মা বলিতেছেন হে প্রভো যাহারা তোমাকে জানিতে পারে মনে করে তাহারা জানুক। অধিক আর কি বলিব তোমার লীলা আমার মনের, দেহের, বাক্যেরও অগোচর।

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরু ভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেৎ গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাৎ যথামল দৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ॥ ১৫৩ ॥

যখন পদ্মনাভ শ্রীভগবানের চরণের কৃপায় (এষণয়া) প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয় ও মন (চেতঃ) ত্রিগুণজাত কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন মল বিদূরিত করিতে পারে তখন সেই বিশুদ্ধ মনে সাক্ষাৎ পরমাত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়। যেমন চক্ষুর দৃষ্টি প্রসন্ন হইলে সূর্য্যের প্রকাশ হয়।

তত্ত্বজ্ঞানোপলব্ধির একমাত্র বাধা অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার বিনষ্ট হইলেই জীব ও ভগবানের ব্যবধান বিনষ্ট হয়। তখন জীব কায়মনো-বাক্যে শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হয়। তখনই শ্রীভগবান্ আপনা হইতেই মায়া কাটাইয়া তাঁহার অবাঙ্মনসগোচর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করান।

মনুষ্যদৃষ্টির বিষয়ীভূত সূক্ষ্মাভাস বস্তু দেখিতেও মনুষ্যকে নিরভিমান হইয়া কাচাদির শরণ লইতে হয় তখন অবাঙ্‌মনসগোচর সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শন করিতে বিচারাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তার পাদকমলে শরণ লইতে হইবে ইহা আর বিচিত্র কি ?

যদি বল শ্রীভগবানের কৃপা হইলেই বা অতীন্দ্রিয় বিষয় কিরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে ? যাহা ইন্দ্রিয় ধারণা করিতে পারে না তাহা ধারণা করিতে পারাই শ্রীভগবানের মায়ার কার্য্য, ও তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির পরিচায়ক। শ্রীহরির কৃপা ভিন্ন মায়া বুঝা যায় না। তথাপি এই প্রহেলিকার যাহাতে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে তাহার দু'একটী দৃষ্টান্ত দিব। বন্দুকের গুলি অতিশয় অকিঞ্চিৎ-কর। তাহার জীবনহরণশক্তি নাই। কিন্তু বারুদের সাহায্যে সেই তুচ্ছ সীসককণ অচিরেই মত্তহস্তিরও প্রাণনাশ করিতে পারে। এই শক্তি সীসককণের নাই কিন্তু বারুদ তাহাকে দিতে পারে। সেইরূপ যে সকল বস্তু চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ সাহায্যে চক্ষু সে সকল বস্তুও সহজে দেখিতে পায়। যদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বারুদ কাচ প্রভৃতির দ্রব্যান্তরকে এই প্রকার নূতন শক্তিসম্পন্ন করিবার শক্তি থাকে তবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা স্থূল ইন্দ্রিয়কে সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে পারিবেন ইহা হইতে বিস্পষ্ট আর কি হইতে পারে ?

নিরস্তাভিমান দীনহীন সাধুদিগের জীবনে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রত্যক্ষানুভূতি সদা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। এই সব প্রত্যক্ষ ঘটনাকে লীলাময় ভগবানের লীলা বলে; এই লীলাই শাস্ত্রে সর্ব্বত্র বিবৃত হইয়াছে। এই ঘোর কলিতে কত লীলাই না নিত্য অহরহঃ এখনও হইতেছে তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে ? কিন্তু এখন এই সর্ব্বপাপ-প্রশমনী ভববন্ধনিকৃন্তনী ভগবল্লীলা শুনিবারই লোক পাওয়া যায় না, ইহাই ভারতের নিদারুণ দুর্ভাগ্য। অধিকন্তু অধিকাংশ লোকই

শ্রীভগবানের পুণ্যপবিত্র লীলাকেই, আপন দুর্দ্দম্য অহঙ্কার ও বিপরীত-বুদ্ধিবশে, গেঁজেলি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে, ইহাপেক্ষা ভারতের চরম দুরদৃষ্টের আর কি পরিচয় হইতে পারে ?

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু পাপপ্রবৃত্তি কোটি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয় না। অনুক্ষণ শ্রীহরির গুণগানই পাপপ্রবৃত্তি নির্ম্মূল করিবার একমাত্র উপায়।

নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতং
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎকর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে
গু'ণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥ ১৫৪ ॥

(বিষ্ণুদূতগণ যমদূতহাত হইতে অজামিলকে উদ্ধার করিলে যম-দূতগণের প্রশ্নের উত্তরে যম বলেন) শাস্ত্রকথিত প্রায়শ্চিত্ত (নিষ্কৃতং) সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও (কৃতেঽপি) একান্ত হয় না অর্থাৎ সম্যক্ ফলদায়ক হয় না। কেন না মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়। সেই কর্ম্ম নিশ্চয়বিনাশেচ্ছুগণের (নির্হারমভীপ্সতাং) শ্রীহরির গুণানুবাদই একমাত্র উপায়। যেহেতু এই গুণানুবাদ দ্বারাই সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয় ও রজস্তমোগুণের নাশ হয়। সাধুমুখে অনুক্ষণ ভগবদ্‌গুণগান শ্রবণ ও কীর্ত্তন ভিন্ন পাপ প্রবৃত্তি একেবারে উন্মূলিত করিবার উপায়ান্তর নাই।

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধূনোত্যশেষং যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতি বাতঃ ॥১৫৫॥

অনন্ত দয়ার আধার শ্রীভগবান্, তাঁহার মাহাত্ম্য (অনুভাব) শ্রবণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া কীর্ত্তন করিলে নরগণের হৃদয়ে স্বয়ং প্রবেশ করিয়া তাহাদের পাপ নিঃশেষে উন্মূলন করেন। যেমন সূর্য্য নিঃশেষে অন্ধকার বিনাশ করেন ও অতিশয় প্রবল বায়ু তৎক্ষণাৎ মেঘ বিদূরিত করে।

ভগবদ্‌গুণগানের অনন্যসাধারণ পাপনির্হরণশক্তি আছে বলিয়াই নববিজ্ঞান সর্ব্বাগ্রে ভগবদ্‌গুণগান শ্রবণই অসভ্যতার একমাত্র লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে ও হতভাগ্য ভারতবাসীও ভেড়ার ন্যায় অবিচারে বিচারবান্ হইয়া সেই কথার অন্ধানুবর্ত্তনে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছে। তন্নিমিত্তই আজ ভারতাজির, বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ হইয়াও, অধর্ম্মের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। এই অধর্ম্মবন্যার ফলেই, মুহুর্মুহু বন্যা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ অন্নাভাব মহামারী প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রবে, আজ সোণার ভারত ক্ষণে ক্ষণে উপদ্রুত।

> অধর্ম্মমূলং বৈগুণ্যং বায়্বাদীনাং প্রজায়তে।
> অধর্ম্মাদ্ধি ভবেচ্ছোকো জনানাং নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ১৫৬ ॥
> অধর্ম্মাভিভবাৎদেশে বিকৃতিং যান্তি সর্ব্বথা।
> ঋতুর্বৃষ্টি স্তথা বায়ুঃ ভূমি রোষধিরেব চ ॥ ১৫৭ ॥

অধর্ম্ম হইতেই বায়ু প্রভৃতি বিপরীত গুণসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম্ম হইতেই মনুষ্যাদির দুঃখ উপস্থিত হয়। অধর্ম্ম বিনা মনুষ্যের কখনই কোনও দুঃখ হয় না। যখন দেশ অধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হয় তখনই ঋতু বৃষ্টি বায়ু ভূমি ও ওষধি প্রভৃতি সকল বস্তুই সকল প্রকারে বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়। তখনই অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ঝড় প্রভৃতি আসিয়া সেই অধর্ম্মপরায়ণ দেশকে ধ্বংস করিতে থাকে। মহামারী ও নানাবিধ রোগ তখন সেই ধ্বংসকার্য্যের সহায়ক হয়। অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে সমস্ত জগতের সকল দুঃখ এখনই দূরীভূত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিপরীত বুদ্ধির প্রভাবে, জগৎ এই শাস্ত্রনির্ণীত ধর্ম্মপথ বর্জ্জন করিয়া, অধর্ম্মপথে দুঃখোপশমনের নানাবিধ চেষ্টা করতঃ দুঃখসাগরে আরও অধিকতর নিমগ্ন হইতেছে।

ভগবদ্‌গুণগান শ্রবণের ঘোর অনিচ্ছাবশতঃই সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ

প্রমাণ হতভাগ্য ভারতবাসীর নিকট উপস্থিত করিবার উপায় নাই। অতএব বাধ্য হইয়াই প্রকৃত প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া বিচাররূপ প্রমাণাভাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কেননা শাস্ত্র আজ্ঞা করিয়াছেন—

নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্‌ব্রূয়াৎ ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥ ১৫৮ ॥

জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকেও বলিবে না। অন্যায়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেও কাহাকেও বলিবে না। মেধাবী পুরুষ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও জড়ের ন্যায় লোকে আচরণ করিবেন।

ভগবল্লীলা শ্রবণে অভিলাষ থাকিলেই এখনও যে কত লীলা শ্রবণ-পথগোচর হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

৫৩। আপ্তবাক্যই একমাত্র প্রমাণ।—নববিজ্ঞান কেবল জড় স্থূলজগৎ লইয়াই ব্যস্ত। তথাপি সংশয়সাগরে সদাই বিপর্য্যস্ত। বস্তু আছে বস্তু নাই, সেই বস্তু অপর বস্তু হইতে পৃথক্ ও তাহারই তুল্য, সকল প্রকার উক্তিই একই সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে করিয়াও পরিত্রাণ নাই। যদি আপাত সূক্ষ্মবস্তু ছাড়িয়া প্রকৃত সূক্ষ্মতত্ত্বের অনু সরণ করিতে হইত তাহা হইলে নববিজ্ঞানের কি দশা হইত কে বলিতে পারে? স্থূলদৃষ্টিতে স্থূলবস্তু দেখা যায় সূক্ষ্মদৃষ্টি ভিন্ন সূক্ষ্ম বস্তুর উপলব্ধি ইহতেই পারে না। মনুষ্যের এই সূক্ষ্মদৃষ্টি কিরূপে হইতে পারে? তাহার দিগ্‌দর্শন পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। শাস্ত্রবিশ্বাসই এই সূক্ষ্মদৃষ্টির আদি কারণ। শাস্ত্রচক্ষুতে চক্ষুষ্মান্ না হইলে মনুষ্যের সূক্ষ্মদর্শনশক্তি উপচিত হয় না। যখন আপ্তবাক্যের অনুসন্ধানে মনুষ্যের বুদ্ধিবিকাশ হয় তখনই অহঙ্কার-মেঘ বিদূরিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়।

শাস্ত্র কি? আপ্তবাক্য কাহাকে বলে? অভ্রান্তবাক্য ভিন্ন ভ্রান্তি দূর হওয়া অসম্ভব ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। অভ্রান্তপুরুষ ভিন্ন

বাক্য কখন অভ্রান্ত হইতেই পারে না। ভ্রান্তপুরুষের বাক্য অকস্মাৎ অভ্রান্ত বা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তাহার সত্যত্ব নির্ভরাযোগ্য। সত্যপুরুষের বাক্য সর্ব্বদাই সত্য। তাঁহার বাক্যই একমাত্র প্রমাণ। সেই প্রকৃষ্টপ্রমাণের অভাবেই চক্ষুরাদির প্রমাণ গ্রাহ্য। নতুবা চক্ষুরাদির প্রমাণ সদাই অগ্রাহ্য ও পরিত্যজ্য। কেননা চক্ষুরাদির প্রমাণ সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ—সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। সত্যপুরুষকেই আপ্ত বা আপ্তপুরুষ বলে। আপ্তপুরুষের বাক্যই শাস্ত্রনামে অভিহিত। যিনি ভগবৎকৃপায় অপ্রতিহত অমল জ্ঞান পাইয়াছেন সেই সত্যপুরুষকেই আপ্ত বলে। আপ্তবাক্যই আগম বা শাস্ত্র।

আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষং অনুমানং চ যুক্তিকম্।
চতুর্বিধা পরীক্ষা স্যাৎ আপ্তবাক্যমসংশয়ম্॥ ১৫৯॥
আপ্তবক্ত্রাগতং শাস্ত্রং আগমশ্চাভিধীয়তে।
আগম প্রতিমো নৈব তত্ত্বনির্ণায়কঃ ক্বচিৎ॥ ১৬০॥
আপ্তাঃ সত্যাঃ সদামুক্তা রজসস্তমসস্তথা।
জ্ঞানং অব্যাহতং তেষাং ত্রিকালমমলং সদা॥ ১৬১॥
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ।
অপ্রতিষ্ঠিততর্কেণ কস্তীর্ণঃ সংশয়াম্বুধিম॥ ১৬২॥
অতীন্দ্রিয়ান সংবেদ্যান্ ভাবান্ যে দিব্যচক্ষুষা।
পশ্যন্তি বচনং তেষাং নানুমানেন বাধ্যতে॥ ১৬৩॥

বস্তুর পরীক্ষা চারিপ্রকার—আপ্তবাক্য প্রত্যক্ষ অনুমান ও যুক্তি। তাহাদের মধ্যে আপ্তবাক্যই নিঃসন্দিগ্ধ। অন্য প্রমাণে সংশয় থাকিয়াই যায়। আপ্তমুখাগত শাস্ত্রকে আগম বলে। আগমের তুল্য স্বরূপ নির্ণয় করিবার অন্য কিছুই নাই। সত্যপুরুষকেই আপ্তপুরুষ বলে। মিথ্যা সম্বন্ধাভাবে তাঁহাদের মনে মিথ্যা স্থান পায় না। অতএব তাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের

প্রভাব হইতে উন্মুক্ত। কাযেই তাঁহাদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের জ্ঞান সদাই অপ্রতিহত ও নির্ম্মল। যে সকল বস্তু অচিন্ত্য, মন যাহাদের ধারণা করিতে অক্ষম, তাহাদের বিষয়ে তর্ক করা অনুচিত। কেননা তাহারা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। যে তর্কের মূলে আপ্তবাক্য নাই, সেই অনাপ্তলম্বন তর্কের দ্বারা কে কবে সংশয়সাগর পার হইয়াছে? যাঁহারা দিব্য স্ব স্বরূপাবস্থিত চক্ষুর দ্বারা অতীন্দ্রিয় ও দুর্ব্বিজ্ঞেয় বস্তুও দেখিতে পান তাঁহাদের কথা বিচার ও তর্কের অধীন নহে।

তজ্জন্যই প্ল্যাঙ্ক অকপটে বলিয়াছেন পদার্থবিজ্ঞানের সত্যতা বিষয়ে সকল সময়েই সন্দেহ থাকিয়া যায়।[1] রাসেল বলিয়াছেন[2]—বিচারশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ শক্তির হ্রাস হয়। এডিংটন বলিয়াছেন—গণিত ও বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত তথ্য বাহির করা যায় না।[3] জীন্স বলিয়াছেন[4]—নববিজ্ঞানের প্রত্যেক কথাই কাল্পনিক ও অনিশ্চিত, ও হ্যাল্ডেন্ বলিয়াছেন এই জগতের বিচিত্রতা বড়ই বিষম, অপরূপ ও কল্পনাতীত।[5]

এখন বুঝা যাইতেছে শাস্ত্রই শাস্ত্রের একমাত্র প্রমাণ কেন, শাস্ত্র মানিব কেন এই প্রশ্নের সদুত্তর একমাত্র শাস্ত্রই দিতে পারে কেন। অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের বলে সংশয়াম্বুধি পার হইবার চেষ্টা বাতুলমাত্র।

> অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
> স্বেনৈবলাভেন সমং প্রশান্তম্।
> বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
> শ্বলাঙ্গুলে নাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥ ১৬৪॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার কোন বিষয়ে বিস্ময় হয় না, যিনি পরিপূর্ণকাম, যিনি নিজলাভতুষ্ট ও প্রশান্ত, অতএব যাঁহার কোনও বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকে না কেবল

1. P 56, 70 2. B224 3. Sc. 128 4. J 149 5. Gr. 125.

রক্ষাপেক্ষামপেক্ষতে। ১৬৫ ॥

জীব কবে রক্ষা কর বলিয়া শরণ লইবে তাহারই অপেক্ষা করেন. যিনি জীবের একমাত্র কল্যাণসাধনেই সদাই উদ্‌যুক্ত, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় জগদীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া যে অন্যত্র শরণ লয় সে নিতান্তই বালিশ, তাহার জ্ঞানের অঙ্কুর পর্য্যন্তও নাই, সে সত্যসত্যই কুক্কুরপুচ্ছাশ্রয়ে সমুদ্র পার হইতে ব্রতী হইয়াছে।

৫৪। শাস্ত্র মানিব কেন প্রশ্নের সদুত্তর।—মানিয়া লওয়া মনুষ্যচিত্তের স্বাভাবিকী বৃত্তি। যতই বুদ্ধিমান্ লোক হউক না কেন প্রায় সমস্ত বিষয়ই অবিচারে মানিয়া লয়। স্বল্প বিষয়ই স্বয়ং বুঝিতে পারে ও বুঝিয়া অনুষ্ঠান করে। ইহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কেননা পদে পদে নিত্য ইহার প্রমাণ সকলেই পায়। তথাপি দুএকটী প্রমাণ দেওয়া গেল। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিত্য কি অনিত্য জগতে কে প্রমাণ করিতে পারে? অথচ কার্য্য কারণ সম্বন্ধের নিত্যত্ব কে মানিয়া লয় না? কোন্ ব্যক্তি চিকিৎসকের কথা মানিয়া লয় না? ইঞ্জিনিয়ারের কথা অবিচারে গ্রহণ করে না? নব-বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা অবিচারে অঙ্গীকার করে না? মাত্রামত, সম্প্রক্তমত প্রভৃতি কয়জনে বুঝিবার কল্পনাও করেন? কেহ কিছুই বুঝে না। কাহার ও কিছু বুঝিবার চেষ্টাও নাই, সাহসও নাই, ভরসাও নাই। মানিয়া লওয়াই জীবনের একমাত্র ব্রত। কেবল সনাতন শাস্ত্রের সনাতন সত্যের কথা হইলেই, মানিব কেন? মানিব কেন? বলিয়া চীৎকার ধ্বনিতে কলির জীব চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলে।

এই ঘোর বৈষম্যের কারণ কি? কেনই বা মনুষ্য সকল দিকে সকল সময়ে বিচারকে সযতনে শিকায় তুলিয়া রাখে ও কেবল সনাতন সত্যের বেলায় সেই লুক্কায়িত বিচারকে শিক্যা হইতে তাড়াতাড়ি নামাইয়া

বিচারের ভাণ করিতে বসে ? বিজ্ঞান ও শাস্ত্র এই দুইটী শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই ইহার নিগূঢ় কারণ নিহিত আছে। বিজ্ঞান শব্দের ব্যুৎপন্নার্থ বিশিষ্টজ্ঞান-বিভ্রম বিপরীত জ্ঞান ও যাহা শাসন করে তাহাকে শাস্ত্র বলে। অনাদি সংসারের বিপরীতভ্রমজনিত বিপরীতবুদ্ধির কাছে বিশিষ্ট-জ্ঞান-বিভ্রম বিপরীতজ্ঞানই রোচক। কাযেই তাহা অবিচারে গ্রহণ করিতে আর বাধা কি ? অজিতেন্দ্রিয় উচ্ছৃঙ্খল মনুষ্যের কাছে শাসন বড়ই ভীষণ। তাই শাস্ত্রের নামে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। তখন শাস্ত্রকে দূর করিবার জন্য বিচার প্রভৃতি যতগুলি তোলা অস্ত্র আছে সকল গুলিরই প্রয়োগ করিতে ছাড়ে না। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিমাত্রেই শাসনের আতঙ্কে বিচারপরায়ণ হইয়া উঠে।

এই জন্যই ত্রিকালদর্শী শাস্ত্র বলিয়াছেন কলিকালে মনুষ্য বিপরীতবুদ্ধিবশে অমৃতকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া বিষসেবনে উন্মত্ত হইবে।

রত্ন বুদ্ধ্যা ভস্মরাশিং কুরুতে সঞ্চয়ং জনঃ।
অমৃতং চ পরিত্যজ্য বিষং নিত্যং নিষেবতে ॥ ১৬৬ ॥

কলিকালে মনুষ্যের কি বিপরীত বুদ্ধি হইবে! ভস্মরাশিকে রত্নরাজি বলিয়া সাদরে সঞ্চয় করিবে ও অমৃত পরিত্যাগ করিয়া নিত্য আনন্দে বিষভক্ষণ করিবে।

সংপ্রাপ্য ভারতে জন্ম সৎকর্ম্মসু পরাঙ্মুখঃ।
পীযূষ কলসং হিত্বা বিষভাণ্ডং স ইচ্ছতি ॥ ১৬৭ ॥

এই ভারতবর্ষ বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গনভূমি (ভারতাজিরম্) বিশেষ ভাগ্যোদয়ে এই ভারতাজিরে জন্মলাভ করিয়া (সংপ্রাপ্য ভারতে জন্ম) যে লোক সৎকর্ম্মে পরাঙ্মুখ হয় সে অমৃত কলস ত্যাগ করিয়া বিষভাণ্ডের জন্য লালায়িত হয়।

সৎকর্ম্ম কি ? মনুষ্য কেনই বা এই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে ?

এই জীবনের উদ্দেশ্য কি ? নিঃশ্রেয়স কাহাকে বলে ? প্রশ্নগুলি আপাত ভিন্ন হইলেও প্রকৃতই এক। যাহার জন্য মনুষ্য এই ধরাধামে আসিয়াছে তাহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য পরিপালনই একমাত্র সৎকর্ম। তাহাই পরম নিঃশ্রেয়স্কর। এখন দেখা যাউক, মনুষ্য কোন্ উদ্দেশ্যে এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়াঽনুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ১৬৮ ॥

মনুষ্যদেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (আদ্যং) অনায়াসলব্ধ প্রতীতির জন্য সুলভ। মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া দেবাদিরও দুর্ল্লভ। এই মানবদেহই সংসারোত্তারণক্ষম (সুকল্পং) তরি। গুরু এই তরির কর্ণধার। আমার কৃপাবায়ুদ্বারা এই তরি চালিত। এত আয়োজনেও যে মানব ভবসমুদ্র পার হইতে পারে না সে আত্মঘাতী।

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥ ১৬৯ ॥

যে মনুষ্য জন্ম পাইয়া, অর্থাৎ মুক্তির দ্বার খুলা পাইয়া, সংসার পিঞ্জরে (গৃহেষু) পক্ষীর ন্যায় আসক্ত হইয়া বাস করে, অর্থাৎ সংসারপিঞ্জর হইতে উড়িয়া পলাইতে চাহে না, সে আরূঢ়চ্যুত বলিয়া জ্ঞানিগণের নিকট বিদিত। অর্থাৎ সংসার হইতে বৈকুণ্ঠের দ্বার পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া সে পাপবশে বৈকুণ্ঠপ্রবেশপরাঙ্মুখ হইয়া পুনরায় সংসারে পতিত হইয়াছে জানিও।

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিনাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥ ১৭০ ॥

বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ইহাকেই বলে। জ্ঞানীর জ্ঞান ইহাকেই বলে যে তাহারই প্রেরণায় মিথ্যা মর্ত্ত্যদেহ দ্বারা সত্য ও মৃত্যুরহিত আমাকে লাভ করে।

পূর্ব্বযোনি সহস্রাণি দৃষ্টান্যেব ততো ময়া।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ ॥ ১৭১ ॥
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মাপায়ৌ পুনঃ পুনঃ।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেহং বিশ্বেশ্বরপদংশ্রয়ে ॥ ১৭২ ॥

জীব মাতৃজঠরে বাস করিয়া অনুক্ষণ এই অনুশোচনা ও সঙ্কল্প করে। আমি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতএব আমি নানাপ্রকার আহার ভোজন করিয়াছি ও নানাপ্রকার স্তন পান করিয়াছি। আমি জন্মিয়াছি মরিয়াছি ও পুনঃ পুনঃ আমার জন্মমৃত্যু হইয়াছে। অতএব আমি কতই না দুঃখভোগ করিয়াছি। এইবার যদি মাতৃযোনি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি তবে সংসার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য বিশ্বেশ্বরের পাদকমল আশ্রয় করিবই করিব।

জঠরস্থ জীবের এই নিরন্তর সঙ্কল্পও মায়াবশে ব্যর্থ হইয়া যায়। মাতৃযোনি হইতে বিনির্গত হইবামাত্রই জীব জঠরস্থ সকল সঙ্কল্পই ভুলিয়া যায় ও কি অমূল্যানিধি হারাইলাম বলিয়া অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। দুরতিক্রম মায়ার প্রভাবে সেই অধীরতাও অল্পক্ষণে নিবৃত্ত হয়। তখন হইতেই জীব সত্যরূপী ভগবান্‌কে ভুলিয়া মিথ্যাধিষ্ঠিত সংসারের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় ও সত্যের অনাদর ও মিথ্যার আদর করিতে শিখে। তখন হইতে জীবের আর মনে থাকে না।

সত্যমেব পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্।
সত্যমেব পরা বেদাঃ ওঙ্কারং সত্যমেব চ ॥ ১৭৩ ॥
সত্যমূলং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম।
ন হি সত্যমতিক্রম্য বিদ্যতে কিঞ্চিদুত্তমম্ ॥ ১৭৪ ॥